THE

GO EVERYWHERE

E-MAGAZINE

VOLUME ONE
DEC 2020

2ND ANNIVERSARY EDITION

GO everywhere TOURS & TRAVELS

IATA Accredited Agent

GO everywhere
TOURS & TRAVELS
www.goeverywhereholidays.com

Escape from monotony, Let's Travel

আপনাদের সকলের আশীর্বাদ ও
ভালোবাসায় আজ আমরা দ্বিতীয় বছরে

2nd Anniversary Celebrations

Join us every Sunday at 7 pm
Live Travel Adda with Travel Quiz
facebook.com/goeverywhereholidays
Starting again from January, 2021

One year Extension of
Travel Club Card
Membership

Launching Go Everywhere's first Travel e-Magazine

অন্তর্দেশীয় ট্যুর

ডিলাইটফুল ডুয়ার্স ৬ দিন

গরুমারা ন্যাশনাল পার্ক ■ লাটাগুড়ি ■ সুনতালেখোলা ■ জলঢাকা ■ মূর্তি ■ সামসিং ■ ঝালং ■ জয়ন্তী ■ খায়েরবাড়ি টাইগার রিসার্ভ ■ মহাকাল কেভ ■ বক্সা ফোর্ট ■ কোচবিহার রাজবাড়ি।
যাত্রাঃ ২২শে জানুয়ারী, ২০২১
₹ 22,000/- + GST

এনিগম্যাটিক্ সুন্দরবন ৩ দিন

সোনাখালী ■ গোসাবা ■ নেত্রাখালী ■ সজনেখালী ■ গাজীখালী ■ পীড়খালী ঝাড়খালী ■ কৈখালী ■ দেউলপাড়া ■ পাখিরালয়।
যাত্রাঃ ২৪শে ডিসেম্বর, ২০২০, ২৪শে জানুয়ারী ২০২১
₹ 8,000/- inclusive of GST

ক্যাপটিভেটিং কর্ণাটক ৫ দিন

বেঙ্গালুরু (১ রাত্রি) ■ মাইসোর (১ রাত্রি) ■ কুর্গ (২ রাত্রি)।
₹ 24,700/- + GST

এক্সটেবেরেন্ট গোয়া ৫ দিন

বাগা বিচ্ ■ অঞ্জুনা বিচ্ ■ কলাঙ্গুট বিচ্ ■ আগুয়াডা ফোর্ট ■ ব্যাসিলিকা অফ্ বোম্ জেসুস্। *যাত্রাঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী, ২০২১*
₹ 32,500/- + GST

পিক্‌চরেস্‌ক্ আন্দামান ৬ দিন

পোর্ট ব্লেয়ার (৩ রাত্রি) ■ নীল আইল্যান্ড (১ রাত্রি) ■ হ্যাভলক্ আইল্যান্ড (১ রাত্রি) ■ বারাটাং।
₹ 32,500/- + GST

হেভেন্‌লি কাশ্মীর ৭ দিন

শ্রীনগর (২ রাত্রি) ■ হাউস্ বোট (১ রাত্রি) ■ পাহলগাম (১ রাত্রি) ■ ক্বাটরা (২ রাত্রি)।
₹ 25,000/- + GST

ট্র্যাংকুইল হিমাচল প্রদেশ ৭ দিন

সিমলা (২ রাত্রি) ■ মানালি (৩ রাত্রি) ■ চণ্ডীগড় (১ রাত্রি)।
₹ 23,700/- + GST

এক্সকুইজিট্ মধ্য প্রদেশ ৬ দিন

অমরকন্টক (১ রাত্রি) ■ বান্ধবগড় (২ রাত্রি) ■ কান্‌হা ন্যাশনাল পার্ক (২ রাত্রি)।
₹ 28,990/- + GST

*অন্তর্দেশীয় ট্যুরগুলিতে বিমানভাড়া প্রযোজ্য।

GO EVERYWHERE TOURS & TRAVELS PVT. LTD.
Shantiniketan Building, 8 Camac Street, Room No. 15, 10th Floor, Kolkata 700 017, India
Tel: +91 33 4604 9800 | 4005 0199
Saltlake Office: AD-68, Saltlake, Sec-1, Kolkata 700 064, India, Tel: 98318 11535 | 90881 01124

70471 43332 | 98748 00122 | 98369 90095 | 81588 94453 | 98305 23781 | 90519 66668 | 80176 33418

নদী বয়ে যাবেই জানি .....

- ভাস্কর সেন

" বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি, দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী" , কবিগুরুর এই বার্তা যদি Go Everywhere এর একান্ত জপের মন্ত্র হয়ে থাকে, তবে গোটা পৃথিবীর এই দুঃসময়ে পিছন ফিরে তাকালে মাত্র ১৪ মাসের মধ্যেই আমাদের সংস্থা ২৩টা ট্যুর অত্যন্ত সফল ভাবেই সংঘটিত করতে পেরেছে। তবে অন্যান্য প্রকার সব শিল্পের মতই এই সর্ববৃহৎ পর্যটন শিল্পের আচমকা যে পথরোধ, সেই সময়ে দাড়িয়ে নবীন ও প্রবীণ অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গড়া এই আমাদের সংস্থা প্রতিটি সময়কেই সফরসঙ্গীদের নিয়ে হাজির থাকার চেষ্টা করেছে 'বাড়ীতে বসে পৃথিবী দেখুন' এর মাধ্যমে । এর সঙ্গে ছিল পর্যটকদেরই তোলা যাবতীয় ছবির একটি প্রদর্শনী এবং তার পুরস্কার। বর্তমানে সংস্থার দ্বিতীয় বার্ষিকী উদ্যাপনের প্রাক্কালে ই-নিউজলেটার বা ম্যাগাজিন নিয়ে আসাটা এক নতুন ভাবনারই শরীক হতে চাওয়া।

লন্ডন ও শেক্সপিয়ারের বাড়ি, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি চত্বর টহল দিয়ে আমরা যে বিরাট ক্রুজে করে ইউরোপে পা দেবার জন্য নর্থ সী-তে ভাসি সেই ক্রুজের মধ্যেই সঙ্গী হয় ইংল্যান্ড ট্যুরের চালক ও কোচ।

যে ট্যুরে গেলে সবার শেষমেষ মন ভরে না সেই ইউরোপ টুর আমাদের যাবতীয় ট্যুরের মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এই ট্যুর সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটা কথাই বলি, এর আগে সাধারণত পর্যটকরা সবার সাথে যে ইউরোপের স্মৃতি বয়ে বেড়াতে অভ্যস্ত ছিল তার চেয়ে ফের উন্নত পরিষেবা দিয়ে আমরা অন্যান্য আরও ট্যুরের সঙ্গে ইউরোপকেও জুড়ে দিয়েছি। হোটেল, খাওয়াদাওয়া ট্যুরে বিশেষ কোন জায়গার সংযোজন এবং পরিবহণ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতসেবা দিয়েই আমাদের গত দুটি ইউরোপ যাত্রা সমাপিত হয়েছে।

এই ট্যুরের অন্যতম আকর্ষণ হল, যে পরিবহণ ব্যবস্থা আমরা ইংল্যান্ড থেকে শুরু করি, যাত্রার শেষ দিন অবধি এয়ারপোর্টে বিদায় জানাবার আগে পর্যন্ত তা বজায় রাখি যা অন্যান্য ট্রাভেল এজেন্সির পক্ষে রীতিমত অপরিচিত ঘটনা। লন্ডন ও শেক্সপিয়ারের বাড়ি, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি চত্বর, টহল দিয়ে আমরা যে বিরাট ক্রুজে করে ইউরোপে পা দেবার জন্য নর্থ সী-তে ভাসি, সেই ক্রুজের মধ্যেই সঙ্গী হয় ইংল্যান্ড ট্যুরের চালক ও কোচ। আর নতুন করে মালপত্র নিয়ে বাকি ইউরোপের জন্যে নির্ধারিত আলাদা কোচ পরিবর্তন করার দরকার পড়ে না। এটা অভিনব ও অত্যন্ত সুবিধাজনক ব্যবস্থা। এবারে টিউলিপের মরশুমের শেষতম পর্যায়ে টিউলিপ গার্ডেন দেখার আশায় পর্যটকরা অধীর আগ্রহে থাকেন কারণ মে মাসের ১৬ তারিখের মধ্যে টিউলিপ গার্ডেন বা ‘কিউকেনহফ’ মরশুম শেষ । অন্যসময় থেকে যায় দেন হেগের চিরাচরিত মিনি আমষ্টারডাম মডেল ও শহর পরিক্রমা সাথে বিখ্যাত শহর ঘিরে থাকা ক্যানাল ক্রুজ’ ভ্রমণ । এরপরই আসে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে প্রাচীন শহর পরিক্রমা ও বিখ্যাত চকলেট শপিং ।

ইউরোপের বড় ট্যুরে ব্রাসেলসে রাত থাকা বা ছোট ইউরোপ ঘুরে সেই দিনই বিকেলে দীর্ঘ জার্নি থাকে প্যারিসের উদ্দেশ্যে। সেইদিন রাতে পৌঁছে শুধু ডিনার আর হোটেলে থাকা প্যারিসের একেবারে শহর কেন্দ্রে। যা আমাদের সংগঠনের আরো এক আকর্ষণ। সাধারণত খরচের আধিক্যর জন্য দূরের হোটেলে রাখার ব্যবস্থা করে থাকে। অনবদ্য প্যারিস শহর, আইফেল টাওয়ারের শীর্ষে ওঠা ও শন্ নদীর ওপর অসামান্য ক্রুজ পরিক্রমা আর মাঝে পৃথিবীর শিল্প কীর্তির অন্যতম সেরা আকর্ষণ লুভার মিউজিয়ামে গাইডেড ট্যুর। শেষ হয় চির অমলিন প্যারিসের যাত্রা, শুরু হয় সুইজারল্যান্ডের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ ৯ ঘন্টার যাত্রা। রাত্রি ৯ টায় অন্যতম সেরা হোটেলে চেক ইন ও ডিনার করে সেদিনের মত সফর শেষ। পরদিন থাকে ছোট্ট ও মনোরম গ্রামের মাউন্ট টিটলিস (১১৩৩৩ ফিট) কেবল্, রোটএয়ার বা ইউরোপের প্রথম গন্ডোলায় পর্যায়ক্রমে টিটলিসে অবতরণ, সঙ্গে থাকে বিশেষ আকর্ষণ আইস ফ্লায়ার যা এক অভিনব অভিজ্ঞতা আল্পসের ওপর দিয়ে পা ঝুলিয়ে হেলায় করি আল্পস জয়ের মতো। এই ভ্রমণের পর পর্যটন পিপাসুরা আনন্দের আতিশয্যে বিহ্বল হয়ে পড়েন। পরের দিন থাকে সকাল থেকেই গোটা দিন মাউন্ট জুংফ্রাও ট্যুর, এক অদ্ভুত কগ হুইলার বা বরফ কাটা ট্রেনের মাধ্যমে ১০ হাজার ফিট উচ্চতার জুংফ্রাও চূড়ায় পৌঁছনো। ট্যুরের শেষে, নৈসর্গিক দৃশ্য অবলোকনের পর লুসার্ন ঘুরে সোজা জুরিখ, আরো এক মনোরম শহরে রাত্রি যাপন।

বিখ্যাত সেই দ্যা মার্চেন্ট অফ ভেনিস থেকেই যেন এই ভেনিসের আকর্ষণ, পৃথিবীর তাবড় তাবড় ধনী মধ্যবিত্ত নির্বিশেষে সবার জীবনে একবার ইচ্ছে রাখে ভেনিসে পা দেবার গন্ডোলা চড়ার।

পরের দিন, ইউরোপের প্রধান ফলস্, রাইন ফলস্ রাইন নদীর ওপর তিন সীমান্ত সুইজারল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া, জার্মানী দিয়ে ঘেরা। এরপর চমৎকার রাস্তা বেয়ে আঙুর আর আপেল ক্ষেতে ভরা ইটালির দিকে আমাদের যাত্রা শুরু হয় আর পথে বিরতির সময় যখনই গাড়ি দাঁড়ায়, পিজ্জার গন্ধে একেবারে ম ম করে ওঠে রেস্তোরাগুলো। ইটালিতে প্রথমে থাকে ভেনিস প্রদক্ষিণ।

বিখ্যাত সেই দ্যা মার্চেন্ট অফ ভেনিস থেকেই যেন এই ভেনিসের আকর্ষণ, পৃথিবীর তাবড় তাবড় ধনী মধ্যবিত্ত নির্বিশেষে সবার জীবনে একবার ইচ্ছে রাখে ভেনিসে পা দেবার গন্ডোলা চড়ার। সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য আছে আমাদের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। আড্রিয়াটিক সী-এর লেগুন পেরিয়ে যখন মানুষ এই বিখ্যাত ভেনিসের অন্দরে প্রবেশ করে তখন যেন সবাই উত্তেজনায় থর থর করে। ভেনিসের Grandeur মানুষকে বার বার টেনে নিয়ে আসে ইটালির প্রান্তে। এবার পিসা ভ্রমণ। এই হেলানো টাওয়ার প্রাকৃতিক ভাবে যে সৃষ্ট তা যেন বিশ্বাস করতে চায় না মানুষ। পর্যটকেরা ভাবেন ইচ্ছাকৃত ভাবেই এর এই পরিণতি। দুশো বছরের মধ্যে অন্তত আটবারের প্রচেষ্টায় এই টাওয়ারকে বর্তমান অবস্থায় দাঁড় করাতে পেরেছে দক্ষ কারিগররা।

এরপর ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করা রোম দিয়ে। 'Rome wasn't built in a day' - এ কথা যেন বার বার মনে আসে। এই প্রাচীন শহরকে ঘিরে রয়েছে গোটা পৃথিবী জুড়ে তার সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য। কলোসিয়ামের ইতিহাস জানতে গিয়ে শোনা যায় ক্যালিগুলা, নিরোর ইতিহাস। রোমে রাত্রিবাসের পর শেষতম দর্শণ এয়ারপোর্ট পৌঁছবার আগে ভ্যাটিকান সিটি। খৃষ্ট ধর্মের প্রাণকেন্দ্র ও আলাদা দেশ হিসেবে গণ্য এই ভ্যাটিকান সিটির আকর্ষণ মানুষের কাছে দুর্ণিবার। সঙ্গে থাকে সুযোগ হলে Sistine Chapel দেখার অভিজ্ঞতা।

এই অসাধারণ বর্ণময় ইউরোপের দূষণ মুক্তো আবহাওয়া, সৌন্দর্য ঘেরা প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা রাস্তাঘাট, মসৃণ পরিবহণ ব্যবস্থা, ভেজালমুক্ত টাটকা আহারের ব্যবস্থা ট্যুরটিতে অন্য মাত্রা যোগ করে। আমাদের সংস্থার বিশেষ করে নজর থাকে ইউরোপ ট্যুরে থাকা ও খাওয়ার দিকে। মানুষকে আরও উন্নত পরিষেবা কিভাবে দেওয়া যায়, সে কথা মাথায় রেখে যাবতীয় ব্যবস্থাপনা করায়, ইতিমধ্যে Go Everywhere পর্যটকদের নজর কেড়ে নিয়েছে মাত্র এক বছরের মধ্যেই। আমার ইউরোপ ট্যুর নিয়ে বহু শব্দের আদান প্রদান করতে হল কারণ, এই সফরের ব্যাপ্তি এতটাই বিচিত্রময় যে নিত্য নতুন মানুষকে বার বার টেনে নিয়ে আসে এর আকর্ষণের কাছে নতুন কিছু আবিষ্কারের আশায়।

আমরা আশা করি, আগামী সুদিন প্রত্যাবর্তনে ভ্রমণ পিপাসু মানুষকে আমরা পাশে পাবই যদি আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিশ্রুতি মত একনিষ্ঠভাবে কাজে নিজেদের ব্রতে ব্রতী হতে পারি ।

এছাড়া আমাদের ব্যবস্থায় আছে বড় ট্যুরের মধ্যে, স্ক্যান্ডিনেভিয়া-রাশিয়া যেখানে নরওয়ের অম্লান সৌন্দর্য্য সার্থে - রাশিয়ার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, আইসল্যান্ড-ল্যাপল্যান্ড ট্যুরের অরোরা বোরিয়ালিসের জীবনে না ভোলা প্রাকৃতিক বিষ্ময়, গ্রিস-তুরস্ক ট্যুরে সৌন্দর্য্য ও ঐতিহ্যের দ্বৈতসঙ্গীত, সুইজারল্যান্ড ট্যুরের প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর হাতছানি আর অ্যামেরিকা-কানাডার বিস্ময়কর টেকনোলজি ও প্রকৃতির এক দ্বৈত অবদান।

জর্ডান-ইসরাইলের পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের পেট্রা ও বিষ্ময়কর মরুভূমি ওয়াদিরাম সঙ্গে যীশুখ্রীষ্ট্রের জন্ম ও মৃত্যু স্থান, ইন্দোনেশিয়া-বালির আগ্নেয়গিরি, বিরাট বরোবুদুরের ব্যাপ্তি, মায়ানমারের প্যাগোডা আর ইনলের সৌন্দর্য্য সঙ্গে ঐতিহ্য, কম্বোডিয়া-ভিয়েতনামে পৃথিবীর বিশালতম মন্দির আঙ্কোরভাটের বিষ্ময়কর অবস্থান ও ভিয়েতনামে প্রাকৃতিক বিষ্ময় হ্যালং বে ও হোচিমিনের সমাধি, নিউজিল্যান্ডের অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, লেক ডিষ্ট্রিক্টের ল্যান্ডস্কেপ, লেকের অদম্য আকর্ষণ এমনিই অনেক মুগ্ধ করা দেশ প্রতি নিয়তই মানুষকে আকর্ষণ করে চলে আমাদের পর্যটনের বৎসরব্যাপী সম্ভাবের মধ্য দিয়ে । আমাদের প্রকৃত শিক্ষা গুরু পর্যটকরাই, তাই তাদের কাছ থেকে তা প্রতিনিয়ত গ্রহণ করে বয়ে নিয়া চলা অভিজ্ঞতাই আমাদের প্রতিদিন শিক্ষিত করে তোলে। তাই, প্রত্যেকটি পর্যটককে আরও ভাল পরিসেবা দেবার সাহস নিয়ে কাজে নামি। আমরা আশা করি, আগামী সুদিন প্রত্যাবর্তনে ভ্রমণ পিপাসু মানুষকে আমরা পাশে পাবই যদি আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিশ্রুতি মত একনিষ্ঠভাবে কাজে নিজেদের ব্রতে ব্রতী হতে পারি ।

হা রে রে রে রে রে আমায় ছেড়ে দেরে দেরে ....

- সুব্রতা সরকার

বেড়াতে কার না ভালো লাগে ! কিন্তু বর্তমানে স্বাভাবিকভাবে কোথাও ঘুরতে যাবার সুযোগ নেই, সবাই চুপচাপ ঘরে বসে আছেন । প্রতিদিনকার একঘেয়েমি জীবন এবং মানসিক চাপে অনেকেই ভাল নেই । করোনাকালে অবসাদ থেকে মুক্তি দিতে ও মনে আনন্দের ছোঁয়া আনতে Go Everywhere ভ্রমণ সংস্থার কর্মকর্তারা এগিয়ে এসেছেন। যারা বেড়াতে ভালবাসেন সেইসব মানুষজনকে কাছাকাছি আনা, অন্যদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য চালু করেছেন online tour and experience sharing programme.

আমরা যারা Go Everywhere এর সাথে ট্যুরে গেছি বা যারা যাবার কথা ভাবছেন সকলের জন্যই রবিবারের এই অনুষ্ঠান অনবদ্য। নতুন নতুন দেশ দেখার পাশাপাশি সেই দেশের ঐতিহ্য, শিল্প, মানুষজন সমন্ধে ধারণা হচ্ছে, শিখছি অনেক কিছু । একই সাথে নিজেদের বেড়ানোর দিনগুলো নিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন দারুণ এক ভাললাগায় মনটা ভরে ওঠে। ভ্রমণপ্রেমী মানুষজনকে ঘিরে Go everywhere এর দায়বদ্ধতা থেমে নেই, জনসংযোগ টিকিয়ে রাখার জন্য সংস্থা এই e-newsletter

প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এই উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। এখানে লেখালেখির মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তি ভ্রমণকে ঘিরে তার ভাবনা চিন্তাকে উজ্জীবিত করতে পারবেন। বিশেষ করে করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে আশার আলো দেখা যেতেই মানুষ দিন গুনতে শুরু করেছেন। কিন্তু বাক্স পেঁটরা বেঁধে এখনই বেড়িয়ে পড়া সম্ভব হবে না, অপেক্ষা করতে হবে । আর এই অবসরে ভ্রমণপ্রেমী ব্যক্তিরা যদি কালি-কলমে নানান দৃশ্যকে সাজিয়ে মনের চোখ দিয়ে বিশ্বকে দেখেন তাহলে মন্দ হয় না। লেখালেখি আর অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে এরপর কোথায় বেড়াতে যাবেন সেই পরিকল্পনা সেরে ফেলতে পারেন, তৈরি হয়ে যেতে পারে আপনার আগাম ভ্রমণ লিস্ট । আর এই উদ্দেশ্য নিয়েই Go Everywhere-এর এই ই-পত্রিকা । আশা রাখি, সকলের সহযোগিতায় এই উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হবে। শুভেচ্ছা।

ব্যাঙ্গালোর নিবাসী, প্রবীর কুমার বোসের অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ভ্রমণ

আমরা Bangalore নিবাসী প্রবীর এবং সুমিতা বোস, ২০২০ র মার্চ মাসে প্রথম বার Go Everywhere এর সাথে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ট্যুরে গিয়েছিলাম এবং আমাদের অভিজ্ঞতা খুবই ভালো। আমাদের খুব ভালো হোটেলে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। প্রত্যেকদিন ভারতীয় রেষ্টুরেন্টে একবেলা খাওয়ানো হতো, সেই কারনে কারোর কোনো অসুবিধা হয়নি।

"আমাদের ট্যুর গাইড সায়ন খুবই ভদ্র, শান্ত এবং ঠান্ডা স্বভাবের, খুবই যত্ন সহকারে আমাদের প্রত্যেকটা স্পট যথেষ্ট সময় নিয়ে দেখিয়েছিল ।"

২০২০ র মার্চ মাসে প্রথম বার *Go Everywhere* এর সাথে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ট্যুরে গিয়েছিলাম এবং আমাদের অভিজ্ঞতা খুবই ভালো

আমরা সবাই সিনিয়র সিটিজেন ছিলাম । অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড খুবই সুন্দর মনোরম জায়গা |

আমাদের ট্যুর গাইড সায়ন খুবই ভদ্র, শান্ত এবং ঠান্ডা স্বভাবের, খুবই যত্ন সহকারে আমাদের প্রত্যেকটা স্পট যথেষ্ট সময় নিয়ে দেখিয়েছিল। আমরা খুবই সন্তুষ্ট Go Everywhere এর সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণ করে এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক জায়গা ঘোরার অপেক্ষায় রইলাম।

ইজিপ্টে একজন ভ্রমণ পিপাসু বাঙালি

- উত্তম চক্রবর্তী

আমি শ্রী উত্তম চক্রবর্তী, একজন ভ্রমন পিপাসু বাঙালী। Go Everywhere এর কর্ণধার,পাপান আমার বহুদিনের পরিচিত এবং যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ। পর্যটন শিল্পে Go Everywhere নবজাতক হলেও,স্বল্প সময়ে যথেষ্ট সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেছে। ২০১৯ এর ডিসেম্বরের শেষে এদের সাথে আমি পরিবারসহ মিশর ভ্রমণে গিয়েছিলাম। ওদের সুন্দর ব্যবস্থাপনায় আমরা এবং সহযাত্রীরা অভিভূত ও উচ্ছসিত।

পর্যটন শিল্পে *Go Everywhere* নবজাতক হলেও,স্বল্প সময়ে যথেষ্ট সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেছে।

ভবিষ্যতে আরো অনেক বিদেশ সফরে যাওয়ার ইচ্ছে আছে এদের সাথে। এবছরের জুন মাসে Go Everywhere এর সাথে Alaska & Canadian Rockies-এ যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু সারা বিশ্বে করোনা সংক্রমণ বাধ সাধলো এই বিদেশ সফরে। তবে আশা করি করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলে আবার আমরা Go Everywhere এর সাথে কাঙ্খিত বিদেশ সফরে যেতে পারবো। পরিশেষে, Go Everywhere ট্রাভেলসের অনেক অনেক সাফল্য ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

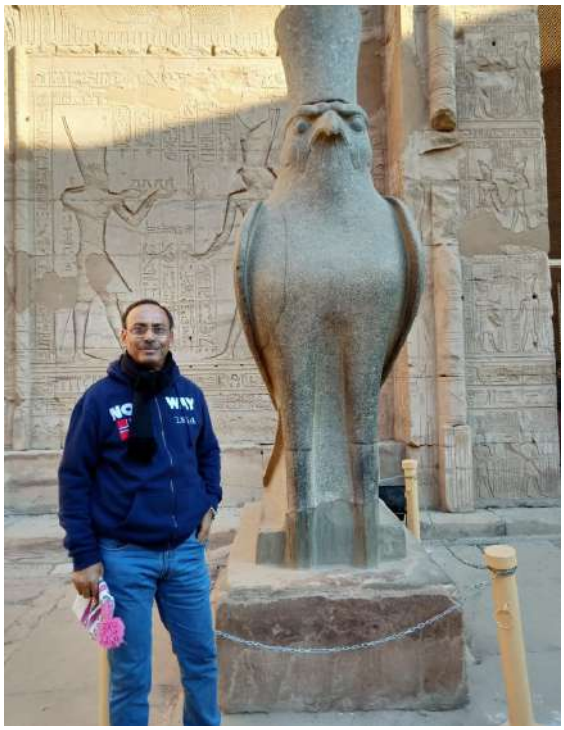

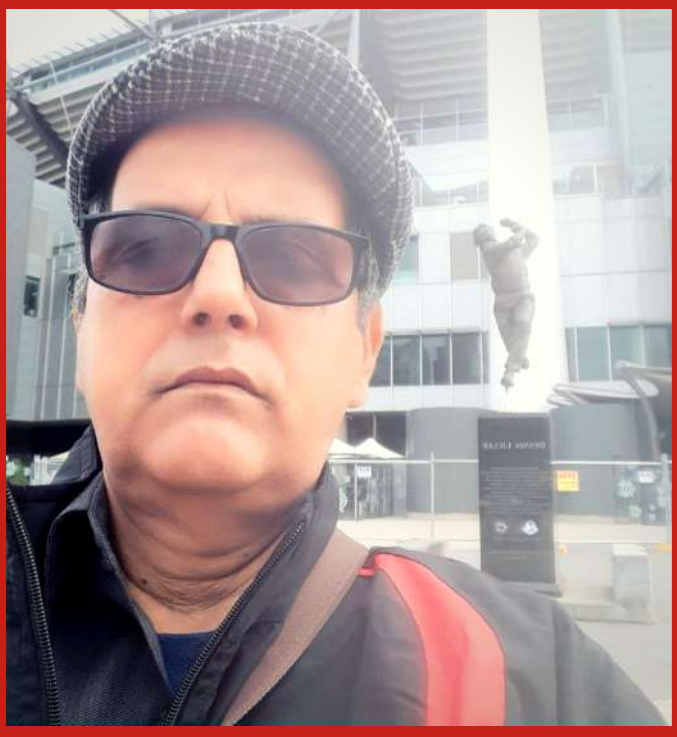

সত্যি আনন্দের আতিশয্য

- স্বপন নিয়োগী

Go Everywhere এর সাথে আমার Australia & New Zealand tour এক অনন্য অভিজ্ঞতা। আমি সত্যি আনন্দের আতিশয্য এবং বিশেষ করে ট্যুর ম্যানেজার সায়ন দাসের নিপুন পরিচালনায় অভিভূত। অপেক্ষায় থাকব, আবার একই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে এই প্যানডেমিক অবস্থার নিরসনে।

শিক্ষিকা, শম্পা রায়ের ইউরোপিয়ান অভিযান

শৈশবে হেরিটেজ শহর কোচবিহারের মহারানি সুনীতিদেবীর নামাঙ্কিত সুনীতি একাডেমীতে আমার শিক্ষালাভ। কলেজ জীবন কাটে দার্জিলিং গভঃ কলেজে। শুরু করি শিক্ষকতার জীবন। আমার জীবন সঙ্গী ও একমাত্র কন্যাকে নিয়ে সাংসারিক জীবনের পাশাপাশি দেশ ভ্রমণের নেশা চেপে বসে। গতবছর অক্টোবরে Go Everywhere এর সাথে এমিরেটস্-এ উড়ে দুবাই হয়ে পৌঁছে যাই লন্ডনে। লন্ডন আই, টেমস নদী, বাকিংহাম প্যালেস, শেক্সপীয়ারের বাড়ী, মাদামতুসো মিউজিয়াম, লর্ডস দেখে রোমাঞ্চিত হই। পরদিন ক্রুজে করে হল্যান্ড পৌঁছে নেদারল্যান্ডের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করি।

সুইজারল্যান্ডে পৌঁছে আল্পসের তুষারে পা রেখে বরফে মেতে ওঠেন শিক্ষিকা শম্পা রায়।

ব্রাসেলসের মেইন মার্কেট ও বেলজিয়ামের চকলেট এক অনন্য স্বাদের অনুভূতি। বিখ্যাত আইফেল টাওয়ারে উঠে প্যারিস শহরকে স্বর্গরাজ্য মনে হয়। সুইজারল্যান্ডে পৌঁছে আল্পসের তুষারে পা রেখে বরফে মেতে উঠি। জুরিখের অপূর্ব Rhine falls, পথে আঙ্গুর বাগিচা, Adriatic Ocean এ ভেসে ভেনিস শহর ঘুরে আপ্লুত হই। ফ্লোরেন্স শহরের পলিটিক্যাল স্কোয়ারের ঐতিহাসিক প্রতিমূর্তি, অস্ট্রিয়ার Swarovski মন ছুঁয়ে যায়। পৃথিবীর অন্যতম ইতালির কলোজিয়াম, রোমের লিনিং টাওয়ার অফ পিসা, হিপ্পোড্রোম ফাউন্টেন, আমব্রেলা পাইন-এর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হই। প্রতিদিনই ভাস্করদার আতিথেয়তায় ভারতীয় রেস্টুরেন্টে ডিনার সেরে লাক্সারি হোটেলে নিশ্চিন্তে রাত্রি যাপন করি। সবশেষে ভ্যাটিক্যান সিটি দর্শন ও প্রার্থনা শুনে জীবন সার্থক হয়ে ওঠে।

ইষ্ট ইউরোপ ও বালকানের রাস্তায় ইতিহাসের গন্ধের খোঁজে

- চৈতালি বন্দ্যোপাধ্যায়

গতবছর ইস্ট ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ ঘুরতে গিয়েছিলাম । অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ধনী দেশগুলির রাস্তায় রাস্তায় ইতিহাসের গন্ধ মাখানো। এখানে যেমন আছে ক্রোয়েশিয়ার ষোলোটি লেক দিয়ে ঘেরা প্লিত্ভিক ন্যাশনাল পার্ক, সবুজে আর নীলে একাকার। ছবিগুলো দেখে মনে হবেই ফিল্টার করা। অন্যদিকে গা ছমছম করা পোল্যান্ডের সল্ট মাইন,যার মধ্যে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভূগর্ভস্থ চার্চ, নুনের তৈরী দেওয়াল, সিঁড়ি।

ক্রোয়েশিয়া আর স্লোভেনিয়ার সীমানায় Postojna Cave । নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে স্ট্যালাগটাইট আর স্ট্যালাগমাইট দিয়ে সাজানো প্রায় চব্বিশ কিলোমিটার দীর্ঘ গুহা। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি জুড়ে খুঁজে পাওয়া যায় অটোমান আর হবসবার্গ সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। ইস্ট ইউরোপের দেশগুলি পরাধীনতার যন্ত্রনা সয়েছে অনেকবার । এখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি মুছে ফেলে ইচ্ছেমতো বেঁচে থাকে মেপল, চিনার । অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়া বার্লিন ওয়াল সেজে থাকে দেশবিদেশের শিল্পীদের মনের রঙে । লেক ব্লেডের উইশ বেল চার্চ ইচ্ছা পূরণের ঘন্টা নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকে । শতাব্দীর বীভৎসতম ঘটনা হলোকাস্টের কুখ্যাত সেই Auschwitz ক্যাম্পের গ্যাস চেম্বারের মাথায় ছড়িয়ে থাকে রাশি রাশি সাদা ফুল।।

লেক ব্লেডের উইশ বেল চার্চ ইচ্ছা পূরণের ঘন্টা নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকে ।

মেরু দ্যুতি দেখতে আইসল্যান্ড ও ল্যাপল্যান্ড

- ব্রহ্মদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

Go Everywhere এর সঙ্গে ২০১৯ এর নভেম্বরে গিয়েছিলাম মেরু দ্যুতি দেখতে আইসল্যান্ড ও ল্যাপল্যান্ড। মোট ৫টা জায়গা থেকে অরোরা বোরিয়ালিস দেখার চান্স নিয়েছিলাম। Reykjavík হল আইসল্যান্ডের রাজধানী। শীত কালে প্লেনে আইসল্যান্ড যাবার খদ্দের হয় নাই তাই আসলো থেকে উল্টো দিকের প্লেনে উঠে বার্লিন হয়ে Reykjavík পৌঁছতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। আবছা আলো তখনও আছে।

" বাসে করে চললাম আটলান্টিক সাগরের ধার দিয়ে। পাহাড়ের টিলায় আমাদের হোটেল। চারপাশের দৃশ্য দেখে পয়সা উসুল। যেন কালিদাসের মেঘদূত দেখছে রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশ। "

আমি ভেবেছিলাম, শীতের ৬ মাস নিরবিচ্ছিন্ন অন্ধকার থাকে, কিন্তু তা নয়। বাসে করে চললাম আটলান্টিক সাগরের ধার দিয়ে। পাহাড়ের টিলায় আমাদের হোটেল। চারপাশের দৃশ্য দেখে পয়সা উসুল। যেন কালিদাসের মেঘদূত দেখছে রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশ।

সন্ধ্যাতেই ভোজন করে হোটেলের পিছনে মাইনাস ১০ ডিগ্রী তে গিয়ে অপেক্ষা করছি মেরু দ্যুতি দেখতে। সায়ন খোঁজ নিয়ে জেনেছে আজ আকাশ পরিষ্কার, দেখা যাবেই। ঠান্ডা কী ভয়ংকর ! সায়নের ক্যামেরাতে দেখা যাচ্ছে কিন্তু খালি চোখে তেমন স্পষ্ট নয়।

" এই ট্যুর-টি আমি দারুণভাবে উপভোগ করেছিলাম এবং সারাজীবন আমার স্মৃতিতে গাঁথা থাকবে। "

২ দিন ধরে আইসল্যান্ডের নানা জায়গা ঘুরলাম - একটা বীচ জুড়ে বড় বড় বরফের দলার উপর দুপুরের রোদ পড়ে যেন হীরকের দেশ। এক জায়গায় দুটি মহীঢাল এর ফাটল ভূস্তরের উপর উঠে এসেছে। এ জিনিস শুধু আইসল্যান্ডেই দেখা যায়। ফাটলের ভিতর দিয়ে খানিক হেঁটে এলাম, দারুন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। মনে হচ্ছে হঠাৎ যদি ফাটলটা বন্ধ হয়ে যায় ! এক জায়গাতে বিস্তীর্ণ পাথুরে প্রান্তরে বেশ কয়েকটা উষ্ণ প্রস্রবণ । স্ট্রোকুর গিজার থেকে প্রতি ১০ মিনিট অন্তর ফোয়ারা হয়ে জল ৮ ফুট উঠছে আর বরফের কুচি হয়ে আছড়ে পড়ছে পাথরের উপর । এদেশে খোলাখুলি পশুর চামড়া বিক্রী হয়। আর এক জায়গা থেকে রাতে অরোরা দেখতে গেলাম। হালকা দেখা দিল। আইসল্যান্ডের হোটেলে মাংসের টুকরো খেতে দেয় বেশ বড় বড়। অসলোয় ফিরে ট্রমসো যাবার দিনে খুব বরফ পড়ছে। তার মধ্যেই প্লেন উড়ে চলল। চারদিক সাদা,যেন স্বপ্ন দেখছি । রাতে গেলাম শহর থেকে দূরে,নির্জনে, অরোরা দেখতে । দেখা দিল। ট্রমসো ঘুরলাম বরফ নিয়েই । লোক বাজার-হাট সবই করছে বরফ মাথায় নিয়েই । হালকা তুষার ঝড় চলছে। তাই সায়ন আমাদের সূচি বদল করল । স্টকহোম ঘুরে আমাদের ভ্রমণ শেষ করলাম । এই ট্যুর-টি আমি দারুণভাবে উপভোগ করেছিলাম এবং সারাজীবন আমার স্মৃতিতে গাঁথা থাকবে।

Go Everywhere এর সৌজন্যেই আমার জ্ঞানদৃষ্টি উন্মুক্ত হয়েছে।

- দীপ্তি চক্রবর্তী

ধন্যবাদ Go Everywhere Tours and Travels, Kolkata কে যাদের সৌজন্যেই আমার জ্ঞানদৃষ্টি উন্মুক্ত হয়েছে। এদের সাথেই আমরা এ বছর (২০২০) ফেব্রুয়ারী মাসে দশ দিনের Malaysia, Singapore এবং Thailand trip-এ গিয়েছিলাম।

সত্যি কথা বলতে কি, ঐ সময়ে আমরা সকলেই একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে ছিলাম। পড়াশুনা করে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি এবং পরবর্তীকালে তা ভুলেও যাই।

কুয়ালা লামপুর এর বাটু কেভ দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করাতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল যে মুসলিম প্রধান দেশে এরকম হিন্দু মন্দির আছে।

কিন্তু বেড়াতে গিয়ে নিজের চোখে সেই সব দ্রষ্টব্য আমাদেরকে অন্য মাত্রায় অভিভূত ও সমৃদ্ধ করে যা সারা জীবনের পাথেয় হয়ে থাকে। কুয়ালা লামপুর এর বাটু কেভ দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করাতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল যে মুসলিম প্রধান দেশে এরকম হিন্দু মন্দির আছে। কুয়ালা লামপুর শহরটা বৃষ্টিভেজা দিনে আমার ইউরোপ বলে মনে হয়েছে। কেননা এই শহরের সুন্দর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চওড়া রাস্তা ও সবুজ প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাকে অবাক করেছে ।এখানকার আকাশচুম্বি বাড়িগুলো আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরকে মনে করাচ্ছিলো। সেই সঙ্গে পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার ও কে এল টাওয়ার, ফ্ল্যাগ পোষ্ট এই দেশের অগ্রগতিকে গর্বের সাথে ঘোষণা করছে যা সেখানে গিয়ে নিজের চোখে না দেখলে, কেবলমাত্র বই পড়ে উপলব্ধি করতে পারতাম না।

ঐতিহাসিক মিশর সফরে পরিবারসহ অলোক রঞ্জন চৌধুরী

গত বছর ২৪ ডিসেম্বর ' Go Everywhere Tours & Travels' এর সাথে 'ঐতিহাসিক মিশর' সফরে পরিবারসহ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়েছিলাম ।৫০০০ বছরের প্রাচীন রহস্যময় ইতিহাস সমৃদ্ধ ঘটনাপ্রবাহ, এ যেন রহস্যময়ী ইতিহাসের হাতছানি – যা এখনও বর্তমান !! গ্রেট পিরামিড - অবাক করা বিশাল স্থাপত্য, বিস্তৃত বালুকা রাশির উপর দন্ডায়মান যুগ যুগ ধরে আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগের!!

গ্রেট পিরামিড - অবাক করা বিশাল স্থাপত্য, বিস্তৃত বালুকা রাশির উপর দন্ডায়মান যুগ যুগ ধরে আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগের!!

আগের পাতার পরে...

তৎসহ ৩ রাত্রি নীল নদে ক্রুজে ভ্রমন - সারা জীবনের বহুমূল্য স্মৃতি !!

কায়রো মিউজিয়াম - ফারাওদের এবং তুতেনখামেন এর ব্যবহৃত সামগ্রী ও তাদের অন্তহীন ঐশ্বর্য - সে শিহরণ ও অনুভূতি অবর্ণনীয় !!
আবু-সিম্বল মন্দির (খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ১৩০০ বছর) তুতেনখামেন এর মমি ও অন্যান্য মন্দির ও স্থাপত্য অসাধারণ !! প্রায় ৭০০ বছরের প্রাচীন খান-এলখলিলি বাজার আজ ও স্বমহিমায় বর্তমান - ভাবা যায়!!

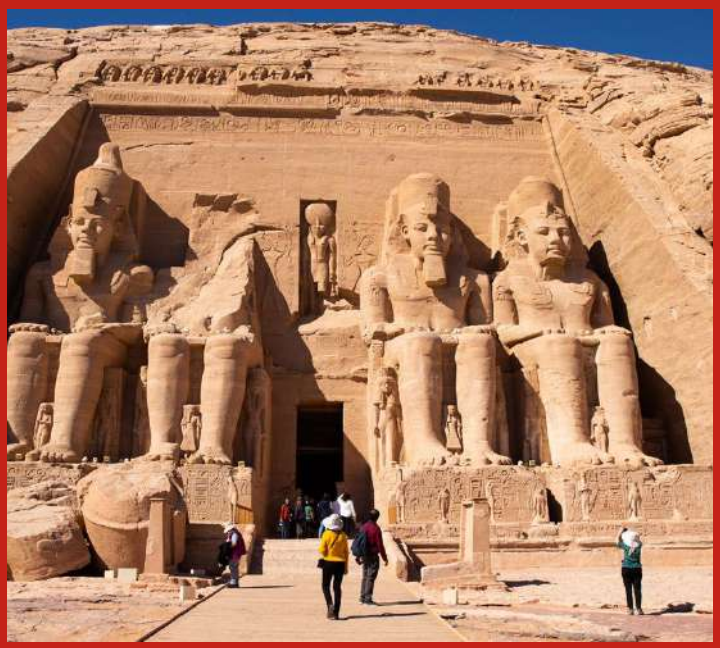

তৎসহ ৩ রাত্রি নীল নদে ক্রুজে ভ্রমন - সারা জীবনের বহুমূল্য স্মৃতি !!এই অকল্পনীয় ভালো লাগা ও ভ্রমনের স্বতঃস্ফুর্ততা ও ঔজ্জ্বল্যতা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র এই নবজাতক সংস্থাটির আন্তরিক প্রচেষ্টা ও আতিথেয়তায় । ধন্যবাদ না জানিয়ে বরং সেলাম জানাই ! ঐকান্তিক ইচ্ছে পরবর্তী ভ্রমণের সঙ্গী হতে !!

মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

- পঙ্কজ সামাদ্দার

আমি পঙ্কজ সমাদ্দার গত ফেব্রুয়ারী মাসে Go Everywhere এর সাথে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া-থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেছি। আমাদের 10 দিনের ট্যুরে আমরা বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখেছি যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মালয়েশিয়ার জেন্টিং হাইল্যান্ড, বাটু কেভ। এছাড়া সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন জায়গা এবং থাইল্যান্ডের সাফারী ওয়ার্ল্ড আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে।

আমাদের 10 দিনের ট্যুরে আমরা বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখেছি যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মালয়েশিয়ার জেন্টিং হাইল্যান্ড, বাটু কেভ।

এই ট্যুরে আমার সাথে আমার রুম পার্টনার ছিলেন আমাদের টুর ম্যানেজার সৌম্যজিৎ। অল্প বয়সী ছেলে ট্যুর টাকে প্রথম থেকে শেষ অবধি সঠিকভাবে পরিচালনা করেছে। Go Everywhere এর সাথে আমার এই প্রথম বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং প্রথম থেকে শেষ অবধি ট্যুর টি আমার খুবই ভালো লেগেছে। ভবিষ্যতে আবার Go Everywhere এর সাথে অন্য কোন জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছা রইল।

ইউরোপ - স্বপ্নের দেশে স্বপন মহলদার

“I sigh for Albion's distant shore
Its valleys green, its mountain high ..."
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের এই কবিতা আমার স্কুল জীবনে ইউরোপের প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণের জন্ম দিয়েছিল যা বাস্তবায়িত হলো Go Everywhere-এর এই ইউরোপ ট্যুরে। ইউরোপ স্বপ্নের দেশ। শিল্প সভ্যতা-সংস্কৃতির পীঠস্থান। লন্ডন, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, প্যারিস, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, রোম, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশসমূহ এই মহাদেশের মধ্যমণি। শেক্সপীয়ারের জন্মভূমি, মাদাম তুসো-র মোমের যাদুঘর আর ভুবনখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় আকর্ষণীয়। হল্যান্ডের Keukenhof -এ টিউলিপ দেখার জন্য লক্ষ মানুষের নিরন্তর ভিড়। হল্যান্ড মিনিয়েচারে একলপ্তে গোটা দেশকে ধরা। উইন্ডমিল হল্যান্ডের অন্যতম আকর্ষণ।

অস্ট্রিয়ায় যেমন আছে ভিয়েনার রাজকীয়তা তেমনি রয়েছে প্রকৃতির চোখজুড়ানো লাবণ্য।

বেলজিয়ামের ব্রাসেলস্ টিনটিনের আবাসভূমি, Manneken Pis বিমূর্ত ভাস্কর্য আর মন মাতানো চকোলেটের সুবাস। জার্মানীর কোলন বিদ্বান দের শহর। "কোলন গীর্জা" মূল দর্শনীয় স্থান। রাইন নদীতে নৌকা বিহারের স্মৃতি স্মরণীয়। কোলন থেকে হাইডেলবার্গ এক অনন্য পথ পরিক্রমা। অস্ট্রিয়ায় যেমন আছে ভিয়েনার রাজকীয়তা তেমনি রয়েছে প্রকৃতির চোখজুড়ানো লাবণ্য। Inn নদীর তীরে Innsbruck শহরটি যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা। রেনেসাঁস - এর দেশ ইতালির একদিকে ফ্লোরেন্স - শিল্প-ভাস্কর্যের নন্দন বন, অন্যদিকে ভেনিসের জলঘেরা ইতালি - পর্যটনের স্বর্গভূমি। মাঝখানে অভিজাত রোম, রোমের কলোসিয়াম, পিসার আশ্চর্য হেলানো টাওয়ার। পৃথিবীর অনুতম রাষ্ট্র পোপের ভ্যাটিকান সিটির প্রাঙ্গণে দাঁড়ালে অনবদ্য দৃশ্যপট দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে।

“যতটুকু হেরি বিস্ময়ে মরি, ভরে ওঠে সারা প্রাণ ...”

এমন গথিক গঠনশৈলী পৃথিবীতে বিরল। মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর পিয়েতা ছাড়াও অন্যসব শিল্পসম্ভার বিস্ময়ে ভরা । ফ্রান্সের প্যারিস ছবির শহর, কবির শহর, শিল্প আর লাস্যের শহর। আইফেল টাওয়ার, নোতরদাম গীর্জা, ল্যুভর মিউজিয়াম বিশ্বের বিস্ময়। সেইন নদী বিহার অনবদ্য। সুইজারল্যান্ড প্রকৃতির স্বর্গ । আল্পস-এর Jungfraujoch, মাউন্ট টিটলিস, এঙ্গেলবার্গ, আল্পসের পাদদেশে লেকগুলোর সৌন্দর্য অনুপম । জুরিখের রাইন প্রপাত ইউরোপের বিশেষ আকর্ষণ। সুউচ্চ পাহাড়ের পটভূমিতে ভাদুজ, লিচেনস্টেনের রাজধানী, যেন শিল্পীর ইজেলে এক টুকরো ছবি । পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে রাইনের টলটলে জলধারা। ইউরোপের শিল্প-সাহিত্য-সভ্যতা-সংস্কৃতি আর প্রাকৃতিক বৈভব দেখতে দেখতে শুধু একটি কথাই মনে পড়ে -“ যতটুকু হেরি বিস্ময়ে মরি, ভরে ওঠে সারা প্রাণ ...” Go Everywhere এর ব্যবস্থাপনায় আর শ্রী ভাস্কর সেনের তত্ত্বাবধানে আমাদের ইউরোপ ভ্রমণ চির স্মরনীয় হয়ে রইলো ।

নিউজিল্যান্ডের জবাব নেই।

- শুভাশিস দত্ত

২৫ মার্চ, ২০১৯। আজ আমাদের নিউজিল্যান্ড বেড়াতে যাওয়ার কথা। যাবো কি, ভিসাই পাইনি। অবশেষে Go Everywhereএর বন্ধুদের আপ্রাণ চেষ্টায় বিকেল ৩টেয় ভিসা এল। সিঙ্গাপুর হয়ে ক্রাইস্টচার্চ পৌছলাম। এয়ারপোর্টে আমরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে, পুলিশ কুকুর আমাদের লাগেজ শুকছে। নিজেদের কেমন টেররিস্ট মনে হচ্ছিল। নিউজিল্যান্ডে বোধহয় মানুষের থেকে গরু ভেড়ার সংখ্যা বেশি। বেশিরভাগ শহরই ফাঁকা ফাঁকা।

মিলফোর্ড সাউন্ডে সমুদ্রের খাঁড়িতে চমৎকার লঞ্চ ক্রুজ, তে পুইয়াতে থার্মাল গিজার আর মাওরি ভিলেজ – অপূর্ব!

নিউজিল্যান্ডের প্রতি প্রকৃতি বড় পক্ষপাতিত্ব করেছে, মাইলের পর মাইল সবুজ ঢেউ খেলানো মাঠ, পাহাড়, সমুদ্র, লেক, অরণ্য- কি নেই ? মুগ্ধ করল ছোট্ট শহর অ্যারো টাউন, কুইন্সটাউন। মিলফোর্ড সাউন্ডে সমুদ্রের খাঁড়িতে চমৎকার লঞ্চ ক্রুজ, তে পুইয়াতে থার্মাল গিজার আর মাওরি ভিলেজ – অপূর্ব! ওয়াইটোমো কেভসে ঘুটঘুটে অন্ধকারে নৌকোয় চেপে পাহাড়ের গায়ে লক্ষ লক্ষ গ্লো ওয়ার্মস তারার মত ফুটে থাকতে দেখা - আহ! অকল্যান্ড শহরটাও ভারী সুন্দর। নিউজিল্যন্ডের জবাব নেই।

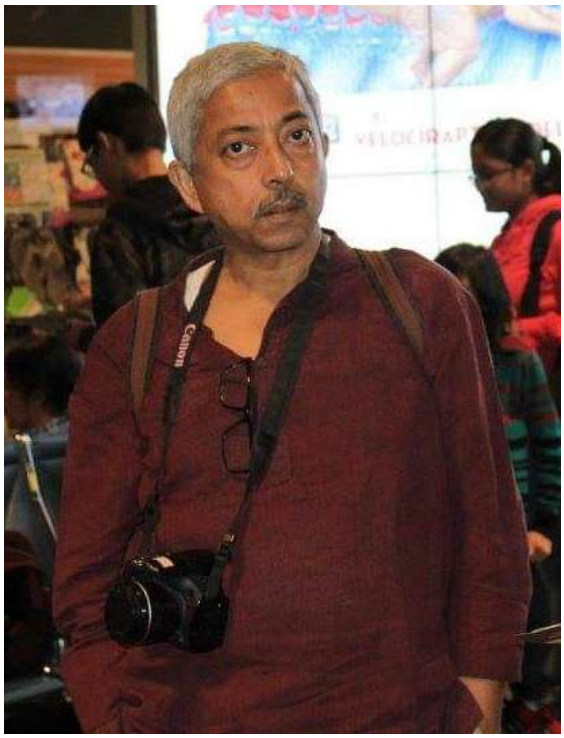

ভারত মহাসাগরের মাঝে ভেসে থাকা ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে গঠিত মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা

- কাকলি গাঙ্গুলি

২০২০ সালের জানুয়ারী মাসে Go Everywhere Tours & Travels র সাথে আমি ভারত মহাসাগরের মাঝে ভেসে থাকা ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে গঠিত মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ করি।

আমরা *Fihalhohi Island* -এ ছিলাম যার *Watervilla* ও বিচ রিসর্টের ব্যবস্থা খুবই ভালো, এখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত এক অবর্ণনীয় অনুভূতি, সেই সঙ্গে *Submarine*-এ সমুদ্রের গভীরে জীবন্ত কোরাল ও রঙিন মাছ দেখা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা।

আমরা Fihalhohi Island -এ ছিলাম যার Watervilla ও বিচ রিসর্টের ব্যবস্থা খুবই ভালো, এখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত এক অবর্ণনীয় অনুভূতি, সেই সঙ্গে Submarine-এ সমুদ্রের গভীরে জীবন্ত কোরাল ও রঙিন মাছ দেখা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা।মালদ্বীপ থেকে নীলিমা সবুজে পূর্ণ ভারত মহাসাগরের কোলে শ্রীলঙ্কা পৌছই কলম্বো হয়ে। প্রথমে ডাম্বুলায় সিগিরিয়া পাহাড়ের মাথায় দেখি সিংহ গিরি ও ডাম্বুলা পাহাড়ের গুহায় ১৫০ টি বুদ্ধ মূর্তি |

Sacred Tooth Relic Temple-এ বুদ্ধদেবের একটি দাঁত সংরক্ষিত

ডাম্বুলা থেকে সাংস্কৃতিক ভাবে সমৃদ্ধ ক্যান্ডি পৌছই যেখানে Sacred Tooth Relic Temple-এ বুদ্ধদেবের একটি দাঁত সংরক্ষিত। গোল্ডেন টেম্পল হয়ে আসি নুয়ারা এলিয়ায়। চারিদিকে চা বাগান পথেই অপূর্ব গ্রেগরি লেক ও সীতা আম্মান মন্দির, এখানে সীতাকে রাবণ বন্দী করে রেখেছিলেন বলে কথিত আছে। রামবোদা জলপ্রপাত দেখে পিন্নাওয়ালা এলিফ্যান্ট অরফানেজ আসি, ওখানে দলছুট হাতিদের সন্তানস্নেহে পালন করা হয়। একেবারে শেষে নেগম্বো সমুদ্রতটে সূর্যাস্ত দেখে কলম্বো হয়ে ফিরলাম কলকাতায়।

Go Everywhere এর প্রায় নিখুঁত ব্যবস্থাপনায় কম ব্যয়ে ঘুরে এলাম ইউরোপ

- সুজাত ভদ্র

পশ্চিম ইউরোপের কিছু দেশ দেখা ছিল না । Go Everywhere ভ্রমণ সংস্থার প্রায় নিখুঁত ব্যবস্থাপনায় কম ব্যয়ে ঘুরে এলাম সেই সমস্ত দেশের কিছু অংশ । ১৮ দিনের ঠাসা ভ্রমণ সূচি | আমাদের ভ্রমণ বিলাসী সঙ্গীরা অনবদ্য ছিলেন। দীর্ঘ ক্লান্তিকর বিমান যাত্রার ও সিকিউরিটি বেষ্টনী পেরিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল এক অপরিসীম অপার আনন্দ।

নানা দেশের বিখ্যাত শহর, তার ঐতিহ্য, ইতিহাস, সৌন্দর্য, স্থাপত্য উপভোগের পালা।

লন্ডন ঘুরে, জাহাজ চেপে নেদারল্যান্ডস; অপরূপা টিউলিপ উদ্যান। তারপরে নানা দেশের বিখ্যাত শহর, তার ঐতিহ্য, ইতিহাস, সৌন্দর্য, স্থাপত্য উপভোগের পালা। সাথে ভারতীয় হোটেলে খাওয়া। প্রথম শ্রেণীর হোটেলে থাকা। লন্ডন এ আমাদের টুরিস্ট বাসে সংস্থার দায়িত্ব প্রাপ্ত tour গাইড ভাস্কর সেনের অনুরোধে গান, রবীন্দ্রনাথের মানবাধিকারের দর্শন নিয়ে আলোচনা যাত্রাপথ কে উদ্দীপিত করেছিল । পরে প্যারিস ভ্রমণের সময় একই ভাবে প্যারিস শহরের এবং তার বাসিন্দাদের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথাও আলোচিত হয়েছিল।

সব কিছু মনে আসে যখন, তখন মন বলে ওঠে, চলো আবার বেরোই Go Everywhere-এর হাত ধরে পূর্ব ইউরোপে বা অন্য কোথাও।

জার্মানির Heidelberg শহর ভ্রমণের দারুণ অভিজ্ঞতা। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের শতাব্দীতে দুষ্টু ছাত্রদের কয়েদখানায় বন্দি করে রাখা হতো শাস্তি হিসাবে। সুইজারল্যান্ড, Liechtenstein, Italy , Austria, Belgium -এ আমাদের দেখা স্থানগুলো অপরূপ। চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বরফ দিয়ে মোড়া ও শৈত্য প্রবাহের মধ্যেও আল্পস যাত্রা, রোপওয়ে ওঠা নামা। সব কিছু মনে আসে যখন, তখন মন বলে ওঠে, চলো আবার বেরোই Go Everywhere-এর হাত ধরে পূর্ব ইউরোপে বা অন্য কোথাও |

সান্তা ক্লস ভিলেজ এবং নর্দার্ন লাইট দেখে স্বপ্নপূরণ করলেন দেবনাথ চৌধুরী

গতবছর নভেম্বর-ডিসেম্বর-এ ল্যাপল্যান্ড যাওয়ার সুযোগে অনবদ্য কয়েকটি জায়গা দেখা হ'ল | এর মধ্যে স্বপ্নপূরণ দুটি।
সান্তা ক্লস-র শহর দেখার বাসনা চরিতার্থ হ'ল যেদিন সান্তা ক্লস এক্সপ্রেস চেপে হেল্‌সিঙ্কি থেকে "রোভেনিয়েমি" পৌঁছলাম | বরফে ঢাকা শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত "সান্তা ক্লস ভিলেজ" |

সান্তা ক্লস-র শহর দেখার বাসনা চরিতার্থ হ'ল যেদিন সান্তাক্লস এক্সপ্রেস চেপে হেল্‌সিঙ্কি থেকে "রোভেনিয়েমি" পৌঁছলাম

সুন্দর সেই ভিলেজে সান্তা ক্লস-র সাথে দেখা হ'ল, সবাই মিলে একসাথে ছবি তোলা হ'ল আর রেইন ডিয়ার স্লেজ-এ কম্বল চাপা দিয়ে ভিলেজ প্রদক্ষিণ করলাম, আমি-অদিতি | স্লেজে সুমেরু বৃত্ত পার করা, সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা | স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছে।।
উত্তর গোলার্ধের অন্যতম প্রান্তিক শহর, সুমেরু বৃত্তের প্রায় ৭০০ কি.মি. অন্দরে "হ্যামারফেস্ট" পৌঁছলাম রোভেনিয়েমি থেকে ইভালো হয়ে বরফে ঢাকা ছোট শহরটিতে কাটানো দু'রাত এক ভয়ঙ্কর সুন্দর অভিজ্ঞতা |

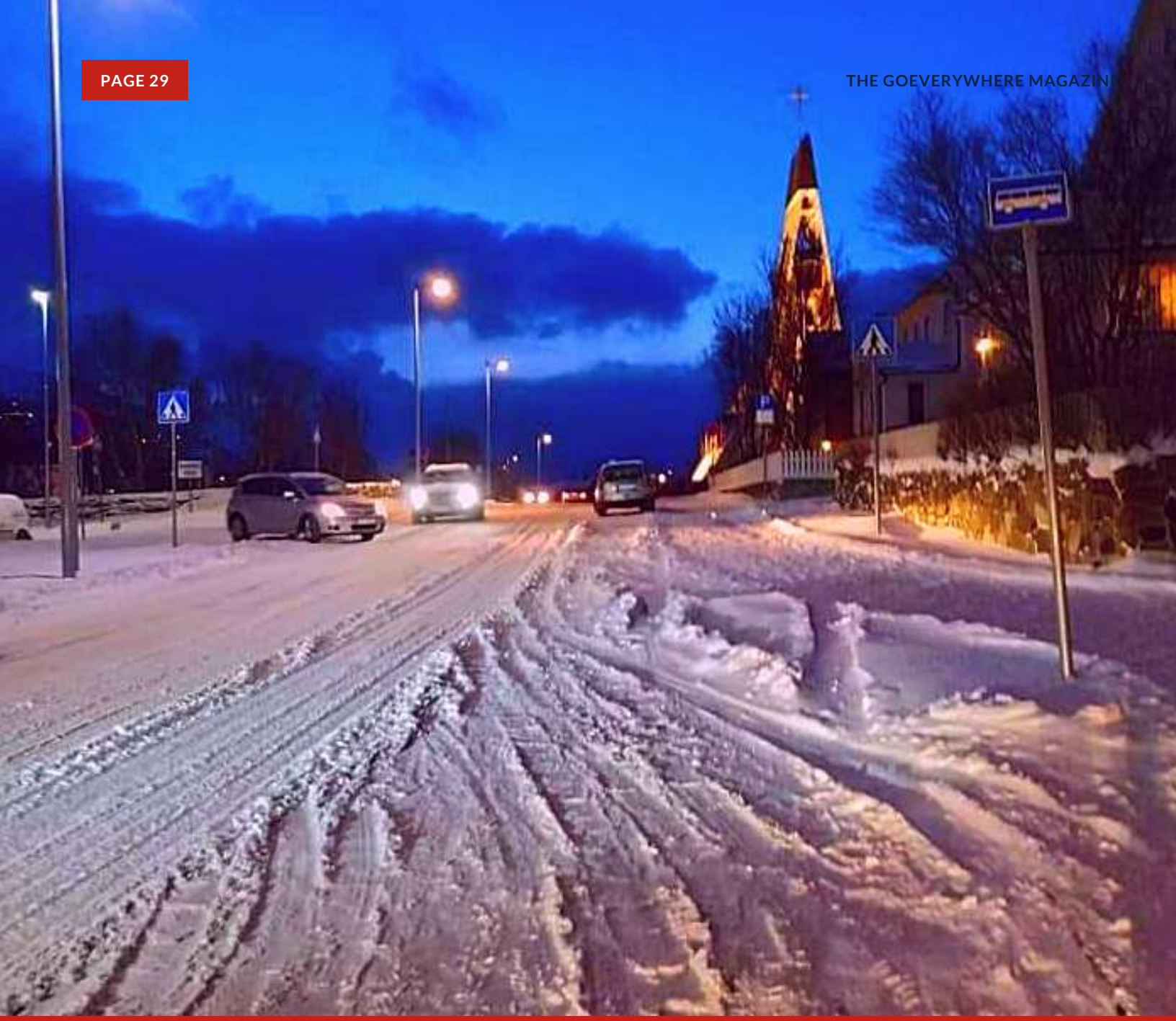

সুমেরু প্রভা (নর্দার্ন লাইট) দেখা আর ষ্ট্যান্ড সমেত ক্যামেরা আঁকড়ে, নিজেকে আছাড় খাওয়া থেকে সামলে, সেই অপার্থিব দৃশ্যের ছবি তোলা | সারা জীবন মনে থাকবে |

গভীর রাতে, ঘুটঘুটে অন্ধকারে, তুষারাবৃত নির্জন প্রান্তরে, হিমাঙ্কের অনেক কম তাপমাত্রায়, প্রবল হাওয়ার সাথে লড়াই করে, সুমেরু প্রভা (নর্দার্ন লাইট) দেখা আর ষ্ট্যান্ড সমেত ক্যামেরা আঁকড়ে, নিজেকে আছাড় খাওয়া থেকে সামলে, সেই অপার্থিব দৃশ্যের ছবি তোলা | সারা জীবন মনে থাকবে | প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ছাড়া শহরটির প্রধান দুটি দ্রষ্টব্য স্থান হ'ল "স্টরুভ জিওডেটিক আর্ক"-এর উত্তরতম ষ্টেশন (ইউনেস্কো হেরিটেজ সাইট) এবং "রয়াল এন্ড এনসিয়েন্ট পোলার বিয়ার সোসাইটি মিউজিয়াম" ||

অভিনব তুরস্ক ও গ্রীস ভ্রমণে দেবারতি মন্ডল

আমাদের অভিনব তুরস্ক ভ্রমণ শুরু হয়েছিল Istanbul থেকে। তারপর Cappadocia, Konya ,Izmir ইত্যাদি নানা জায়গা ঘুরে গ্রিসে প্রথম Santorini ও শেষে Athens ঘুরে দেশে ফেরা।

Go Everywhere-এর সুপরিকল্পনায় তুরস্ক ও গ্রীস সফর খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

এই ট্যুরে আমরা একদিকে যেমন প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, মাটির নিচে প্রাচীন পাতাল শহর, ঐতিহ্যময় ধর্মস্থান, কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ ও প্রাচীন সভ্যতা নিদর্শন দেখে মুগ্ধ হয়েছি আবার অন্যদিকে হট এয়ার বেলুন এ চড়ে মজা পেয়েছি। প্রকৃতির খেলায় তৈরি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মুখ দেখেছি এবং দ্বীপ শহর Santorini-র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে অবাক ও মুগ্ধ হয়েছি। Go Everywhere-এর সুপরিকল্পনায় তুরস্ক ও গ্রীস সফর খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। Go Everywhere কে অনেক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই।

ইজিপ্টে কাটালেন রঞ্জিত রক্ষিত, স্বপ্নের 10 দিন এক অদ্ভূত ঘোরের মধ্যে

২০১৯ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর আমার ভ্রমণ জীবনের এমন একটা দিন, যেদিন আমার ছোটবেলার একটা অসম্ভব স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। তাই যখন Go Everywhere এর সাথে মিশর যাবার সুযোগ এলো তখন আর দুবার ভাবিনি।

সেই স্বপ্নের ১০ দিন আমি এক অদ্ভূত ঘোরের মধ্যে ছিলাম। মিশরে এতকিছু দেখার আছে যে সেটা ১০ দিনে শেষ করা যায় না। ওখানকার নামকরা বেশ কিছু জায়গায় যেগুলো আমরা দেখেছি যেমন পিরামিড, তুতেনখামেন মমি, ভ্যালি অফ কিংস, আবু সিম্বেল, মিউজিয়াম, 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো'।

তারপরে নীল নদের উপর চার দিনের ফাইভ স্টার ক্রুজে করে ভ্রমণ এক দারুণ অভিজ্ঞতা।

পিরামিডগুলো দেখে মনে হচ্ছিল যে সত্যি কি এগুলো মানুষের দ্বারা বানানো সম্ভব ? আবু সিম্বেল, যেখানে যেতে হলে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে পথ অতিক্রম করে যেতে হয়, সূর্যোদয় দেখতে, এটা জীবনের একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা । তারপরে নীল নদের উপর চার দিনের ফাইভ স্টার ক্রুজে করে ভ্রমণ এক দারুণ অভিজ্ঞতা। আমরা সবাই চার দিন খুব আনন্দ, নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড় করে কাটিয়েছিলাম । আমরা যারা Go Everywhere এর সাথে গিয়েছিলাম তারা সবাই একটা বড় পরিবার হয়ে উঠেছিলাম।

ওই কদিন আমাদের ট্যুর ম্যানেজার পলাশদা সব বিষয়ে খুবই সহযোগিতা করেছিল।

ওই কদিন আমাদের ট্যুর ম্যানেজার পলাশদা সব বিষয়ে খুবই সহযোগিতা করেছিল । আমার নিজের উপলব্ধি থেকে বলতে পারি যে, সামর্থ থাকলে জীবনে একবার অন্তত মিশর ঘুরে আসা উচিত, কেননা মিশরকে কিছু শব্দের মধ্যে বাধা বা ব্যাখ্যা করা যায় না। All thanks to Go Everywhere Tours and Travels

নিউজিল্যান্ডের চিরস্মরণীয় কয়েকটা দিন

- জয়শ্রী পালচৌধুরী

শুনেছিলাম পৃথিবীর পর্যটনক্ষেত্রের মধ্যে নিউজিল্যান্ড সর্বোত্তম। সহপাঠী বন্ধু ডাঃ শঙ্কর মিত্র ও Go Everywhere-এর ব্যবস্থাপনায় নিউজিল্যান্ড ভ্রমণের সহযাত্রী হওয়ার অনুরোধ করতেই লাফিয়ে উঠে একবাক্যে রাজী। সিঙ্গাপুর হয়ে দক্ষিণ নিউজিল্যান্ড এর Christ Church শহরে পৌঁছলাম দুদিন-দুরাতের যাত্রাশেষে।

এখানেই মাসখানেক আগে দুটো পাশাপাশি মসজিদে সন্ত্রাসবাদী আক্রমনে বহু মুসলিম নিহত ও আহত হয়েছে। চত্বরে প্রবেশ নিষেধ থাকলেও ফুটপাথে নিউজিল্যান্ডবাসী ফুল, নানা উপহার, কার্ড, পোষ্টারে সহানুভূতি, ভালবাসা, দুঃখ প্রকাশ ও আতঙ্কিত মুসলিম গোষ্ঠীকে সুরক্ষা, আশ্বাস ও সাহার্য্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ২০১১ সালে প্রবল ভূমিকম্পে সম্পূর্ণ ধ্বংস হবার পর পুরানো ঐতিহ্যের সঙ্গে সমন্বয় রেখে গড়ে উঠেছে দক্ষিণ দ্বীপের বৃহত্তম এই শহর। নিউজিল্যান্ডের ভূপ্রকৃতি বিচিত্র - আগ্নেয়গিরি, তুষারমন্ডিত পাহাড়, ঘন নীল সুবজ বিশাল লেক ও সবুজ প্রান্তরের প্রাকৃতিক শোভা অনবদ্য। পথের দুধারে রাশি রাশি কাশফুল, সবুজ মাঠে কালো গরু-ভেড়ার পাল যেন ছবি।

Gondola চড়ে পাহাড় চূড়ায় ওঠা অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

লোকসংখ্যা খুব কম। আদিবাসী মাওরি গোষ্ঠী নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি বজায় রেখে আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে। পশম, দুগ্ধজাত সামগ্রী, পশুর মাংস রপ্তানী, অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান সোপান। তাছাড়া, পর্যটন শিল্প এবং Winery যথেষ্ট সহায় উন্নতিতে। মাউন্ট কুক, লেক টেকাপো হয়ে দ্বিতীয় শহর Queenstown লেক Wakatipu-র তীরে। Gondola চড়ে পাহাড় চূড়ায় ওঠা অপূর্ব অভিজ্ঞতা। স্বচ্ছ নীল লেকে কতরকমের জল ক্রীড়া, Bungee jumping দলে দলে পর্যটক উপভোগ করছে - আমাদের দুঃখ, বয়স থাকতে আসি নি বলে। প্রবল শখ থাকলেও বয়স বাঁধা এখন।

আর এক অষ্টম ভাস্কর্য Milford Sound-Catamaran চড়ে Fjord-এ ভাসার অভিজ্ঞতা অনাস্বাদিত পূর্ব। জলের বিচিত্র জীব ও দুধারের পাহাড়ে জলপ্রপাত ও পাখী, নানা ধরনের গাছপালা দেখার রোমাঞ্চ অনন্য। এরপরের গন্তব্য উত্তর নিউজিল্যান্ড দ্বীপে স্থানীয় বিমানে Rotorua - মাওরি গ্রামে ওদের লোকনৃত্য, শিল্প কারুকলা ও জীবন যাত্রার নিদর্শন পেলাম মিউজিয়ামে। এই শহর ফুটন্ত আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থিত – যত্রতত্র ফুটন্ত জলের উদগীরণ, Mud pool দেখা যাচ্ছে। অদূরে ৩০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ফুটন্ত জলের geyser বা জলপ্রপাত দিনে ২০-২৫ বার দেখা দিচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের জাতীয় পাখী বিলুপ্তপ্রায় Kiwi-র দেখা মিলল কৃত্রিম অন্ধকার এক Kiwi house- এ। সুস্বাস্থ মাংসের লোভে আজ তারা বিলুপ্ত। Flax ঘাস দিয়ে বোনা নানা শিল্পকাজ - জামাকাপড়, ঝুড়ি ব্যাগ, কাঠের খোদাই করা ভাস্কর্য ও মুখোস মাওরি সভ্যতার নিদর্শন যা আজও তারা বজায় রেখেছে।

Waitomo glow worm দেখা এক চিরস্মরণীয় অভিজ্ঞতা । অন্ধকার গুহার মধ্যে, বইতে থাকা নদীতে নৌকা চেপে নিঃশব্দে বিচরণ - দুধারে পাহাড়ের দেওয়ালে দেখা যায় glow worm এর আলোকসজ্জা, যেন মিনি ল্যাম্পের দেওয়ালী সাজ।

Rotorua থেকে জঙ্গলাধীন Mamaku forest range a Waitomo glow worm দেখা এক চিরস্মরণীয় অভিজ্ঞতা । অন্ধকার গুহার মধ্যে, বইতে থাকা নদীতে নৌকা চেপে নিঃশব্দে বিচরণ - দুধারে পাহাড়ের দেওয়ালে দেখা যায় glow worm এর আলোকসজ্জা, যেন মিনি ল্যাম্পের দেওয়ালী সাজ। এ জিনিষ পৃথিবীর নবম আশ্চর্য। রাজধানী Auckland বন্দর শহর, কর্মচঞ্চল ও ঘনবসতিপূর্ণ । ১০৭৬ ফুট উচ্চতার Sky Tower থেকে শহরের Panoromic view অপূর্ব । Kelly Tarlton's Aquarium দেখা আরও এক ঐশ্বর্য সম্পদ। Go Everywhere-এ অঞ্জনের ব্যবস্থাপনায় গাইডেড ট্যুর নিউজিল্যান্ডের অপূর্ব ছবি মেলে দিল। তবু অর্ধেক দেখা হয়েছে, অনেক আছে বাকী। আবার আসার আশা নিয়ে এবার ফেরার পথে।

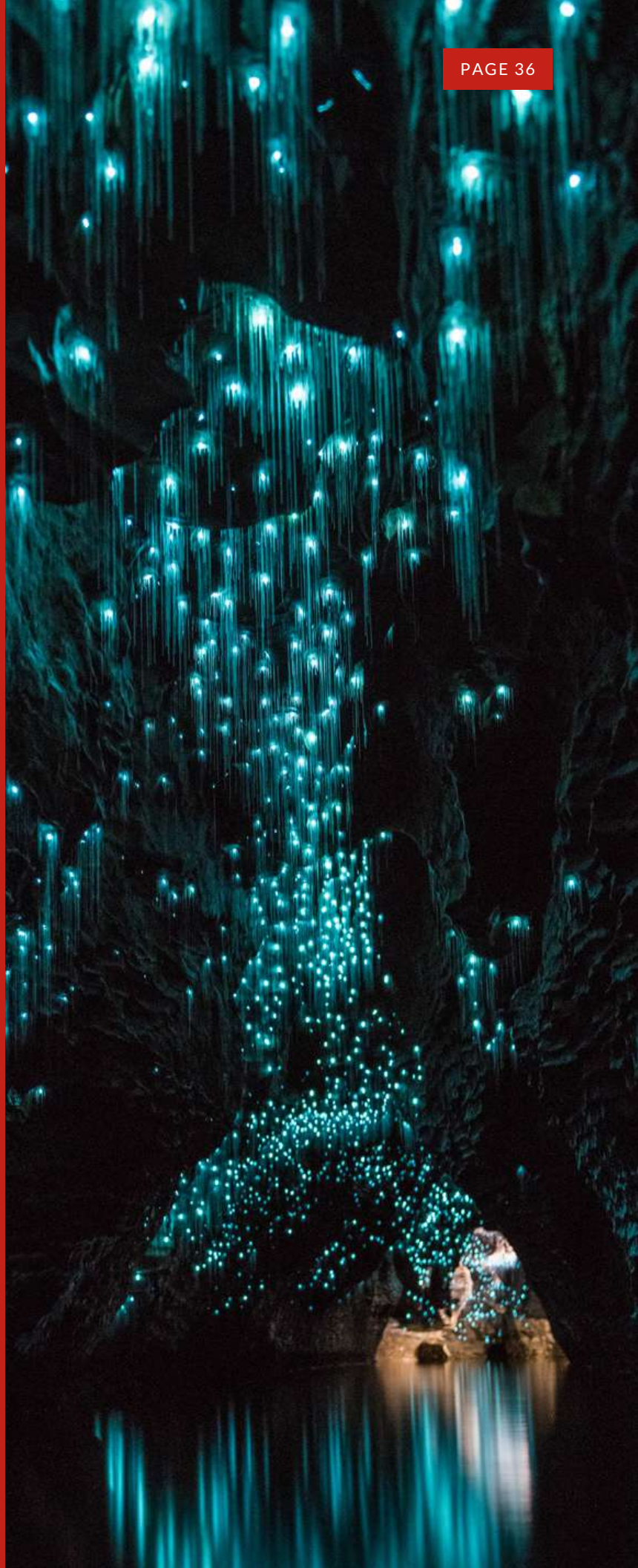

আমি এবং আমার Husband দুজনে দশ দিনের মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড সফরে

- চিন্ময়ী ঘোষ

2020 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি এবং আমার Husband দুজনে দশ দিনের ভ্রমণে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলাম Go Everywhere এর সাথে । এই বেড়ানোর মধ্যে তিনটি দেশের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান খুবই উপভোগ করেছি ।

পাটায়া-তে *Speed boat* করে গিয়ে *Coral Island* - এ স্নান করা, আমাদের কাছে এক অন্য রকমের অভিজ্ঞতা।

সিঙ্গাপুরের Sea Aquarium, Universal Studio INA -এর প্রতিষ্ঠিত স্থান এবং এটি খুবই উন্নত একটি ছোট্ট দেশ। মালয়েশিয়ার বিখ্যাত Twin tower, Batu cave ও K.L Tower, ব্যাংকক-এ সাফারি ওয়ার্ল্ড আমাদের অসাধারণ লেগেছে । সেখানে এত কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তু আগে কখনও কোনদিন দেখিনি।আর পাটায়া-তে Speed boat করে গিয়ে Coral Island -এ স্নান করা, আমাদের কাছে এক অন্য রকমের অভিজ্ঞতা।
Go everywhere আমাদেরকে সবচেয়ে ভাল, থাই এয়ারওয়েজ-এ পরিবহন ব্যবস্থা করেছিল, প্রত্যেকটি হোটেলে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল খুবই উন্নত মানের | সমস্ত Hotel-ই ছিল আভিজাত ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে, এক কথায় Heart of the City-তে।

আরেকজনের কথা অবশ্যই বলা উচিত - সে হচ্ছে সৌম্যজিত। তার কথা না উল্লেখ করলে ভ্রমণটা অসম্পূর্ণ হয়ে যায়।

ঐ কারণেই আমাদের ট্যুর করতে একবারেই অসুবিধা হয়নি। বাড়তি পাওনা ছিল আমাদের আঠাশ জন সহযাত্রী, সকলেই খুব আলাপী এবং সহযোগিতা পূর্ণ ব্যক্তিত্ব। আরেকজনের কথা অবশ্যই বলা উচিত - সে হচ্ছে সৌম্যজিত। তার কথা না উল্লেখ করলে ভ্রমণটা অসম্পূর্ণ হয়ে যায়। সে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুবই সুন্দর ভাবে পরিচালনা করেছে এবং নরমে গরমে আমাদের সবার দেখভাল করেছে। এক কথায় আমাদের ট্যুর খুবই সুন্দর ও উন্নত মানের হয়েছিল। জানিনা Corona থেকে আমরা কবে মুক্তি পাব এবং খোলা আকাশের নীচে আবার ঘুরে বেড়াব। আশা করছি আগামী মে-জুন মাসের মধ্যেই মেঘ কেটে যাবে ,আমরা আবার হৈ হৈ করতে করতে বেড়িয়ে পড়ব এক নতুন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।

ইন্দোনেশিয়া, বালি, মায়নমার, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ দেখে এল এক ভ্রমণ পিপাসু মন

- সুব্রত ঘোষ

Go Everywhere ভ্রমণ সংস্থার সাথে 2019-20 সালে ইন্দোনেশিয়া, বার্মা ,শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ সফর করেছিলাম। ভ্রমণ পিপাসু মন অজানাকে জানতে চায়, অচেনাকে চিনতে চায়, শৈশবের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চায় । সেই ভেবে বরবুদুরের স্তুপ থেকে সূর্যোদয়, কিন্তামণিতে volcano কে সাক্ষী রেখে, বালি ও জলে পা ডুবিয়ে মন্দির দর্শন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

জাকার্তা থেকে যোগ জাকার্তার জার্নি কোনদিনও ভুলতে পারবো কিনা জানিনা এবং সেখানে গিয়ে রামায়ণ দেখা যে এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

জাকার্তা থেকে যোগ জাকার্তার জার্নি কোনদিনও ভুলতে পারবো কিনা জানিনা এবং সেখানে গিয়ে রামায়ণ দেখা এক অনন্য অভিজ্ঞতা। ইন্দোনেশিয়া সফর স্মৃতির মনিকোঠায় থাকবে ।

ছোটবেলা থেকে শরৎচন্দ্রের হাত ধরে বার্মা বা বর্তমান মায়ানমারকে জেনেছি, এবার চাক্ষুষ দেখলাম, নামি অনামী অনেক প্যাগোডা অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে দিল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি উসকে দেওয়া 27 হাজার সৈনিকের কবর, শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের কবর মনকে ভারাক্রান্ত করলেও বাগান শহরে হাজার প্যাগোডা কে সাক্ষী রেখে সূর্যাস্ত এবং মান্দালয় শহরের প্যাগোডা থেকে সূর্যাস্ত সত্যিই অনবদ্য ।

আর অল্প কথায় মালদ্বীপ সফরের বর্ণনা করা যাবে না, জীবনে প্রথম সাবমেরিন এর অভিজ্ঞতা।

মায়ানমার যাওয়ার আগে ইনলে সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না, ইনলে লেক-এর নৌকা ভ্রমণ, এক পায়ের মৎস্যজীবী আবার ইনলে দেখার ইচ্ছা বাড়িয়ে তোলে। ছোটবেলার স্বপ্ন সার্থক হলো মায়ানমার সফরের মধ্যে দিয়ে।

শ্রীলংকা দ্বিতীয়বার গেলেও রক টেম্পেলের অভিজ্ঞতা এক রকম মনোমুগ্ধকর। Nuwara Eliya-র ঝর্ণা, Kandy-র Tooth Relic temple না দেখলে বোঝা যাবে না শ্রীলঙ্কা সফরের আকর্ষণ, এক কথায় অপূর্ব। আর অল্প কথায় মালদ্বীপ সফরের বর্ণনা করা যাবে না। জীবনে প্রথম সাবমেরিন এর অভিজ্ঞতা লোভ বাড়িয়ে দেয়। মরিশাস যদি যাই প্রধান আকর্ষণ থাকবে সাবমেরিন। মালদ্বীপ যাওয়ার পর অর্থের অভাব অনুভব করলাম। সম্ভব হলে বারবার যতবার পারব মালদ্বীপ গিয়ে শরীরটা অর্ধেক জলে ডুবিয়ে বসে থাকবো, মালদ্বীপ সফর বর্ণনা করতে গেলে কবি বা সাহিত্যিক হতে হবে; আমার পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব হবে না।

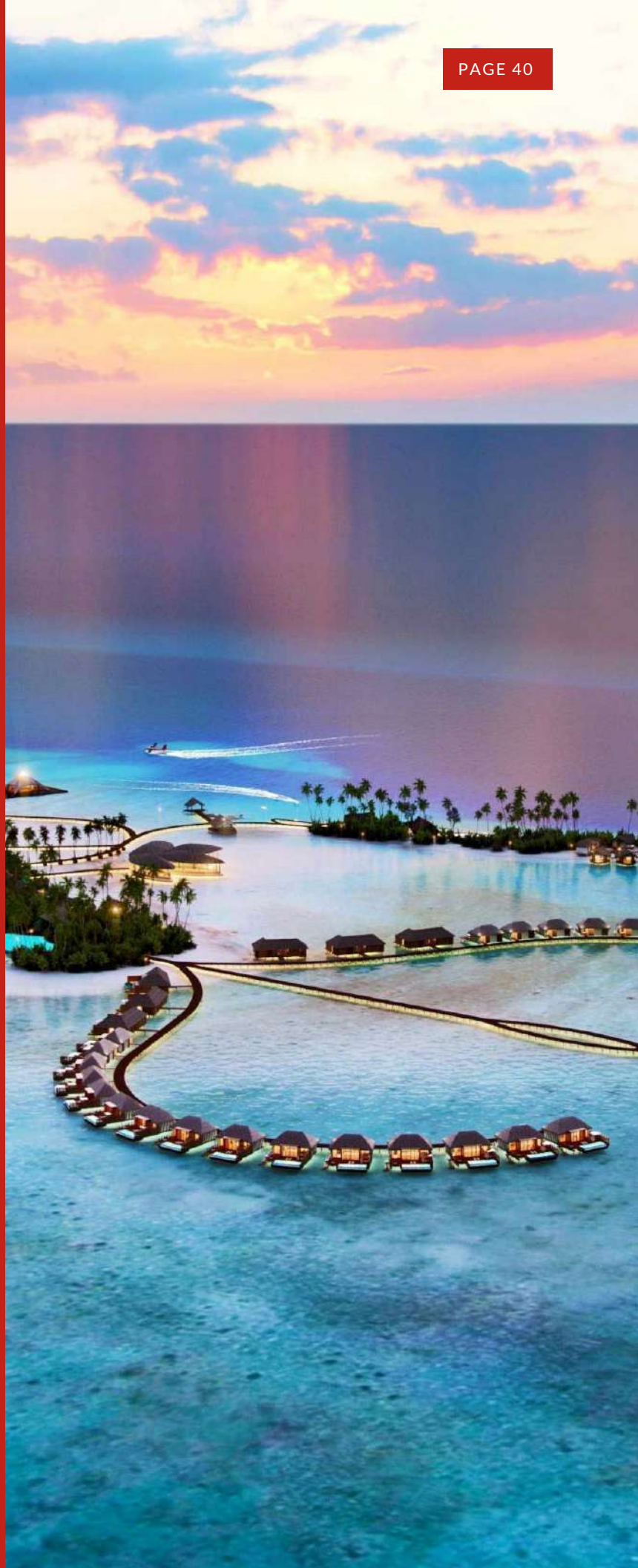

ইতিহাসে ভরা ইস্ট ইউরোপ

- শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশ-বিদেশের ইতিহাস যাদের প্রিয় বিষয় তাদের কাছে ইস্ট ইউরোপ ভ্রমণ সত্যিই উপভোগ্য। সেই টানেই আমরা সপরিবারে বেশ কয়েকজন বন্ধু কলকাতা থেকে দুবাই হয়ে মিউনিখ পৌছলাম সকালবেলায়। সারাদিন ম্যারিয়ান প্যালেস , ক্যাথিড্রাল, অলিম্পিক স্টেডিয়াম, বি.এম.ডব্লিউ শোরুম দেখে বিকেলবেলা ইসার নদীর ধারে বসে কেটে গেল সন্ধ্যেটা।

সালজ নদীর ধারে হাঁটাচলা করে বিখ্যাত সিনেমা সাউন্ড অফ মিউজিক এর শুটিং এর জায়গা গুলি দেখে হোটেলে ফিরলাম বেশ রাতে |

পরের দিন সকাল বেলা প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে কখনো লেকের ধার দিয়ে আবার কখনো সবুজ কার্পেটের মত বিছানো জমির দৃশ্য দেখে অস্ট্রিয়ার Salzburg এ পৌঁছলাম বেলা 11 টার সময় | Salzburg এর কাছে সুরের জাদুকর মোজার্ট এর জন্মস্থান । তার ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র আসবাবপত্র আজও সযত্নে রাখা আছে । চকলেটের মোড়কে, ভিক্ষুক সেজে দাঁড়িয়ে আছে বা রেস্তোরাঁয় দারোয়ান মোজার্ট সেজে আপ্যায়ন করছেন। এককথায় সর্বত্রই তিনি বিরাজমান । সালজনদীর ধারে হাঁটাচলা করে বিখ্যাত সিনেমা সাউন্ড অফ মিউজিক এর শুটিং এর জায়গা গুলি দেখে হোটেলে ফিরলাম বেশ রাতে |

পরের দিন যাত্রা শুরু হলো পৃথিবীর অন্যতম সেরা শহর ভিয়েনার উদ্দেশ্যে। পৌঁছে দেখলাম Schönbrunn Palace, বিশাল জায়গা জুড়ে এই প্যালেস | তৎকালীন রাজাদের বিলাসবহুল জীবন যাপনের জন্য ব্যবহৃত আসবাবপত্র, আলোর ঝাড়বাতি গুলো দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। শহরের সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান গুলো দেখে আমাদের ভিয়েনা দর্শন শেষ হলো। এবার আমরা চললাম হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টের দিকে। পথে পড়ল স্লোভাকিয়ার রাজধানী ব্রাতিস্লাভা। বুদাপেস্ট পৌঁছলাম বিকেল তিনটে। সন্ধ্যেবেলায় দানিয়ুব নদীতে স্টিমার যাত্রা শুরু হল। আলোয় মোড়া বুদাপেস্ট শহর দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় । পরের দিন বুদাপেস্ট শহরটা আরো ঘুরে দেখলাম। আমরা দেখলাম চেইন ব্রিজ, পুরনো বুদা-পেস্ট শহর এখন যা একসাথে বুদাপেস্ট, তবে রাতে হিরো স্কোয়ারে আলোর মেলায় মূর্তিগুলো যেন জীবন্ত হয়ে যায়। বুদাপেস্টে দুদিন থেকে এবার আমরা পোল্যান্ডের ক্রাকো শহরে গেলাম স্লোভাকিয়ার ভেতর দিয়ে, এইদেশের কান্ট্রি সাইড একবারে ছবির মতন লেগেছে। দু'ধারে বিভিন্ন রংয়ের একতলা বাড়ি,সামনে সুন্দর সাজানো বাগান, বাড়িগুলোর পিছনে বিস্তীর্ণ সবুজ কার্পেটের মত জমি। আমাদের দেশের কথা মনে পড়ল । ভাবলাম হয়তো একদিন হবে এইরকম। পথে একটা পাহাড়ে ঘেরা জায়গায় লাঞ্চের জন্য বাস দাঁড়ালো ; উঁচু-নিচু সবুজ উপত্যকা চারিদিকে।

বিকেলবেলা ক্র্যাকো-এর হোটেলে উঠলাম। একটু বিশ্রাম নিয়ে দেখতে গেলাম Wieliczka সল্ট মাইন ।

পর্যটকরা স্কি-এর সরঞ্জাম ভাড়া করে Cable Car-এ চড়ে আরো উচুতে উঠে যাচ্ছে, যাওয়ার পথে এক জায়গায় বাস দাঁড়ালো, দূরে বরফের পাহাড়ের মাথায় বরফ দেখে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম, বলল ওটা হচ্ছে Trata পর্বত | বিকেলবেলা ক্র্যাকো-এর হোটেলে উঠলাম। একটু বিশ্রাম নিয়ে দেখতে গেলাম Wieliczka সল্ট মাইন । একটা পরিত্যক্ত নুনের খনিকে কিভাবে আকর্ষণীয় করে রাখা আছে পর্যটকদের জন্য প্রায় 300 মিটার মাটির নিচে। পরের দিন সকালে পৌঁছলাম Auschwitz-Birkenau Concentration Camp দেখতে,দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাড়ে চার বছর ধরে প্রায় 1.5 মিলিয়ন ইহুদিদের হত্যা করে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল ।

এখানে গাইড এর সঙ্গে গল্প করে মিউজিয়ামের পোশাকের দিকে তাকিয়ে ছবি তোলার সময় মনটা খুব ভারাক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল | গ্যাস চেম্বারে ভিতরের দেওয়ালে ছাদের উপর ছোট ফাঁক, যেখান দিয়ে গ্যাস ফেলা হতো, সেটা দেখে একটা অদ্ভুত অনুভুতি হচ্ছিল। এরপর এই ক্যাম্পে কিভাবে তাদের রাখা হতো তা দেখলে কষ্ট হয়, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয় এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড। ক্র্যাকো-তে দুদিন থেকে গিয়েছিলাম পোল্যান্ডের রাজধানী Warsaw-তে। শহরটা দেখে পরেরদিন বেশ সকালে যাত্রা শুরু হলো বার্লিনের উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্লিন ছিল জার্মানদের
দুর্গ । পৌঁছে সন্ধ্যেবেলায় আলোয় সাজানো ব্রান্ডেনবার্গ গেট দেখতে গেলাম । পরের দিন সকালে পৌঁছলাম বার্লিন ওয়াল দেখতে, বর্তমানে 1.4 কিলোমিটার এই ওয়ালে বিভিন্ন দেশের চিত্রকরেরা রং দিয়ে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করেছেন। এই ওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম কত মানুষই না এই প্রাচীর টপকাতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। রাস্তার মাঝে চেক পয়েন্টও দেখলাম ।

পর্যটকদের জন্য আর পর্যটন শিল্প কে কোন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে এইসব দেশগুলো, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

একমাত্র উচ্চপর্যায়ের জনগণ এই গেট দিয়ে যাতায়াত করতেন। রাইন স্টানকোভিক ভিকট্রি কলমের উপর সোনালী পরীটির দিকে খুব চোখ পড়ল। বার্লিন থেকে যাত্রা শুরু করে পৌঁছলাম এলবে নদীর তীরে ড্রেসডেন শহরের দিকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমার আঘাতে গুড়িয়ে যাওয়া এই শহরটি আবার ঠিক আগের মতোই তৈরি করা হয়েছে। তাই এই শহরকে শিল্পের শহর বলা হয়। ড্রেসডেন হয়ে এবার আমরা পৌঁছলাম আমাদের শেষ গন্তব্য চেক রিপাবলিকের রাজধানী প্রাগ শহরের দিকে |

ভল্টোভা নদীর ধারে প্রাগ একটি বহু পুরনো ঐতিহ্য শালী শিল্পের শহর, প্রায় সারাদিন ধরেই প্রাচীন প্রাগ ক্যাসেল টি ঘুরে দেখলাম আমরা। সেই সময়ে রাজাদের ব্যবহৃত মুকুট, রাজদন্ড, এখনো যত্ন করে সাজিয়ে রাখা আছে। এরপর আমরা চার্লস ব্রিজ, ওল্ড টাউন স্কোয়ার, অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ক্লক দেখতে গেলাম। ওল্ড টাউন স্কোয়ারে একদল গায়ক গান গাইছে, কেউ বা বড় ক্যানভাসে আঁকছে, ছোট ছেলেমেয়েরা বেলুন ও বল নিয়ে খেলছে তা দেখে হোটেলে ফিরে আসতে মন যাচ্ছিল না। এবার আমাদের ফেরার পালা, এক বছরের প্রস্তুতি কেমন যেন হু হু করে শেষ হয়ে গেল, পরের দিন বিকালে দুবাই হয়ে কলকাতা ফিরে এলাম সকাল বেলা। ফেরার সময় আমি ভাবছিলাম কি সুন্দর যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ঐতিহাসিক স্মারক গুলো | পর্যটকদের জন্য আর পর্যটন শিল্প কে কোন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে এইসব দেশগুলো, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

কেনিয়া সাফারি

- ব্রহ্মদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১৯ এর সেপ্টেম্বর মাসে কেনিয়া দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল কলকাতার Go Everywhere | সময় নির্বাচনটা ওদের কৃতিত্ব নিশ্চয় । ঐ সময়ে জংলী জানোয়ারগুলি তাঞ্জানিয়া থেকে কেনিয়ার দিকে আসে । জঙ্গল সম্বন্ধে আমার ধারণাই পাল্টে গেল । কেনিয়াতে ফরেস্ট মানে দিগন্ত বিস্তৃত ঠাসা ঘাসের জমি, প্রধানত হলুদ বা সবুজ তার রঙ | ঘাসের উচ্চতা ৪ থেকে ৫ ফুট ।

পাখিগুলির রঙ একটু একটু আলাদা কিন্তু ডাক, নাচন দেখে বোঝা যায় কে চড়াই আর কে শালিক | ঘুঘু আবার কালো চশমা পরে আছে |

মাঝে মাঝে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলা আছে । জানোয়ারদের অনেকেই আমার চোখে নতুন, পরিচিতরা একটু বড় বড়। আমাদের দেশের হাতির থেকে অন্তত ২ ফুট বেশী উঁচু। ওয়াইল্ড বীস্ট সংখ্যায় সর্বাধিক, তারপরে জেব্রা, টোপী। টোপীরা যখন ঘাস খায় তখন একজন টোপী চারপাশে নজর রাখে । সিংহেরা নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকে | গাড়ীগুলি ২০ ফুটের মধ্যে এসে ছবি তোলে। পাখিগুলির রঙ একটু একটু আলাদা কিন্তু ডাক, নাচন দেখে বোঝা যায় কে চড়াই আর কে শালিক | ঘুঘু আবার কালো চশমা পরে আছে |

মাসাই নদীতে, এলিমেন্টাইটা লেকে জলহস্তীর ছড়াছড়ি । মাসাই উপজাতিদের আবাস, জীবনযাপন দেখলাম। বোগোরিয়া লেকে প্রচুর ফ্লামিংগো দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

ঝিলের ধারে সবাই আসে জল খেতে | সেখানে পাহাড়ের টিলায় বসে নীচের জলাশয়ে জানোয়ার দেখছি, হলুদ রঙের শালিকরা ঝাঁকে ঝাঁকে আমার কাছে এসে বলছে, কী চাও, বসে কেন, খাবার এনেছ ? তবে ফরেস্টে বেড়াতে গেলে এক বেলা বা একদিন উপাস হতে পারে বা ঠাণ্ডা খাবার খেতে হতে পারে | যারা বাড়ির সব আরাম চান তাদের ফরেস্টে না যাওয়াই ভালো ।মাসাই নদীতে, এলিমেন্টাইটা লেকে জলহস্তীর ছড়াছড়ি । মাসাই উপজাতিদের আবাস, জীবনযাপন দেখলাম। বোগোরিয়া লেকে প্রচুর ফ্লামিংগো দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। অন্যান্য বিদেশযাত্রা থেকে এই ট্যুরটি কিছুটা আলাদা কিন্তু আমার মত একজন বন-প্রেমিকের কাছে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে ।

ডাঃ প্রসেনজিৎ ব্যানার্জীর পায়ের তলার সরষে, তাকে নিয়ে গেল ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া ।

করোনার আগামনী সঙ্গীত শুরু হয়ে গেছে ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ থেকে। আত্মীয়-বন্ধুরা বারবার অনুরোধ করছেন ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়া সফর বাতিল করতে। চীনের অবস্থা তখন উদ্বেগজনক। আর চীনের লাগোয়াই ভিয়েতনাম । অতএব সংক্রমনের আশঙ্কা তো আছেই, এই অবস্থায় না যাওয়াই ভাল। কিন্তু জীবনে কখনও এইসব কারণে পিছিয়ে আসিনি।

ভরসা ছিল, ট্যুর অভিভাবক বন্ধুতুল্য ভাস্কর সেন আর *Go Everywhere*-এর পরিচিত সুহৃদ পাপান ও অঞ্জন ।

আমার পায়ের তলায় সরষে। বেড়াতে গিয়ে দেশে এবং বিদেশে বহু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছি - অধিকাংশ সময়েই ভাগ্যের জোরে বা প্রচেষ্টা ও বুদ্ধির জোরে সেগুলি অতিক্রম করেছি । এবারও পিছলাম না। সস্ত্রীক বেরিয়ে পড়লাম । ভরসা ছিল, ট্যুর অভিভাবক বন্ধুতুল্য ভাস্কর সেন আর Go Everywhere-এর পরিচিত সুহৃদ পাপান ও অঞ্জন । বিশ্বাস ছিল বাইরে কোনো সমস্যায় পড়লে এরা উদ্ধার করবেন । সফর শুরু হয়েছিল কম্বোডিয়ার সিয়াম রিপ হয়ে । মুখ্য দ্রষ্টব্য অবশ্যই আঙ্কোরভাট মন্দির । বিশ্বের বৃহত্তম মন্দির, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের অনুপম নিদর্শন। তিন বছর আগেই একবার গিয়েছিলাম । কিন্তু এই অফুরন্ত সৌন্দর্য্য ভান্ডার শতবার দেখলেও শেষ করা যায় না।

গতবার না দেখা আরও কিছু দেখলাম, আর দেখলাম ব্রাহ্ম মুহূর্তে আঙ্কোরভাটের পাশ দিয়ে ওঠা সূর্যোদয় আর সন্ধ্যায় আবির ছড়ানো সূর্যাস্ত। কম্বোডিয়া থেকে সোজা হ্যানয় পৌছলাম ভিয়েতনাম এয়ারলাইনস্ এর মাধ্যমে। হ্যানয় বিমানবন্দরে ভিসা অন অ্যারাইভাল' পাওয়ার সমস্ত কাগজপত্র আমাদের তৈরী ছিল। কিন্তু অতিশ্লথ কর্মচারীদের জন্য আমাদের তিন ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল। রাত একটায় হোটেল পৌঁছলাম। অবশ্য খাবার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। ঘনবসতিপূর্ণ হ্যানয় শহরকে খুব ভাল লাগার কথা নয়। কিন্তু অসাধারণ অনুভূতি হলো আমার প্রিয় নেতা হোচি-মিনের মুসোলিয়াম দেখে। মাও, লেনিন আর হোচি-মিন এই তিনজনেরই প্রায় অবির্তকিত অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে রাখা দেহ দেখার অভিজ্ঞতা চিরকালীন হয়ে থাকবে আমার স্মৃতিতে। হোচি-মিনের সরকারী বাসভবন ও কার্যালয় দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়। এক গুরুত্বপূর্ণ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এত সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন - আজকের পরিসরে ভাবাই যায় না। হ্যানয় থেকে গেলাম উত্তর চীন সাগরে 'হ্যালং বে'-তে। অনেক দিনের ইচ্ছা পূরণ হলো।

একটি পাহাড়ের মধ্যে প্রায় এক কিমি লম্বা দারুণ একটা গুহায় ঘন্টা দেড়েক কাটাবার অভিজ্ঞতা ভোলার নয়।

সমুদ্রের মাঝে অসংখ্য ছোট সুবজ পাহাড় মাথা তুলে আছে। মাঝারি সাইজের ক্রুজবোটে গিয়ে জাহাজেই রাত্রিবাস । পরদিন দু-তিনটি দ্বীপে ঘোরা । একটি পাহাড়ের মধ্যে প্রায় এক কিমি লম্বা দারুণ একটা গুহায় ঘন্টা দেড়েক কাটাবার অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। ঐ রাতেই হ্যানয় থেকে ভিয়েতনাম এয়ারলাইনস্ - এ সায়গন বা হোচি-মিন সিটিতে নামলাম। দোকানের সাইনবোর্ডগুলি যদি কেউ না দেখেন তবে প্রথম দর্শনেই সায়গনকে আমাদের মুম্বই, চেন্নাই বা ব্যাঙ্গালুরু ভেবে ভুল হতে পারে। সেই গাদাগাদি ভিড়, ট্রাফিক জ্যাম, অপরিকল্পিত বড় বড় স্কাই স্ক্র্যাপার । হ্যানয়-এ যদিও বা কিছু মানুষকে মাস্ক পরতে দেখেছিলাম - সায়গনে প্রায় কারোর মুখে মাস্ক নেই। দোকানপাট বাজার-বেচাকেনা সবই চলছে । সামাজিক দূরত্বের বালাই নেই। শহর থেকে কিছু দূরে ‘কুচি টানেল’ দেখে খুব ভাল লাগলো। দেখলাম যুদ্ধের সময় ভিয়েতনামী গেরিলারা যেখান থেকে আমেরিকান বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতেন। অনেক ইতিহাস নিয়ে বহমান মেকং নদীর উপর ‘ডাব’ সহযোগে একটা ছোট্ট ক্রুজ ভ্রমণ হলো । তারপর এক ছোট টানেলে বোটিং খুব আকর্ষণীয়।

কোলকাতায় সরাসরি আসার ভয় লাগছিল যে কোয়ারেনটাইনে থাকতে হবে না তো ?

দুপুরে খোলামেলা রেস্তোরায় মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে সায়গন শহরে এলাম অতিবিখ্যাত ভিয়েতনাম ওয়ার মিউজিয়াম দেখতে। এটি না দেখলে ভিয়েতনাম ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ফোটোগ্রাফি, বইয়ের সংগ্রহ, যুদ্ধে ব্যবহৃত বহু সামরিক অস্ত্রশস্ত্র এবং নানা মডেলের সহযোগিতায় অনবদ্যভাবে নির্মিত । সবটা পড়তে এবং দেখতে গেলে কমপক্ষে পাঁচদিন লাগবে । সায়গনের ‘নিউ মার্কেটে’ কিছু স্মারক কেনাকাটাও হলো। জিনিষপত্রের দাম সাধ্যের মধ্যেই। মজার কথা ভারতীয় টাকাও দোকানীরা নিয়ে নেয়। রাতের ‘ইন্ডিগো’র উড়ানে যখন ফিরছি কোলকাতায় সরাসরি আসার ভয় লাগছিল যে কোয়ারেনটাইনে থাকতে হবে না তো ? সৌভাগ্যবশতঃ শুধু থার্মাল চেকিং করেই ছেড়ে দিল । সেই শেষ ভ্রমণ । ২০২০-তে অবরুদ্ধ হয়ে আছে আমার মতো অনেক ভ্রমণ পিপাসুরা। সেই মহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় আছি যে করোনার শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে পকেটে পাসপোর্ট আর হাতে লাগেজটা নিয়ে ইমিগ্রেশন কাউন্টারের সামনে লাইন দেবো, পাপান বা অঞ্জনের মতো আরও কারো সঙ্গে।

Go Everywhere এর সুব্যবস্থাপনায় ঘুরে এলাম মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুর-থাইল্যান্ড

- অপরাজিতা দাম

গত ফেব্রুয়ারী মাসে আমি Go Everywhere ট্রাভেল এজেন্সির সাথে সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া-থাইল্যান্ড এই তিনটি দেশ বেড়াতে গিয়েছিলাম । এই এজেন্সির ব্যবস্থাপনায় আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট।

প্রত্যেকের প্রতি নজর রাখা, সুবিধা অসুবিধা খোঁজ নেওয়া, খাওয়া-দাওয়া, হোটেলের ঘর সহ এক আরামদায়ক ব্যবস্থা করেছিল এজেন্সি ।

প্রসঙ্গত ম্যানেজার সৌম্যজিৎ-এর কথা না বললেই নয়। অল্প বয়সের শিক্ষিত, মার্জিত, হাসিখুশি ছেলে। এরকম ছেলে যে কোনো যাত্রীর মন জয় করে নিতে পারে। এই ট্রাভেল এজেন্সির সম্পদ।আমরা 26 জন ছিলাম । প্রত্যেকের প্রতি নজর রাখা, সুবিধা - অসুবিধার খোঁজ নেওয়া, খাওয়া-দাওয়া, হোটেলের ঘর সহ এক আরামদায়ক ব্যবস্থা করেছিল এজেন্সি। সমস্ত ব্যবস্থাপনা ছিল নিখুঁত । এরপর আসি ট্যুর ডিটেল্ -এ। আমরা তিনটি দেশে গিয়েছিলাম।

Go Everywhere আমাদের জন্য যে সমস্ত হোটেল, যে সমস্ত জায়গায় খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছিল, সেগুলো ছিল খুবই ভালো এবং প্রত্যেকটি হোটেল ছিল শহরের প্রাণ বিন্দুতে।

প্রথমে আমরা গিয়েছিলাম মালয়েশিয়া, তারপর মালয়েশিয়া থেকে বাই রোড আমরা বর্ডার ক্রস করে প্রবেশ করি সিঙ্গাপুর এবং সিঙ্গাপুর দেখে আমরা by air চলে যাই থাইল্যান্ড। থাইল্যান্ডের ক্যাপিটাল ব্যাংকক, সেখান থেকে আমরা যাই Pattaya। Pattaya হচ্ছে একটা beach City। এরপর আমরা এই পাটায়া থেকে চলে আসি থাইল্যান্ডের ক্যাপিটাল ব্যাংককে । ব্যাংকক থেকে আমরা কলকাতা ফিরে আসি। এই ছিল আমাদের ট্যুরের ডিটেলস। Go Everywhere আমাদের জন্য যে সমস্ত হোটেল, যে সমস্ত জায়গায় খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছিল, সেগুলো ছিল খুবই ভালো এবং প্রত্যেকটি হোটেল ছিল শহরের প্রাণ বিন্দুতে। আমাদের Go Everywhere এর সাথে আবার বিদেশ ভ্রমণ করার ইচ্ছা রইল ।

অরোরা বোরিয়ালিস এর উদ্দেশ্যে কাকলি গাঙ্গুলি দিলেন পাড়ি আইসল্যান্ড-ল্যাপল্যান্ড

আমি ২০১৯ সালের মার্চ মাসে Go Everywhere Tours & Travels-এর সাথে অরোরা বোরিয়ালিস দেখার উদ্দেশ্যে আইসল্যান্ড-ল্যাপল্যান্ড গিয়েছিলাম এবং মোট পাঁচদিন নানাভাবে মাইনাস ১৯ থেকে ২২ তাপমাত্রায় একেবারে মন ভরে উপভোগ করেছি।আর্কটিক সার্কেলের উত্তরদিকের শহরগুলোতে শীতকালে ইলেকট্রন ও প্রোটনের বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সংঘর্ষে এই আলোর বিচ্ছুরণ হয়। এই ভ্রমণে এর সঙ্গে আরও রোমাঞ্চকর কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য পাহাড়, ঝর্ণা, গ্লেসিয়ার, প্রাকৃতিক গিজার, ব্ল্যাক বিচ সব মিলিয়ে বৈচিত্র্যের এক চরম নিদর্শন আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সুইডিশ ল্যাপল্যান্ডে dog sledding অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। আইস হোটেল প্রতক্ষ্য করে রাতে Torne নদীর ধারে ডিনার করাটাও এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা ।

গোল্ডেন সার্কেলের অন্তর্গত Gullfoss জলপ্রপাত, Thingvellir National Park, Geyser Strokkur। Jokulsarlon পৃথিবী বিখ্যাত লেগুন যেখানে লেকের জলে নীল হিমশৈল ভাসমান । Reynisfjara পৃথিবী বিখ্যাত কালো বালির বিচ যেখানে আগ্নেয়গিরির লাভার ছাই ও পাথর জমে ব্যাসল্ট রক সৃষ্টি হয়েছে। স্টকহোম থেকে তুষারাবৃত রেলপথে নার্ভিক হয়ে ট্রমসো পৌঁছই, ওখানে Fjellheisen Peak থেকে মন ভরানো সূর্যাস্ত দেখি । এরপরে সুইডিশ ল্যাপল্যান্ডে dog sledding অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। আইস হোটেল প্রতক্ষ্য করে রাতে Torne নদীর ধারে ডিনার করাটাও এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা । শেষে স্টকহোম শহর ঘুরে আমাদের ভ্রমণ শেষ করলাম। সব মিলিয়ে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ এটি।

সুন্দরের পূজারী ধনঞ্জয় মুহুরী, ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন পূর্বের তিন দেশে: থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর

সুন্দরের পূজারী, পৃথিবীতে খুঁটিয়ে দেখতে চায় সৃষ্টির অপরূপ নিদর্শন। থাকা, খাওয়া, গাড়ির ঝঞ্চাটের দায়িত্ব নির্ভরযোগ্য সংস্থাকে দিয়ে নিশ্চিত মনে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ, বিশেষত অবসরপ্রাপ্ত জীবনে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। সেই লোভের গুড় খেতে, বেরিয়ে পড়েছিলাম পূর্বের তিন দেশে। থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর ট্যুরে। দশ দিনে অসাধারণ দর্শনীয় স্থানগুলো দেখছিলাম, মন যেন আর কিছুতেই ভরছিল না।

দশ দিনে অসাধারণ দর্শনীয় স্থানগুলো দেখছিলাম, মন যেন আর কিছুতেই ভরছিল না।

ইউনিভারসাল স্টুডিওতে মিশরের মূর্তির সামনে, আইসক্রিম খাওয়ার সময়, ডলার দেওয়ার পর, আইসক্রিম পার্লারের মেয়েটি বললো, “ Are you from India with Go Everywhere ? Somji (বুঝলাম সৌম্যজিৎ) has just crossed ” । বোঝা গেল দর্শনীয় স্থানগুলোর সাথে সাথে, এই ট্যুর এজেন্ট ও ছোট তারকা নয়।

রবীন্দ্রনাথের জাভা-যাত্রীর পত্র কবিতার ছন্দে ইন্দোনেশিয়া ঘুরে এলেন স্বপন মহালদার

"পাতালের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম।
অমেয় প্রেমের মন্ত্র - 'বুদ্ধের শরণ লইলাম' । "

রবীন্দ্রনাথের বোরোবুদুর কবিতা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল বোরোবুদুরের প্রতি। বহুদিনের সেই লালিত ইচ্ছা পূরণ হলো 'Go Everywhere' এর ইন্দোনেশিয়া ট্যুরে শ্রী ভাস্কর সেনের নেতৃত্বে।

তাঁর সান্নিধ্যে উপরি পাওনা তার সাবলীল সংগীত পরিবেশন। বিমানে জাকার্তা পৌঁছে প্রথম দিনের ট্যুর শুরু হয়ে যায় । সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে মধ্যাহ্নভোজ সমাপ্ত হলে, একটি হেরিটেজ পার্কে গিয়ে দেখা গেল বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির, 'কমোডো' সরীসৃপ।

শহর পরিক্রমায় গিয়ে দেখা হয় প্রেসিডেন্ট প্যালেস, জাতীয় জাদুঘর, বিজয়স্তম্ভ ইত্যাদি। পরের দিন মিনিয়েচার ইন্দোনেশিয়া। কেবল্ কার-এ সমগ্র দেশটা দেখতে দেখতে মনে হল সব ধর্ম সমন্বয়ের তথা সমান মর্যাদায় সকল মানুষের সংস্কৃতি সযত্নে সংরক্ষিত | যদিও দেশটি মুসলিম অধ্যুষিত। পরের গন্তব্য Anak Krakatou পর্বতের নিচে Tankuban Perahu আগ্নেয়গিরি | বনাকীর্ণে সৌন্দর্যমন্ডিত পাহাড়ি পথ । নিরন্তর ধোঁয়া নির্গত হয় মাঝে মাঝে চুনাপাথরের ন্যায় ছাই দেখা যায়। সর্বত্র গন্ধকের গন্ধ, সেখান থেকে Ciater উষ্ণ প্রস্রবনে অবগাহনাতে উৎকৃষ্ট আহার।

এরপর চা বাগিচা পরিপার্শ্ব দেখতে দেখতে অবশেষে প্রায়ান্ধকারে বানদুন পৌঁছানো। বানদুনে ওলন্দাজদের ছোঁয়া বোঝা গেল শহরের গঠনশৈলী দেখে । পাহাড়ি শহর বানদুনকে বলা হয় প্যারিস অফ ইন্দোনেশিয়া' । বানদুন থেকে যোগ জাকার্তা রেলপথে। পাহাড়ি উপত্যকার ঘর-গেরস্থালির ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে রেল চলা । রেল লাইনের পাশে শিশুদের ছুটাছুটি, মানুষের আনাগোনা, প্রান্তরময় সবুজ গালিচা বিছানো ধাপচাষ । সন্ধ্যার পুরোভাগে যোগ জাকার্তায় প্রাম বানান এম্ফিথিয়েটারে রামায়ণ ব্যালে দেখে শিল্পীদের সাথে আলাপ পরিচয়ে জানা গেল কুশলীরা ইসলাম সম্প্রদায়ের । সীতা-তো শো শেষে হিজাব পড়ে নিলেন । ধর্মীয় গোঁড়ামি রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্যকে ম্লান করতে পারেনি। পরদিন সকালে স্বপ্নলালিত বোরোবুদুর । দুর পাহাড়ের আগ্নেয়গিরির পাশ দিয়ে আঁধার বিদীর্ণ করে সূর্যের প্রথম রশ্মি বোরোবুদুর-কে স্পর্শ করল।

এরপর ঘুরে ঘুরে বোরোবুদুর প্রদক্ষিণ। বনানী বেষ্টিত মন্দির প্রাঙ্গণ মৌন মহিমায় সমুজ্জ্বল। বিশ্বের বিস্ময় বোরোবুদুর।

বোরোবুদুর সেই ভোর অর্কবুদ্ধের যুগল সম্মিলনে যেন বাঙময় হয়ে উঠলো। এরপর ঘুরে ঘুরে বোরোবুদুর প্রদক্ষিণ। বনানী বেষ্টিত মন্দির প্রাঙ্গণ মৌন মহিমায় সমুজ্জ্বল। বিশ্বের বিস্ময় বোরোবুদুর। প্রাতঃরাশের সুব্যবস্থা প্রাঙ্গনের বাইরে 'মনোহরা' রেস্তোরায়। তারপর সারাদিন যোগজাকার্তায় অন্যান্য দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করে গোধূলি লগ্নে প্রাম বানানের ব্রক্ষা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে এসে বিগ্রহ দর্শন করে যোগজাকার্তার ভ্রমণ পর্ব শেষ হলো।

তুরস্ক - গ্রীস বরাবরই স্বপ্নের দেশ

- শ্যামাপদ নন্দী

তুরস্ক - গ্রীস বরাবরই স্বপ্নের দেশ। পৌরাণিক ট্রয়ের গল্প, বীরত্বের জয়গাথা, ইস্তানবুলের হাতছানি মিলেমিশে একাকার। ভারতীয় সভ্যতার মেলবন্ধনের স্পর্শ মেলে। অবশেষে আমি আর আমার স্ত্রী দুজনেই এই দুই দেশ যাওয়ার সুযোগ পেলাম Go Everywhere এর সাথে 2019 এর অক্টোবর মাসে।

Santorini দ্বীপে থাকার সুবাদে মনে হলো স্বর্গীয় অবস্থান।

আমরা প্রথমে শুরু করলাম ইস্তানবুল দিয়ে এবং আমরা এই ট্যুর শেষ করি এথেন্স দিয়ে। মুসলিম ও রোমান সাম্রাজ্যের অবদান তুরস্কের পথে ও প্রান্তরে। ভূমধ্যসাগর হল প্রাণকেন্দ্র। দ্বীপের মালায় গাঁথা গ্রীস। এথেন্স আজও স্বকীয় মহিমায় বিদ্যমান। Santorini দ্বীপে থাকার সুবাদে মনে হলো স্বর্গীয় অবস্থান।অতীতে এই দ্বীপটি ভূমিকম্পে প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কিন্তু এখন তা আর বোঝা যায় না। সৌন্দর্য্য ও প্রাকৃতিক সম্পদে এই দ্বীপ অতি মনোরম। অবশেষে ট্যুর শেষ করে দেশে ফিরে এলাম কিন্তু এখনো স্বপ্ন দেখি আবার গেছি Go Everywhere এর সাথে তুরস্ক এবং গ্রিসে শ্রীমান সায়ন দাস এর পরিচালনায়।

14 দিনের আমেরিকা সফর সঙ্গে Go Everywhere

- উৎপল পুরকায়েত

আমেরিকা ভ্রমণ ছাড়তে পারি, কিন্তু কেন ছাড়বো ? হোয়াইট হাউসের মসনদ দখল নিয়ে ট্রাম্প এবং জো বাইডেনের লড়াই যখন সারা বিশ্বে সাড়া ফেলে দিয়েছে,মণিকোঠায় ভেসে উঠলো হোয়াইট হাউস দর্শনের ছবি। গত বছর অক্টোবর মাসে আমরা Go Everywhere Tours and Travels এর সঙ্গে 14 দিনের আমেরিকা সফর করেছিলাম । এমিরেটস্-এর বিমানে দুবাই হয়ে ওয়াশিংটন পৌঁছেছিলাম।

স্মিথসোনিয়ান ন্যাশনাল এয়ার এন্ড স্পেস মিউজিয়ামে রাখা আছে অসংখ্য রকেট,মিসাইল এবং রাইট ব্রাদার্স এর তৈরি প্রথম এরোপ্লেন ।

ইমিগ্রেশনের ঝামেলা মিটিয়ে আমরা আমাদের টিম লিডার পাপানের সঙ্গে বিমানবন্দরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সিটি ট্যুর-এর বাস চলে এলো। আমরা ঘুরে দেখে নিলাম ক্যাপিটল বিল্ডিং আর তার আশেপাশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি । স্মিথসোনিয়ান ন্যাশনাল এয়ার এন্ড স্পেস মিউজিয়ামে রাখা আছে অসংখ্য রকেট,মিসাইল এবং রাইট ব্রাদার্স এর তৈরি প্রথম এরোপ্লেন ।

সেই রাতেই নায়াগ্রার মোহিনী রূপ দেখলাম। পরদিন সকালে নায়াগ্রা-তে আমরা 'মেড অব দ্য মিস্ট' বোট রাইড করার সময় ফলসের এক ভয়ঙ্কর রূপ দেখলাম ।

ওয়াশিংটন থেকে নায়াগ্রা ফলস। পথে Hershey's chocolate factory দর্শন । চারিদিকে থরে থরে বিভিন্ন ধরনের চকলেট সাজানো, যেন রূপকথার গল্পের মতো। নায়াগ্রা পৌঁছাতে আমাদের রাত হয়ে গিয়েছিল । এর মাঝেই আমাদের এক সহযাত্রী হারিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সহযাত্রী এবং পাপানের তৎপরতায় তাকে আমরা ফিরে পেলাম। সেই রাতেই নায়াগ্রার মোহিনী রূপ দেখলাম। পরদিন সকালে নায়াগ্রা-তে আমরা 'মেড অব দ্য মিস্ট' বোট রাইড করার সময় ফলসের এক ভয়ঙ্কর রূপ দেখলাম । জলের প্রচন্ড বাষ্প বিন্দু এবং লঞ্চের প্রচন্ড দুলুনিতে ক্যামেরাতে ছবি তোলা যাচ্ছে না। চতুর্দিকে ফেনিল জলরাশি।

নিউইয়র্ক যাবার পথে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে Fall Colour -এর গাছগাছালি। দেখে মন ভরে গেল - এত অপূর্ব। নিউইয়র্কে আমরা স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখলাম লিবার্টি আইল্যান্ড গিয়ে। ফরাসি ইঞ্জিনিয়ারদের তৈরি এই স্থাপত্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমেরিকানদের যুদ্ধজয়ের প্রতীক হিসেবে ফরাসি দেশের উপহার | গ্রাউন্ড জিরো, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, ওয়ালস্ট্রিট, ইউ এন ও অফিস, ব্রুকলিন ব্রিজ ও সবশেষে রাত্রিবেলায় টাইমস্ স্কোয়ার দর্শন, কোনটাই বাদ গেলো না। নিউইয়র্ক থেকে বিমানে এলাম সানফ্রান্সিসকো |

সান ফ্রান্সিস্কো-তে বহু দর্শনীয় স্থান আছে।Twin peaks থেকে সান ফ্রান্সিসকো শহরটাকে দর্শন করলাম। পৃথিবীর দীর্ঘতম ঝুলন্ত সেতু গোল্ডেন গেট ব্রিজের নিচ দিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে চললো আমাদের বোট । Pier 39-এ লোভনীয় সামুদ্রিক খাবার খেয়ে রসনাতৃপ্ত করলাম । শীতল বাতাসের মধ্যে সি লায়ন-এর আওয়াজ। অতুলনীয় এই প্রাপ্তি। সানফ্রান্সিসকো থেকে লাস ভেগাস যাত্রাপথে বিস্তীর্ণ মরুভূমি পার হলাম । আমাদের সহযাত্রী আসলাম-দার নাতি হওয়ার আনন্দ সংবাদে আমরা সকলে সুস্বাদু লাঞ্চ উপহার পেলাম।

এটা ছিল উপরি পাওনা। নৈশ প্রমোদের শহর লাস ভেগাস খুবই উপভোগ্য। এখানে প্রতিটি হোটেলই থিম হোটেল। ক্যাসিনো আর বিনে পয়সার বিভিন্ন show চলে সারারাত ধরে। চারিদিকে আলোর রোশনাই। বেলাজিও ফাউন্টেন সুরের তালে তালে নাচে | সময় নিমেষে কেটে যায়। লাস ভেগাস থেকে বেরিয়ে নেভাদা মরুভূমির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে হুভার ড্যাম পেরিয়ে অ্যারিজোনা মরুভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চল পেরিয়ে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে পৌঁছলাম। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন কি বিশাল, কি গভীর। ভূগোল বইতে পড়া গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন | মাঝখান দিয়ে অনেক গভীরে ফিতের মত বয়ে চলেছে কলোরাডো নদী। লস এঞ্জেলেসে ঢোকার সময় পাপানের তৎপরতায় আমরা সান্তা মনিকা বিচে পড়ন্ত সূর্যের আলোতে প্রশান্ত মহাসাগরের সান্নিধ্য উপভোগ করতে পেরেছি। তারপর তারকাখচিত ডলবি থিয়েটার, বেভারলি হিলস, সব একে একে দেখে নিয়েছি। পরের দিন ইউনিভার্সাল সটুডিও দেখে নিলাম সারাদিন ধরে। বহু বিখ্যাত হলিউড ছবির শুটিং সেটগুলো দেখে তাক লেগে গেল। এছাড়াও করে নিলাম দুর্দান্ত সব রাইড। এরপর ফেরার পালা। লস অ্যাঞ্জেলস থেকে বিমান ধরলাম। দুবাই এলাম। আমরা দুজন দুবাইতেই থাকলাম, অন্য সহযাত্রীরা কলকাতায় ফিরে আসলো। তিন দিন আমরা দুবাই-তে ছিলাম। Go Everywhere Tours and Travels-এর ট্যুর ম্যানেজার পাপান ঘোষের সুদক্ষ পরিচালনায় আমাদের আমেরিকা সফর অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এছাড়াও আমাদের সহযাত্রীদের সঙ্গে আমাদের বন্ধন এতটাই দৃঢ় যে আজও পর্যন্ত তা অটুট রয়ে গিয়েছে।

করোনার আবহে Go Everywhere - এর ওপর আস্থা রেখে বেরিয়ে পড়লাম কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম সফরে

- স্বপন ব্যানার্জী ও সুকৃতা ব্যানার্জী

করোনার আবহে Go Everywhere-এর ওপর আস্থা রেখে ফেব্রুয়ারী 2020 তে, Combodia-এ সিয়েম রিপ শহরে আমরা অবতরণ করলাম। বিশাল Tonle Sap লেকের ওপর ভাসমান গ্রাম দেখলাম। সেখানে হোটেল, স্কুল, বাজার, পেট্রোল পাম্প সবই আছে ।

এখানে মাটির নীচে ২৫০ কিমি ব্যাপী কুচি টানেল দেখলাম। ভিয়েতনামীরা এখানে থেকেই যুদ্ধ ও বিপ্লব সংগঠিত করেছিল ।

এরপরের আকর্ষণ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মন্দির চত্বর Angkor Wat। এটি রাজা সূর্যবর্মন ১১১৩ সালে নির্মাণ শুরু করেন এবং তার বংশধরেরা ১৩০৭ সালে শেষ করে। দেওয়ালে খোদাই করা নানান চিত্রাবলী । রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী এবং প্রচুর অপ্সরার মূর্তি আছে । রাত্রে হোটেলে স্থানীয় নাচ ডিনার সহযোগে দেখা হলো। এরপর ভিয়েতনামের সায়গন শহরে (বর্তমানে হোচিমিন)-এ এলাম। এখানে মাটির নীচে ২৫০ কিমি ব্যাপী কুচি টানেল দেখলাম। ভিয়েতনামীরা এখানে থেকেই যুদ্ধ ও বিপ্লব সংগঠিত করেছিল । Boat-এ করে মেকং নদীর ওপর দিয়ে একটি দ্বীপে গিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে গ্রাম দেখলাম।

হ্যানয়ে Boat- এ করে Ha Long Bay দিয়ে যাওয়ার মজা ও সৌন্দর্য ভোলার নয়। এখানে Sung Sot Cave-এর বিশালতা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ।

হো চি মিনের বাড়িতে তার গাড়ি ও ব্যবহৃত জিনিস দেখা হলো। হ্যানয়ে Boat- এ করে Ha Long Bay দিয়ে যাওয়ার মজা ও সৌন্দর্য ভোলার নয়। এখানে Sung Sot Cave-এর বিশালতা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম । রাত্রে Water Puppet Show দেখার প্রথম অভিজ্ঞতা হলো। মোটের ওপর এই tour-টা একটি সুপরিকল্পিত সফর ছিল । সবশেষে বলি - You can go anywhere with Go Everywhere.

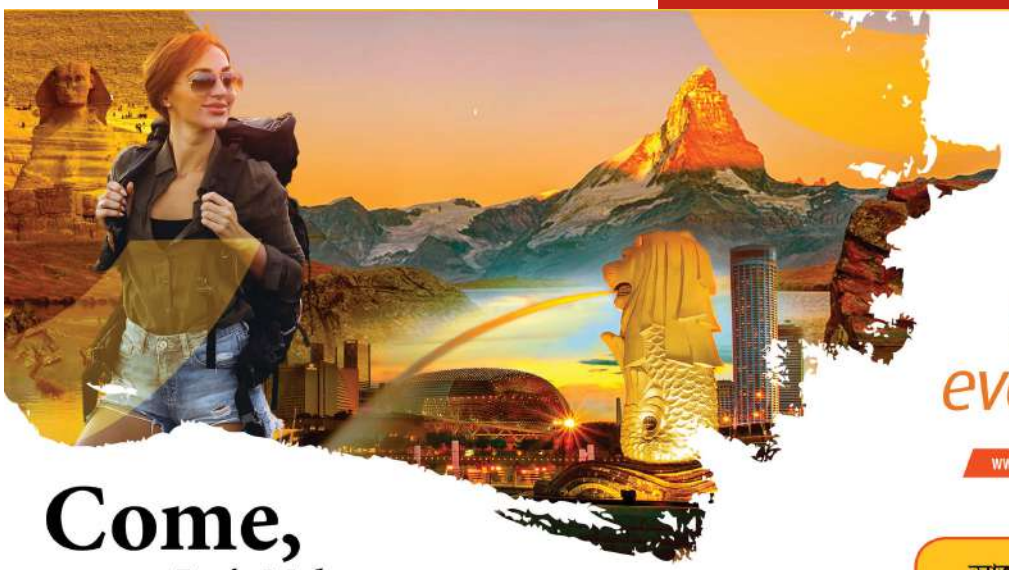

IATA Accredited Agent
GO everywhere
TOURS & TRAVELS
www.goeverywhereholidays.com
Come,
Let's Make
Memories...
আজ থেকে ২০২১-এর
বুকিং শুরু
এথিরিয়াল আইস্‌ল্যান্ড, ফিনিস্ ল্যাপল্যান্ড এবং এস্টোনিয়া
১৪ দিন
অন্তর্ভুক্ত: হেলসিঙ্কি ▪ রোভেনিয়ামি ▪ গ্লাস ইগলু ▪ রেকাভিক ▪ থিংভেতলির ▪ ভল্‌সভলুর ▪ গালফস ▪ কোপেনহেগেন ▪ নার্ভিক ▪ ট্রমসো ▪ কিরুনা ▪ অসলো ▪ টালিন্।
বিশেষ আকর্ষণ: স্ট্রোকুর ▪ রেইনিসজারা (ব্লাক বীচ্) ▪ রোভেনিয়ামি থেকে অকল্পনীয় অরোরা বোরিয়ালিস ▪ সান্তাক্লস-এর দেশের বাড়ি।
নতুন আকর্ষণ: এস্টোনিয়ার-টালিন ক্রুজ।
কোস্টাল ইতালি – এই প্রথম পূর্ব ভারতে
৯ দিন
অন্তর্ভুক্ত: নেপলস্ ▪ পম্পেই ▪ ভিসুভিয়াস ▪ সরেন্টো ▪ অ্যামেলফি ▪ কেপ্রি ▪ পসিটানো ▪ ফ্লোরেন্স ▪ মিলান্।
বিশেষ আকর্ষণ: কেপ্রি আইল্যান্ডে ব্লু গ্রোটো বোট ট্যুর।
অবিস্মরণীয় সুইজারল্যান্ড
৯ দিন
অন্তর্ভুক্ত: জেনেভা ▪ লোজান ▪ ব্রিগ ▪ জারমাট ▪ ম্যাটারহর্ণ ▪ লুসার্ন ▪ গ্রাইন্ডেল ওয়াল্ড ▪ জুরিখ ▪ মাউন্ট রিগিতে সুইস্ ট্রেন ▪ সুইজারল্যান্ডের ক্যাপিটাল বার্ন।
বিশেষ আকর্ষণ: ম্যাটারহর্ণ-এ কেবেল কার রাইড ▪ চার্লি চ্যাপলিনের বাড়ি।
অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড
১৬ দিন
অস্ট্রেলিয়া: মেলবোর্ন ▪ কেইনস্ ▪ সিডনি।
নিউজিল্যান্ড: মাউন্ট কুক্ ▪ কুইনস্‌টাউন ▪ রোটোরুয়া ▪ অকল্যান্ড।
বিশেষ আকর্ষণ: এম.সি.জি এবং সিডনি অপেরা হাউসের গাইডেড্ ট্যুর ▪ 'গ্রেট ওশেন রোড' ট্যুর ▪ 'ব্লু' মাউন্টেন ট্যুর ▪ মিলফোর্ডসাউন্ড ক্রুজ ▪ মাউরি কালচারাল শো ও 'টে-পুইয়া' থার্মাল রিজার্ভ ট্যুর ▪ ওয়াইতোমো-গ্লোওয়ার্ম কেভ্ ট্যুর ▪ কেলি- টারল্টনস্ সি একোয়ারিয়াম।
লিরিক্যাল লেক ডিস্ট্রিক্ট
১৪ দিন
ইংল্যান্ড ▪ ওয়েলস্ ▪ স্কটল্যান্ড ▪ আয়ারল্যান্ড।
অন্তর্ভুক্ত: স্টোনহেঞ্জ ▪ ডাভ কটেজ্ ▪ এডিনবরা ক্যাসেল্ ▪ ইনভারনেস্ ▪ টাইটেনিক মিউজিয়াম ▪ গিনিস স্টোরহাউস ▪ শেক্সপিয়ারের জন্মস্থান -স্ট্রাটফোর্ড ▪ কার্ডিফ্ ক্যাসেলস্ ▪ লেক্ উইন্ডমিয়ার-এ ক্রুজে ভ্রমণ ▪ লকনেস্ ট্যুর।
বিশেষ আকর্ষণ: ক্লিফস্ অফ মোহের ▪ এ্যারেণ আইল্যান্ড।
আলাস্কা ও কানাডিয়ান রকিস্
১৭ দিন
ভাঙ্কুভার ▪ ক্যামলুপস্ ▪ বাণ্ফ ▪ জুনেও ▪ জ্যাস্‌পার ▪ সান পিকস্ ▪ হুইসলার।
অন্তর্ভুক্ত: ৭ রাত্রি হল্যান্ড আমেরিকা আলাস্কা ক্রুজ ▪ গ্লেসিয়ার বে-তে ক্রুজে ভ্রমণ ▪ আলাস্কান সিটিজ্-স্ক্যাগওয়ে, কেটিকান এবং জুনেও ▪ লক লুইস ▪ ফ্লাইওভার কানাডা।
বিশেষ আকর্ষণ: আইসফিল্ডস্ পার্কওয়ে।
আন্‌বিটেবল্ কানাডা-আমেরিকা
১৯ দিন
নায়াগ্রা ▪ মনট্রিল ▪ ওটোয়া ▪ টরন্টো ▪ ওয়াশিংটন ▪ নিউইয়র্ক ▪ সানফ্রান্সিস্‌কো ▪ ফ্রেসনো ▪ লাস ভেগাস্ ▪ লস অ্যাঞ্জেলস্।
অন্তর্ভুক্ত: ১০০০ দ্বীপ বোট ক্রুজ ▪ CN Tower ▪ কানাডা থেকে Maid of the Mist Boat Cruise ▪ ইউনিভারসাল্ স্টুডিওজ ▪ স্ট্যাচু অফ্ লিবার্টি ▪ এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর ৮৬ তলা ▪ রাত্রে নায়াগ্রা ফলসে্ ইলুমিনেশন।
বিশেষ আকর্ষণ: ইয়শোমিটে ন্যাশনাল পার্ক ▪ স্কাইওয়াক্ সহ গ্রান্ড ক্যানিয়ন।
দুবাই-মরিশাস্-আবু ধাবি
৮ দিন
অন্তর্ভুক্ত: বুর্জ খালিফা ▪ ডেসার্ট সাফারি ▪ ধাউ ক্রুজ ▪ নর্থ ও সাউথ আইল্যান্ড্ ▪ গ্রান্ড মস্ক ▪ ফেরারি ওয়ার্ল্ড।
ফ্র্যাগর‍্যান্স অফ্ ইউরোপ ১০টি দেশ
১৭ দিন
ইংল্যান্ড ▪ বেলজিয়াম ▪ হল্যাণ্ড ▪ ফ্রান্স ▪ জার্মানি ▪ অস্ট্রিয়া ▪ লিচেনস্টাইন্ ▪ সুইজারল্যাণ্ড ▪ ইটালি ▪ ভাটিকান।
অন্তর্ভুক্ত: লন্ডন ▪ স্ট্র্যাটফোর্ড ▪ আমস্টারডাম ▪ ব্রাসেলস্ ▪ প্যারিস ▪ মিউনিখ ▪ ইন্‌সব্রুক ▪ জুরিখ ▪ লুসার্ন ▪ ইন্টারলেকেন্ ▪ এঙ্গেলবার্গ ▪ মাউন্ট টিটলিস্ ▪ রাইন ফলস্ ▪ ভাদুজ ▪ ফ্লোরেন্স ▪ পিসা ▪ ভেনিস্ ▪ রোম।
বিশেষ আকর্ষণ: এই প্রথম সাউন্ড অফ্ মিউজিক খ্যাত সলস্‌বার্গ, আইফেল টাওয়ারের তৃতীয় লেবেল ও কলোজিয়াম-এ এন্ট্রি।
সভ্যতা ও সৌন্দর্য্যর দ্বৈত সঙ্গীতের মূর্ছনা তুরস্ক ও গ্রীস
১২ দিন
অন্তর্ভুক্ত: পামুক্কালে ▪ ইজমির ▪ ইস্তানবুল ▪ এথেন্স ▪ সান্তোরিণী দ্বীপ ▪ এফিসুস্ ▪ হেইরাপলিস্ ▪ পার্থেনন্ ▪ গ্র্যান্ড বাজার।
বিশেষ আকর্ষণ: মেভলানা মিউজিয়াম ▪ বস্‌ফরাস্ ক্রুজ ▪ ক্যাপাডোসিয়া ▪ কনিয়া।
সৌন্দর্য্যের আঙ্কোরভাটের দেশ কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম
৮ দিন
অন্তর্ভুক্ত: সিয়েমরিপ ▪ সায়গন সিটি ▪ হ্যানয়।
বিশেষ আকর্ষণ: আঙ্কোর ভাট ▪ বাফুন ▪ বেওন ▪ নট্রেড্যাম্ ক্যাথিড্রাল ▪ মেকং ডেল্টা ▪ ফ্লোটিং ভিলেজ – চং নিয়াস্ ▪ হোচিমিনের সমাধি ▪ কু-চি টানেল ▪ হ্যালং বে-তে এক রাত্রি ক্রুজে বাস।
ম্যাজিক্যাল সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড
১০ দিন
কুয়ালা লামপুর ▪ সিঙ্গাপুর ▪ পাটায়া ▪ ব্যাংকক্।
অন্তর্ভুক্ত: কুয়ালা লামপুর টাওয়ার ▪ জেনটিং হাইল্যান্ডে কেবল্‌কার রাইড ▪ ইউনিভারসাল স্টুডিও ▪ নাইট সাফারি ▪ ক্যান্ শো।
ফ্লেভারস্ অফ্ ইউরোপ ৯টি দেশ
১৩ দিন
ইংল্যান্ড ▪ বেলজিয়াম ▪ হল্যাণ্ড ▪ ফ্রান্স ▪ জার্মানি ▪ অস্ট্রিয়া ▪ সুইজারল্যাণ্ড ▪ ইটালি ▪ ভাটিকান।
অন্তর্ভুক্ত: লন্ডন ▪ ব্রাসেলস্ ▪ প্যারিস ▪ ইনস্‌ব্রুক ▪ জুরিখ ▪ লুসার্ন ▪ এঙ্গেলবার্গ ▪ ইন্টারলেকেন্ ▪ মাদুরোদাম ▪ মাউন্ট টিটলিস্ ▪ রাইন ফলস্ ▪ মিউনিখ ▪ ভেনিস্ ▪ রোম ▪ পিসা ▪ সেন্ট পিটারস্ ব্যাসিলিকা।
বিশেষ আকর্ষণ: আইফেল্ টাওয়ারের দ্বিতীয় লেবেল্।
এথিরিয়াল আইস্‌ল্যাণ্ড – ল্যাপল্যাণ্ড
১৪ দিন
নরওয়ে ▪ আইস্‌ল্যাণ্ড ▪ সুইডেন।
অন্তর্ভুক্ত: অসলো ▪ রেইকাভিক ▪ থিংভেতলির ▪ গালফস্ ▪ জাকুসারলন্ ▪ নার্ভিক ▪ ট্রমসো ▪ কিরুনা ▪ স্টকহোম্।
বিশেষ আকর্ষণ: ট্রমসো থেকে অরোরা বোরিয়ালিস ▪ আইস্ হোটেল।
জর্ডন ও ইজরায়েল
১১ দিন
পেট্রা ▪ ওয়াদি রাম ▪ আম্মান ▪ নাজারেথ ▪ বেথলেহেম (প্যালেস্টাইন) ▪ টেল আভিভ ও জেরুজালেম।
অন্তর্ভুক্ত: সপ্তম আশ্চর্যের পেট্রা ▪ লরেন্স অব আরাবিয়া খ্যাত ওয়াদি রাম ▪ জেরাস ▪ মাডাবা ▪ মাউন্ট নেবো ▪ পৃথিবীর প্রাচিনতম শহর নাজারেথ ▪ মাউন্ট অলিভস্ ▪ যীশুর জন্মস্থান ▪ ক্রুসিফিক্শন্ ও ব্যাপটিজম্ সাইট ▪ সী অব গ্যালিলিতে ক্রুজ।
বিশেষ আকর্ষণ: এই প্রথম মরুভূমিতে ডিনার সহ স্বপ্নের রাত্রীবাস।
সেন্‌সেশনাল স্পেন ও পর্তুগাল
১৩ দিন
অন্তর্ভুক্ত: মাদ্রিদ ▪ গ্রানাডা ▪ ভ্যালেন্সিয়া ▪ বার্সেলোনা ▪ সেভিস ▪ লিসবন্।
স্পারকেল্ অফ্ ইউরোপ ৬টি দেশ
১০ দিন
ফ্রান্স ▪ সুইজারল্যাণ্ড ▪ জার্মানি ▪ অস্ট্রিয়া ▪ ইটালি ▪ ভাটিকান।
অন্তর্ভুক্ত: প্যারিস ▪ জুরিখ ▪ লুসার্ন ▪ এঙ্গেলবার্গ ▪ মাউন্ট টিটলিস্ ▪ রাইন ফলস্ ▪ মিউনিখ ▪ ইনস্‌ব্রুক ▪ পিসা ▪ ভেনিস ▪ রোম।
বিশেষ আকর্ষণ: আইফেল্ টাওয়ারের দ্বিতীয় লেবেল্।
কেনিয়া (আফ্রিকান সাফারি)
৯ দিন
অন্তর্ভুক্ত: নাইরোবি ▪ অ্যাম্বোসেলি ▪ লেক্ এলিমেনটিটা ▪ লেক্ বোগোড়িয়া ▪ লেক্ নাইভাসা ▪ মাসাই মারা।
বিশেষ আকর্ষণ: মাসাই মারা ন্যাশনাল পার্ক এবং অ্যাম্বোসেলিতে সাফারি ▪ জলহস্তিদের মাঝে নৌকাবিহার ▪ লেক্ এলিমেনটিটা-এর মনোরম দৃশ্য।
শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ
১০ দিন
অন্তর্ভুক্ত: ক্যান্ডি ▪ নুয়ারা এলিয়া ▪ ডাম্বুলা ▪ কলম্বো ▪ নেগম্বো ▪ মালদ্বীপ।
বিশেষ আকর্ষণ: পিনওয়ালা এলিফেন্ট অরফ্যানেজ ▪ টুথরেলিক্ টেম্পল ▪ স্পাইস্ গার্ডেন ▪ রাম্বোডা ফলস্ ▪ সীতা আম্মান টেম্পল ▪ ৪ দিন মালদ্বীপ সমুদ্র সৈকতে।
রহস্যময়ী মায়ানমার
৯ দিন
অন্তর্ভুক্ত: ইয়াংগন ▪ বাগো ▪ বাগান ▪ মান্দালয় ▪ ইন্‌লে।
বিশেষ আকর্ষণ: সুইডাগন প্যাগোডা ▪ কান্দাওয়াগি লেক্ ▪ মাউন্ট পোপা ▪ মান্দালয় হিল্ ও প্যালেস্ ▪ ভিলেজ ইনডেন ▪ অমরাপুরা।
হিস্টোরিকাল রাশিয়া ও সিনিক্ স্ক্যান্ডেনেভিয়া
১৬ দিন
রাশিয়া ▪ ফিনল্যাণ্ড ▪ সুইডেন ▪ নরওয়ে ▪ ডেনমার্ক।
অন্তর্ভুক্ত: মস্কো ▪ সেন্ট পিটার্সবার্গ ▪ হেলসিঙ্কি ▪ স্টকহোম্ ▪ অসলো ▪ সোংডাল ▪ নর্‌হাইমসুন্দ ▪ গেইলো ▪ বার্গেন ▪ কোপেনহেগেন।
বিশেষ আকর্ষণ: হেলসিঙ্কি থেকে স্টকহোম্ এক রাত্রি ভাইকিং ক্রুজে ▪ অসলো থেকে কোপেনহেগেনে এক রাত্রি ডিএফ্‌ডিএস্ ক্রুজে ▪ তিন রাত্রি ফিওর্ডোস্ এলাকায়।
ঐতিহাসিক মিশর
১০ দিন
অন্তর্ভুক্ত: কায়রো ▪ আলেকজান্দ্রিয়া ▪ আসওয়ান ▪ লুক্সার ▪ কারনক ▪ স্টেপ পিরামিড (সাক্কারা) ▪ হারগুডা।
বিশেষ আকর্ষণ: নীল নদের লাক্সারী ক্রুজে ৪দিন ▪ আবু সিম্বল ▪ লাইট এন্ড সাউন্ড শো ▪ মামিজ্ রুম ▪ মহঃ আলি মস্ক ▪ তুতেন্ খামুনের মমি।
ইন্দোনেশিয়া-বালি
৮ দিন
অন্তর্ভুক্ত: জাকর্তা ▪ জোগ জাকর্তা ▪ বালি।
ইতিহাসের ইষ্ট ইউরোপ সাথে বালকান
১৫ দিন
অন্তর্ভুক্ত: বার্লিন ▪ ড্রেসডেন ▪ প্রাগ্ ▪ সলস্‌বার্গ ▪ ভিয়েনা ▪ ব্রাতিস্‌লাভা ▪ ক্রাকাও বুদাপেষ্ট ▪ লুবিয়ানা ▪ লেক ব্লেড ▪ প্লিতভিক ▪ জাগ্রেব।
বিশেষ আকর্ষণ: সাউন্ড অফ মিউজিক ও মোজার্ট ট্যুর ▪ অস্‌উইচ্ কনসেন্‌ট্রেশন ক্যাম্প ▪ সল্ট মাইন ট্যুর ▪ ট্রিগ্‌লভ ও প্লিতভিক্ ন্যাশনাল পার্ক।
প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত: বিমানভাড়া | ৩ স্টার/৪ স্টার হোটেল | খাওয়াদাওয়া | ভিসা ফি
দর্শনীয় স্থানের প্রবেশ মূল্য | বীমা (৬০বছর পর্যন্ত) | অভিজ্ঞ ম্যানেজার | টিপস্
goeverywhereholidays
go.everywhereholidays
Toll Free No.: 1800 121 442211

রোমাঞ্চকর রাশিয়া ও স্ক্যান্ডিনেভিয়া ভ্রমণের স্মৃতি রোমন্থনে মানস চ্যাটার্জী

26 May 2019, এমিরেটস-এর ফ্লাইটে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে দুবাই হয়ে আমরা মস্কো পৌঁছোই, সাতটা কুড়ি নাগাদ । আমাদের ট্যুর ম্যানেজার সায়ন দাস এর ব্যবস্থায় আমরা 22 জন ট্যুরিস্ট ছিলাম। তারপর আমরা সিটি ট্যুর স্টার্ট করে ছোট বেলায় পড়া সেই হিস্টোরিক্যাল রেড স্কোয়ার-এ পৌঁছলাম । সেন্ট ব্যাসিল ক্যাথিড্রাল, লেলিন মুসোলিয়াম দেখলাম যা কখনোই ভোলা যায় না।

সেন্ট ব্যাসিল ক্যাথিড্রাল, লেলিন মুসোলিয়াম দেখলাম যা কখনোই ভোলা যায় না।

প্রায় 100 বছর লেলিনের মমি যেভাবে রাখা আছে সত্যিই অদ্ভুত এবং সুন্দর । তারপর আমরা হোটেলে আসি । দ্বিতীয় দিনে আমরা মস্কো আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো দেখি যা সত্যিই খুব সুন্দর। প্রায় 50/60 সেকেন্ডের মধ্যে একটি করে ট্রেন আসছে। আমরা সবাই সেই ট্রেনে চড়ে কয়েকটি স্টেশনে যাই এবং ফিরে আসি। এত সুন্দর সুন্দর স্ট্যাচু আছে সেই স্টেশন গুলির মধ্যে যা সত্যি ভোলা যায় না । পরের দিন আমরা সেন্ট পিটার্সবার্গের উদ্দেশ্যে রওনা দিই । স্যাপসন ট্রেন উপভোগ করি এবং দু'পাশে এত সুন্দর সিনিক বিউটি যা দেখতে দেখতে আমরা হোটেলে এসে উঠি । তারপর সন্ধ্যায় ওয়ার্ল্ড ফেমাস রাশিয়ান ব্যালে শো দেখতে যাই ।

Tallink Silja Cruise এত বৃহৎ যা দেখার মত । মনে হচ্ছিল যে একটি মিনি শহর বাল্টিক সি এর উপর দিয়ে চলেছে

মিউজিকের তালে তালে যখন ব্যালে শো আরম্ভ হলো তা সত্যি নয়নাভিরাম এবং বহু বছর মনে থাকবে । পরেরদিন হার্মিটেজ মিউজিয়াম, পিটার এন্ড পল ফর্ট্রেস, সেন্ট আইজাক ক্যাথিড্রাল ভিজিট করলাম যা সত্যিই অপূর্ব । ফিফথ ডে আমরা অ্যালেগ্রো ট্রেনে করে পৌঁছলাম ফিনল্যান্ডের ক্যাপিটাল হেলসিঙ্কি তে । পৌঁছেই আমরা ওয়ার্ল্ড ফেমাস সিবেলিয়াস মনুমেন্ট দেখলাম। এই মনুমেন্ট তৈরি করেছিলেন জন সিবেলিয়াস । তারপর সেন্ট নিকোলাস চার্চ দেখে আমরা Tallink Silja Cruise-এ উঠলাম এবং স্টকহোমের পথে রওনা হলাম । টালিঙ্ক সিলজা ক্রুজ এত বৃহৎ যা দেখার মত | মনে হচ্ছিল যে একটি মিনি শহর বাল্টিক সি এর উপর দিয়ে চলেছে । সাড়ে সাতটায় ডিনার করে আমরা কিছু শপিং করলাম, বিশেষ করে এই ক্রুজের রুমগুলো এত বড় এবং উইন্ডো থেকে দেখা যাচ্ছিল অসাধারণ দৃশ্য ।পরের দিন ব্রেকফাস্ট করে নেমে পড়লাম ক্রুজ থেকে । ভিজিট করলাম ফেমাস রয়্যাল থিয়েটার, স্টকহোম ক্যাথিড্রাল, গামলা স্ট্যান এবং নোবেল মিউজিয়াম যা মনে করিয়ে দিলো নোবেল প্রাইজ জয়ী ভারতীয়দের কথা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমর্ত্য সেন, সিভি রমন এবং প্রমূখ। খুবই গর্বিত লাগছিল একজন ভারতীয় হিসেবে নিজেকে ভেবে। নোবেল মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে তার সামনে আমরা সবাই বেঞ্চে বসে কিছু হালকা খাওয়া-দাওয়া করে নিলাম। এবং অনেকক্ষণ সময় কাটালাম ।খুবই ভালো লাগছিল ওখানকার লোকাল মানুষ ও টুরিস্টদের দেখে। অনেক দোকান খোলা ছিল। সেখানে হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ায় আমরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে গেলাম, আবার একত্রিত হয়ে হোটেলের দিকে রওনা হোলাম। আমরা পরেরদিন চেক আউট করে আমরা অসলো র উদ্দেশ্যে রওনা হোলাম। পরেরদিন ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা Sogndal রওনা দিলাম। পথের দুদিকে অপরূপ সিনিক বিউটি দেখতে দেখতে হোটেলে পৌঁছে গেলাম। ভ্যালির মধ্যে এই হোটেল এবং মনোরম দৃশ্য আমাদের অভিভূত করল।

পরের দিন আমরা ব্রেকফাস্ট করে মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে Sognefjord ক্রুজ এ করে ঘুরে এসে আমরা ফ্ল্যাম রেলওয়ে করে গ্লেসিয়ার, ভিলেজ, হিল এবং মনোরম দৃশ্য দেখলাম যা সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করেছিল। হঠাৎ করে এক অ্যানাউন্সমেন্ট শুনলাম তাতে বলা হলো ট্রেনটি মাত্র 5 মিনিট দাড়াবে আমরা তড়িঘড়ি করে নামার পর যে দৃশ্য দেখলাম তা বোধহয় কোনদিন ভুলবো না। অনেক উঁচু থেকে ওয়াটারফল নিচে নেমে আসছে এবং সেই জলের বিন্দু কনা আমাদের শরীরে এসে পড়ছে এবং তার সাথে সাথে উঁচু পাহাড়ের উপর মিউজিক এর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে এবং তার সাথে এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলা লাল ফ্রক পড়ে নৃত্য করছে যা আমি কোনদিন ভুলবো না । সবাই ক্যামেরাবন্দি করলাম সেই দৃশ্য। তারপর আমরা ট্রেনে উঠে আবার রওনা হলাম হোটেলের দিকে | তারপর ডিনার সেরে রুমে এলাম। পরেরদিন ব্রেকফাস্ট সেরে Bergen ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সিটি পায়ে হেঁটে সিটি ট্যুর করলাম। ওয়ার্ল্ড ফেমাস Funicular ট্রেনে চড়ে আমরা 2769 ফুট উপরে গেলাম, এবং পুরো শহরের দৃশ্য দেখলাম, তার সাথে Sea side দেখলাম, তারপর আমরা নিচে নেমে এসে হোটেলে ফিরে এলাম এবং ডিনার করে রেস্ট নিলাম। পরের দিন আমরা Norheimsund থেকে গেইলো রওনা হলাম এবং রাস্তার দুধারে অদ্ভুত glaciers এবং frozen lake দেখলাম কয়েক মাইল ধরে। দেখার পর মনে হল আমরা স্বর্গীয় দৃশ্য দেখলাম এবং বিশাল আকারের ওয়াটারফল দর্শন করলাম এবং ক্যামেরাবন্দি করলাম সেই সব সুন্দর মুহূর্তগুলি ।

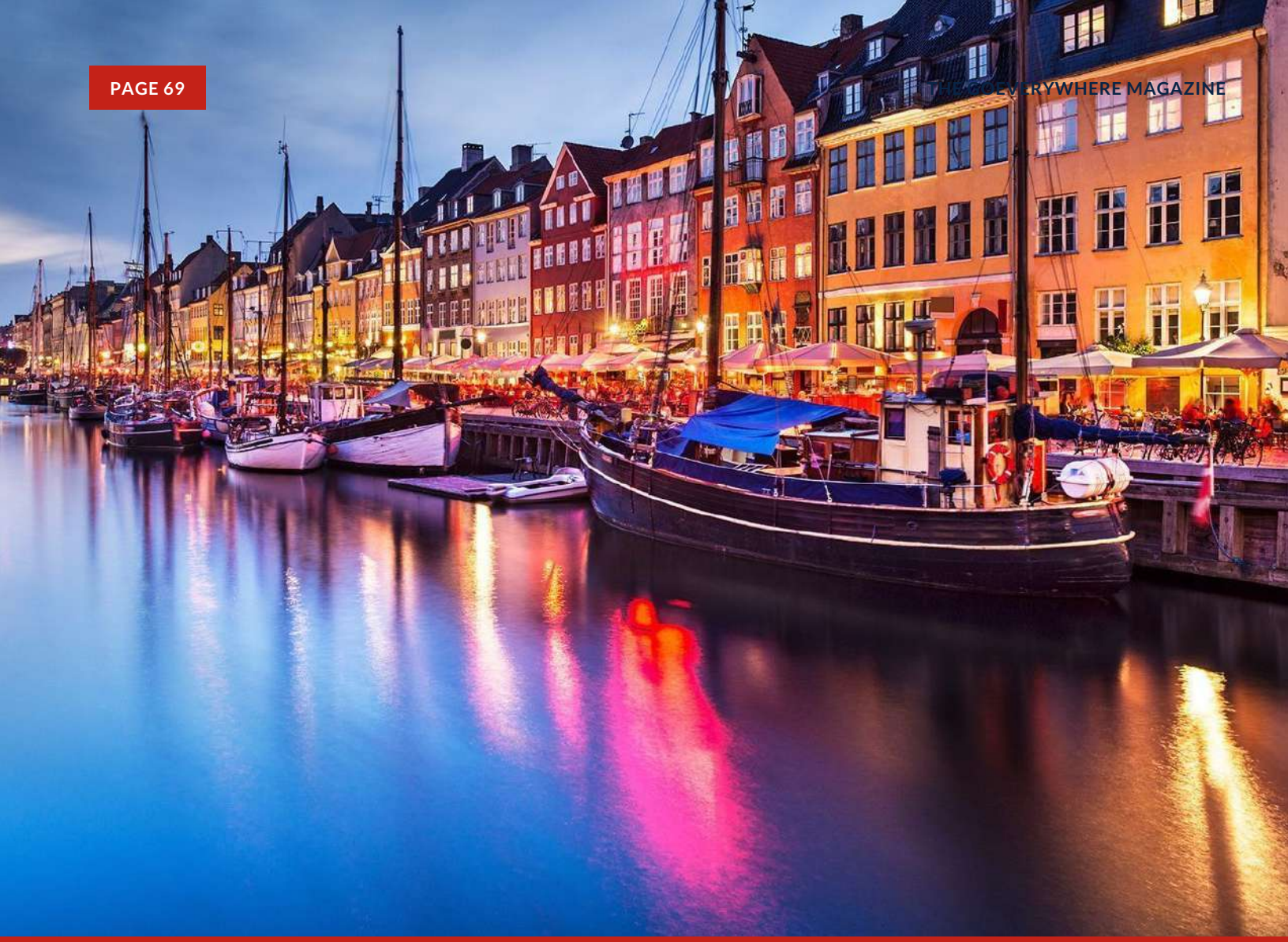

পরের দিন গেইলো থেকে OSLO আসি সেই মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে। তারপর D.F.D.S Cruise করে Overnight জার্নি করে North sea এর উপর দিয়ে কোপেনহেগেনের উদ্দেশ্যে রওনা দিই ।

হোটেলে চেক ইন করে রুমে গেলাম, রাত যত বাড়ছে সূর্য আর যেন ডুবতে চায়না, প্রায় 11:15 থেকে 11 টা 30 নাগাদ সানসেট হল, সারারাত আকাশে আলোর ছটা ছিল ।

পরের দিন গেইলো থেকে OSLO আসি সেই মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে। তারপর D.F.D.S Cruise করে Overnight জার্নি করে North sea এর উপর দিয়ে কোপেনহেগেনের উদ্দেশ্যে রওনা দিই । মনে আছে ডেকের ওপর অনেকটা সময় কাটিয়ে ছিলাম সেদিন। পরেরদিন কোপেনহেগেনে নেমে আমরা মৎস্যকন্যা (little mermaid) দেখি এবং সিটি ট্যুর করি। সিটি ট্যুর-এ অনেকটা সময় কাটিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে আসি।পরের দিন আমরা কোপেনহেগেন থেকে ব্রেকফাস্ট সেরে চেক আউট করে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিই কলকাতা ফেরার জন্য । ষোলোটা দিন যে কিভাবে কেটে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না। জীবনে এক বড় অনুভূতি সংগ্রহ করলাম এই রাশিয়া এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়া ভ্রমণ থেকে।Thanks to Go Everywhere Tours and Travels ।

অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে ছুটি কাটিয়ে এলেন বিপ্লবাদিত্য বাসু

সময় সেখানে শুরু, ভুলেও আর পূর্বদিকে যাওয়া যাবে না, গেলেই বয়স যাবে একদিন কমে, সেই নিউজিল্যান্ডে আমি সপরিবারে গিয়েছিলাম ২০২০-র মার্চে। এই শীতে এক বিকেলে এলো পাপান ঘোষের ফোন। পাপান ঘোষ, Go Everywhere-এর কর্ণধার। 'যাবেন নাকি আমাদের সাথে', "কোথায় ?" জায়গার নাম শুনে এক পায়ে খাড়া। অপরূপ ভূপ্রকৃতি, মাইলের পর মাইল দিগন্ত বিস্তৃত তৃণভূমি, পাইন, বিচিত্র সব উইলো তার সীমারেখা টানে। আরো পিছনে দিগন্ত জুড়ে পাহাড়, লেক বা সমুদ্র।

অপরূপ ভূপ্রকৃতি, মাইলের পর মাইল দিগন্ত বিস্তৃত তৃণভূমি, পাইন, বিচিত্র সব উইলো তার সীমারেখা টানে।

সিডনী থেকে Queenstown ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট Virgin Australia-য় মাত্র সাড়ে তিন ঘন্টার জার্নি। নিউজিল্যান্ডে আছে পৃথিবীর প্রথম এভারেস্ট জয়ী স্যার এডমন্ড হিলারীর হোম মাউন্টেন, মাউন্ট কুক, সৌন্দর্যে অতুলনীয়। আর তার সামনে বিশাল হ্রদ, লেক পুকাকি। তাজমহল না দেখলে যেমন ভারতদর্শন শেষ হয় না। তেমনই নিউজিল্যান্ড দর্শন শেষ হয় না মিলফোর্ড সাউন্ড না দেখলে। মিলফোর্ড সাউন্ডের সাথে আমাদের দক্ষিণ নিউজিল্যান্ড দেখা শেষ। আবার একটা ছোট্ট বিমান যাত্রা।

আগের পাতার পরে...

পরের দিন যাওয়া হল মাউরিদের গ্রামে, রোদে ভাজা বসন্ত দুপুরে ।

পৌঁছলাম উত্তরের সবচেয়ে বড় শহর অকল্যান্ড-এ। সেখান থেকে একটু detour করে Waitomo ঘুরে পৌঁছলাম মাউরি প্রধান শহর রোটোরুয়ায় ।

Waitomo-তে আছে জীববিজ্ঞানের অন্যতম wonder, গ্লোওয়ার্ম কেভস্। পরের দিন যাওয়া হল মাউরিদের গ্রামে, রোদে ভাজা বসন্ত দুপুরে । আমাদের নিউজিল্যান্ড ভ্রমণ শেষ হয় অকল্যান্ড ভ্রমণের সাথে । অকল্যান্ড-এ দেখার আছে টাওয়ার, বীচ আর না-দেখলে জীবন বৃথা সেই অতি বিখ্যাত কেলি টার্লটনের সি অ্যাকুয়ারিয়াম।ধন্যবাদ, Go Everywhere-এর কর্ণধার পাপান ঘোষ মহাশয়কে, আমাকে এই ট্যুরে ধাক্কা দিয়ে ঢোকানোর জন্য এবং ন্যায্য দাম নেবার জন্য । ধন্যবাদ সায়ন, আমাদের ট্যুর ম্যানেজার, বাচ্চা ছেলে, বুড়ো-বুড়িদের দায়িত্ব শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত শক্ত হাতে সামলে ছিল।

Go Everywhere এর সাথে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড বেরিয়ে এক অনন্য অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন সৌমিত্র রায় চৌধুরী

আমাদের এই প্রথম বিদেশ যাত্রার স্মৃতি আমাদের কাছে বহু আনন্দের সাক্ষী হয়ে থাকবে আগামী দিনে।

Go Everywhere এর সাথে বেড়াতে যাওয়া আমাদের কাছে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। আমি ও আমার পরিবার মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড ট্যুরটা Go Everywhere এর সাথে দারুন উপভোগ করেছি।এই সংস্থা ফ্লাইট সহ যাবতীয় পরিবহন ব্যবস্থা, ঘোরা, থাকা, খাওয়া-দাওয়া, সমস্ত ব্যবস্থাপনাই একেবারে নিখুঁত পরিকল্পনায় সংগঠিত করেছিল। আমি ও আমার স্ত্রী, আমাদের বিবাহিত জীবনের ২৫তম বছরটা আনন্দের সাথে ওদের সাহায্যে পাটায়াতে উদযাপন করেছি যেটা মনে হয়েছে "icing on the cake" | আমাদের এই প্রথম বিদেশ যাত্রার স্মৃতি আমাদের কাছে বহু আনন্দের সাক্ষী হয়ে থাকবে আগামী দিনে।

অধ্যাপক দিলীপ কুমার দে এর ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া পর্ব

সাধারণ মানুষ, অসাধারণ দেশ, আমাদের মতই খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের বাস, সাহেব সুবাদের নয়। কিন্তু অসাধারণ সব জিনিস দেখে, মন ভরে যায় ভ্রমণপিপাসুদের।দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ছোট দুটো দেশের কথা একটু বলছি, সেগুলো হল কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম। ধান ক্ষেতের মাঠ, নদী, নালা, ছোট পাহাড় ভরা সবুজ শ্যামল দেশগুলো। জোড় হাতে নমস্কার জানিয়ে সেসব দেশের মানুষ অভিবাদন করে, আমাদের মত মাছ-ভাত খায়, ভারতীয়দের আপন করে নেয়।কলকাতার 'Go Everywhere' নামক পর্যটন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আমাদের মত একদল পর্যটকদের নিয়ে গেছিলেন অভিজ্ঞ ট্যুর ম্যানেজার শ্রী ভাস্কর সেন।

ধান ক্ষেতের মাঠ, নদী, নালা, ছোট পাহাড় ভরা সবুজ শ্যামল দেশগুলো।

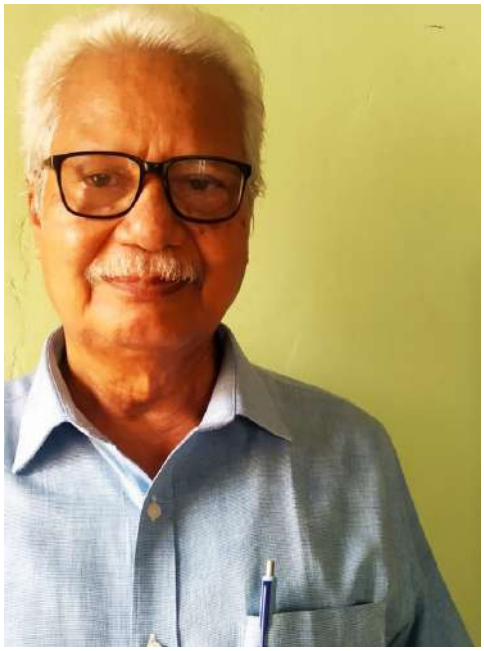

থাই বিমানে ব্যাঙ্কক হয়ে ২০২০-র ১৭ই ফেব্রুয়ারি সকালে কম্বোডিয়ার সিয়েম রিপ বিমান বন্দরে পৌঁছে, এক ফুলবাগান ঘেরা ছিমছাম হোটেলে উঠে মন ভরে গেল। 'সিয়েম রিপ' এর অর্থ শ্যামদেশকে হারিয়ে স্মারক শহর' । বিশ্রাম নিয়ে দুপুরের খাওয়ার পর গেলাম এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ মিষ্টি জলের হ্রদ 'টনলে স্যাপ' ভ্রমণে। ২৭০০ বর্গ কিলোমিটার বিশাল হ্রদের যতটুকু পারি ইঞ্জিনচালিত বড় নৌকোয় ঘুরে দেখলাম। তাতে রয়েছে জলের উপরে ভাসমান গ্রাম, স্কুল, রেস্তোরাঁ, মন্দির, গির্জা, মাছ ও কুমিরের খামার, এমনকি নানা ফুল ফলের বাগান । হ্রদের জল টনলি নদী দিয়ে গিয়ে মিশেছে মেকঙ নদীতে | সন্ধ্যার আগে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে বাসে করে চলে গেলাম 'আমাজন হল' |

সান্ধ্য ভোজনে (ডিনার) ২৩২ পদের আয়োজন।

অবাক বিস্ময়ে দেখলাম বিরাট মঞ্চের উপর ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী 'অপ্সরা নৃত্য', মহাভারত ও রামায়ণের নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় জমকালো পোষাকে নানা নৃত্য | সান্ধ্য ভোজনে (ডিনার) ২৩২ পদের আয়োজন। যার যা ভাল লাগে আর যতটুকু পারেন মাছ, মাংস, নিরামিস, এশিয়-ইউরোপীয় চব্ব-চোষ্য খেয়ে নিন, সাথে ধ্রুপদী নৃত্য দেখুন। এমন আজব ডিনার আর কোন দেশে দেখিনি। পরিচ্ছন্ন, শৃঙ্খলাবদ্ধ, আলোকিত, বিশালাকার ব্যবস্থা। দ্বিতীয় দিন ভোরে উঠে বাসে গিয়ে সারাদিনের জন্য টিকিট কেটে (জন প্রতি ৩৭ ইউএস ডলার) সূর্যোদয় দেখতে 'অঙ্কর ওয়াট' বা 'নগর মন্দির ক্ষেত্র' পরিখার সামনে গেলাম। দেখলাম শত শত মানুষ বসে আছেন ভোরের হাওয়ায় মন্দিরের পেছন দিক থেকে হওয়া সূর্যোদয়ের আগুনে লাল হয়ে যাওয়া আকাশ দেখার জন্য।

দ্বাদশ শতাব্দীর তৈরি ৪০২ একর জমির উপর পৃথিবীর বৃহত্তম এই হিন্দু-বৌদ্ধ মন্দির, রক্তিমাভায় অপরূপ হয়ে উঠলো। অগনিত মানুষ হাততালি দিয়ে সে দৃশ্যকে স্বাগত জানালেন। তারপর হোটেলে ফিরে স্নান ও প্রাতরাশ সেরে প্রাচীন বৃক্ষ বেষ্টিত, শিল্প, সুষমাযুক্ত নানা ছোটবড় পরিকাঠামো ও বাড়িঘর, 'আঙ্কোর থম', 'বেয়ন' মন্দির সহ বিশাল বিশাল মন্দির দেখে মধ্যাহ্নভোজন করে পরিখা বেষ্টিত অঙ্কর ভাট মন্দির ক্ষেত্রে ঢুকলাম। এটি ১২ শতকের রাজা সূর্য বর্মনের তৈরি সর্ববৃহৎ বিষ্ণু মন্দির, স্তরে স্তরে স্থাপিত | মহাভারত ও রামায়ণের সম্পূর্ণ কাহিনী খোদাই করে চিত্রিত | আকারে ও বৈশিষ্ট্যে অতুলনীয়। পরে কম্বোজ বা কম্বোডিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিস্তার হলে ঐ একই মন্দিরে বুদ্ধ দেবের মূর্তিও স্থাপিত হয়। এখানে বিয়ের একটি অনুষ্ঠান দেখলাম। বিষ্ণু ও বুদ্ধ দুজনকেই সাক্ষী রেখে বিয়ের পর্ব চলে। দুটি ধর্মের সমন্বয়ে কম্বোডিয়া বাসীদের লৌকিক সংস্কৃতি। কম্বোডিয়ায় নানা পসরা সাজানো মাঝারি দোকানগুলো স্থানীয় কারেন্সি 'রিয়ল' ছাড়াও ইউ-এস ডলার ও ভারতীয় টাকা নেয়। অনেকে দু চাকার স্কুটার, মোপেড ও মোটর সাইকেলের সাথে দু চাকার যাত্রীবাহী ট্রেলার লাগিয়ে টাকা রোজগার করে। মালপত্রও বয়ে নিয়ে যায় সহজে।

পেছনের ট্রেলার খুলে রেখে ঐ স্কুটার নিয়ে আবার অফিসে যায়। দ্বিচক্রযানকে মাল্টি পারপাস করতে প্রথম দেখলাম। কম্বোডিয়ায় ভাষা, সংস্কৃতি, মানুষের চেহারা অনেকটা আসামের বরাক উপত্যকার 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' জনগোষ্ঠীর সাথে মিলে যায় । কম্বোডিয়ার পাশেই ভিয়েতনাম, লড়াকু মানুষের দেশ। নমস্কার করে অভিবাদন জানায় | কৃষিপ্রধান এই দেশের স্বাধীনচেতা মানুষ, দশকের পর দশক ফ্রান্স ও আমেরিকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, বিপ্লবী কমরেড হো চি মিন এর নেতৃত্বে তীব্র যুদ্ধ করে দেশটাকে মুক্ত করেছেন। এখন দেশ পুনর্গঠনে ব্যস্ত | সে দেশ ভ্রমণের সময় প্রশান্ত মহাসাগরীয় 'Ha Long Bay' তে অপূর্ব নৈসর্গিক পরিবেশ উপভোগ করতে জাহাজে থাকলাম দিন-রাত | অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি নিয়ে আমাদের গোটা দল ফিরলাম। রাজধানী হ্যানয়ে কমরেড হো চি মিনের বাড়ি এক আন্তর্জাতিক তীর্থ স্থান । ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট 'হো' থাকতেন ছোট দু কামরার এক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর কোয়ার্টারে । দীর্ঘদিনের ব্যবহৃত ফরাসি আমলে তৈরি প্রাসাদ 'গভর্নর হাউসে' তিনি থাকেননি। প্রেসিডেন্ট হো চি মিন সেটিকে বিদেশি রাজকীয় অতিথিদের জন্য রেখে দিয়ে তাঁর ছোট্ট কুটিরে থেকেই দেশ চালিয়েছেন । সেটাই দেখতে সকাল থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ সসম্মানে লাইন দিয়ে দাড়ায় | মহান বিপ্লবী ও আপোষহীন যোদ্ধা কমরেড হো চি মিনের স্মৃতি মন্দির দেখতে যেতে হবে প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে ।

আমাদের দেখতে নিয়ে যাওয়া হল বিস্ময় ভরা পরিত্যক্ত কিন্তু সুরক্ষিত যুদ্ধ ক্ষেত্রে

সেখানে তার ঔষধ মাখানো পার্থিব দেহ শায়িত রয়েছে এক প্রশান্তির পরিবেশে। দীর্ঘ লাইনে নীরবে দাঁড়িয়ে একে একে কমরেড হো'কে নমস্কার, সেলাম জানিয়ে পেছনের প্রস্ফুটিত পুষ্পভরা বাগানের মধ্য দিয়ে হেটে চলে আসতে হয় । ঐ প্রসস্ত পথে কোন বাহন চলে না। বিমানে চলে এলাম দক্ষিণ ভিয়েতনামের সায়গনে, বর্তমান নাম 'হো চি মিন সিটি' | নেতাজির আজাদ হিন্দ সরকারের শেষ কার্যালয় ছিল এখানকার হেড পোস্ট অফিস ভবনের দ্বিতলে । ঢুকলেই শিহরণ জাগে।

মনে হয় এখনই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সেনাপ্রধানের পোষাক পরে বেরিয়ে আসবেন 'জয় হিন্দ' বলে। আমাদের দেখতে নিয়ে যাওয়া হল বিস্ময় ভরা পরিত্যক্ত কিন্তু সুরক্ষিত যুদ্ধ ক্ষেত্রে, যেখানে মাটির নীচে ত্রিস্তর বাঙ্কার রয়েছে। উপরে গাছ গাছড়া, জঙ্গলে পূর্ণ । সেখানে মাটির নীচে কেবল অস্ত্র শস্ত্র নয়, রয়েছে ছোট কারখানা, বিশ্রাম কক্ষ, সভাগৃহ, রান্না ও খাবার ঘর । উপর থেকে বুঝতে পারবেন না কিছুই। সেখান থেকে বীর ভিয়েতনামী যোদ্ধারা প্রবল সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়েছেন বছরের পর বছর। এক অসাধারণ সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় পুলকিত হতে হয়। হ্যাঁ, গ্রামেও গেছি আমরা, দুপুরে খেয়েছি গ্রামবাসীদের রান্না করা মাছ-ভাত | সমাদর পেয়েছি, মহিলারা গীত শুনিয়েছেন, আমাদের দেশের মতই আরো কিছু খেতে বলেছেন। এরা বড়ই পরিশ্রমী জাতি, কিন্তু খুব বিনয়ী ।

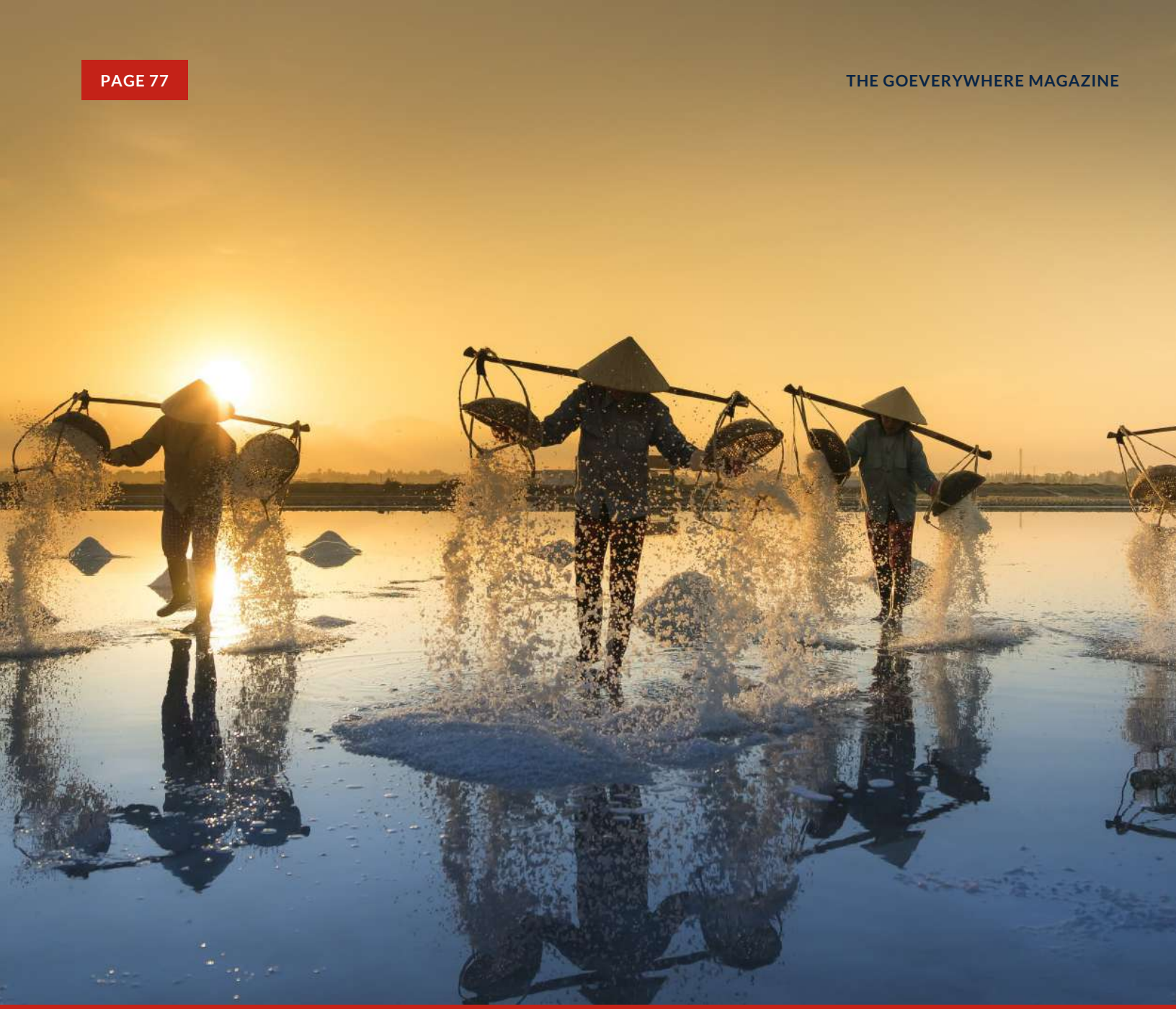

ভিয়েতনামের বৈশিষ্ট্য আমাকে এতটাই মুগ্ধ করেছে যে বলতে পারি 'ভিয়েতনাম - তুমি অতুলনীয় সংগ্রামীর দেশ, তোমাকে দেখতেই হয়'।

ফল ফুলে ভরা পরিচ্ছন্ন গ্রাম । বিশাল মেকং নদীর মোহনায় ছোট জাহাজে, কখনো নৌকায় ভ্রমণ করে, মাছ ধরা দেখে আনন্দে ভরা মন নিয়ে ফিরেছি। ওরা কাজ করে খেটে খায়। ভিক্ষা করে না। সারা দেশে একজনকেও ভিক্ষা করতে দেখিনি।পড়াশোনার উপর খুব জোর দিচ্ছে সরকার । ভিয়েতনামের দ্রুত অগ্রগতির পথ কেউ রোধ করতে পারবে না । ইউরোপীয় অনেক দেশে গেছি, আমেরিকায়ও ঘুরেছি। কিন্তু ভিয়েতনামের বৈশিষ্ট্য আমাকে এতটাই মুগ্ধ করেছে যে বলতে পারি 'ভিয়েতনাম - তুমি অতুলনীয় সংগ্রামীর দেশ, তোমাকে দেখতেই হয়'।

জর্ডান ও ইজরায়েল এবং মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুর-থাইল্যান্ড বেড়ানোর অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন সুনন্দা দাশগুপ্ত

2019 সালের নভেম্বরে আমি সুনন্দা দাশগুপ্ত ও আমার স্বামী শ্রী দিলীপ দাশগুপ্ত Go Everywhere Tours & Travels এর সাথে জর্ডান-ইজরায়েল বেড়াতে গিয়েছিলাম, আবার 2020 ফেব্রুয়ারি-তে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর-এই তিনটি দেশ ওদের সাথেই বেড়াতে যাই । সেই সুন্দর অভিজ্ঞতা আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি।

ওনারা যতটা সম্ভব বয়স্ক মানুষদের উপযোগী করে *itinerary* তৈরী করেন, ফলে পথের কষ্ট অনেকটাই কমে যায়।

থাকা-খাওয়ার যথেষ্ট ভাল ব্যবস্থা তারা করেছিল এবং যেসব জায়গায় তারা হোটেলগুলো রেখেছিল, হোটেলগুলি ছিল খুবই ভালো এবং আরামদায়ক, যে বাসে আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ট্রাভেল করেছিলাম সেগুলো সব ছিল যথেষ্ট ভাল এবং কম্ফোর্টেবল। তাই আমাদের এইসব ব্যবস্থাপনা খুবই ভালো লেগেছে । ওনারা যতটা সম্ভব বয়স্ক মানুষদের উপযোগী করে itinerary তৈরী করেন, ফলে পথের কষ্ট অনেকটাই কমে যায়।

অবস্থা স্বাভাবিক হলে আমাদের আবার Go Everywhere-এর সাথে অন্য ট্যুরে যাওয়ার ইচ্ছা রইল।

ভাস্কর বাবু আমাদের সাথে জর্ডান-ইসরাইল ট্যুর-এ গিয়েছিলেন এবং আমাদের সাথে সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া-থাইল্যান্ড-এ গিয়েছিলেন সৌম্যজিৎ, যথেষ্ট আন্তরিক এবং যত্নশীল হওয়াতে আমাদের ট্যুর এর অভিজ্ঞতা খুবই ভাল হয়েছে, অবস্থা স্বাভাবিক হলে আমাদের আবার Go Everywhere-এর সাথে অন্য ট্যুরে যাওয়ার ইচ্ছা রইল।

আগ্নেয়গিরির দেশ: ইন্দোনেশিয়ায় সদলবলে ভ্রমণ

- তাপস কুমার রায়

যদিও দেশটার নাম ইন্দোনেশিয়া কিন্তু আসলে নাম হওয়া উচিৎ ছিল আগ্নেয়গিরির দেশ, ১২৭ টি আগ্নেয়গিরি ও ছোটো বড়ো ১৭ হাজার দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত দেশ। দেশটির নাম এক জার্মান ভৌগোলিক ১৮৮৪ সালে ইন্দোনেশিয়া রাখেন, গ্রীক শব্দ ইন্দোস মানে ইন্ডিয়া এবং নিশোস মানে দ্বীপ, ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দ্বীপ রাষ্ট্র হিসাবে এই নাম।
আমরা সদলবলে পৌঁছালাম রাজধানী শহর জাকার্তায়, এবার আমাদের সহায়ক ভ্রমন সংস্থা Go Everywhere, বিমানবন্দরের নাম সুকর্ণ হাট্টা, দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ ও উপরাষ্ট্রপতি হাট্টার নামে নামকরণ।

Komodo Indonesian Fauna Museum And Reptile Park, এটা দেশের লুপ্তপ্রায় প্রাণীদের সংরক্ষণের উদ্যান

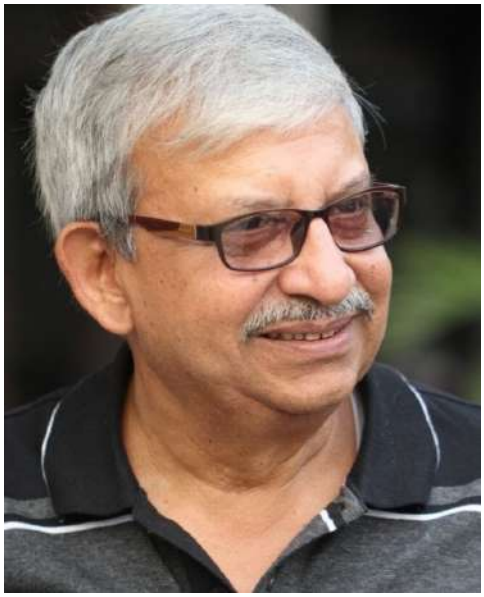

দেশটি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে ২৭.১২.১৯৪৯ সালে, দেশের রাষ্ট্রীয় মূলভাব হলো স্থানীয় ভাষায় Bhinneka Tunggallka মানে "অনেক মত কিন্তু ঐক্যে এক"।আমরা বেরিয়ে পড়লাম শহরের দ্রষ্টব্য স্থান গুলো দেখার উদ্দেশ্যে, প্রথমেই জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ, এটি মারদেকা স্কোয়ারে অবস্থিত, দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ের স্মৃতি বহন করে, উচ্চতা ৪৩৩ ফুট । ওখান থেকে গেলাম Komodo Indonesian Fauna Museum And Reptile Park, এটা দেশের লুপ্তপ্রায় প্রাণীদের সংরক্ষণের উদ্যান, বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত উল্লেখযোগ্য প্রাণীদের মধ্যে আছে কমোডো ড্রাগন, বাবিরুসা বা ডিয়ার পিগ ও সুমাত্রার বাঘ।

পথে প্রচুর হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দেখে খুবই কৌতূহল হয়েছিল কারণ দেশটির জনসংখ্যার ৮৭ শতাংশ মানুষ মুসলমান সম্প্রদায়ের, স্থানীয় একজন কে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করাতে তার অবাক করার মত উত্তর ছিল যে "আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্যকে সন্মান করি, এর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই" ।

এরপরে National Museum যেটা দুটো ভাগে বিভক্ত, একটা Gedung Gajah দ্বিতীয়টা Gedung Arca দেখে পৌঁছালাম Glodok স্থানীয় নাম Pecinan অথবা চায়না টাউন। শেষে Kota Intan Drawbridge | দিনের শেষে ক্লান্ত শরীরে হোটেলে ফেরা।পথে প্রচুর হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দেখে খুবই কৌতূহল হয়েছিল কারণ দেশটির জনসংখ্যার ৮৭ শতাংশ মানুষ মুসলমান সম্প্রদায়ের, স্থানীয় একজন কে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করাতে তার অবাক করার মত উত্তর ছিল যে "আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্যকে সন্মান করি, এর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই" । এরপর মিনি ইন্দোনেশিয়া, এখানে দেশের ২৬ টি প্রদেশের সংস্কৃতি সংরক্ষিত।

পরের দিন প্রত্যুষে বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির বরবুদুর এবং মন্দিরের ওপর থেকে সূর্যোদয় দর্শন, মন্দিরটিতে ৫০৪ টি বুদ্ধের মূর্তি আছে এবং উচ্চতা ৩৮৭ ফুট।

পরের গন্তব্য স্থান Tangkuban Perahu আগ্নেয়গিরি দর্শন, এটি অবস্থিত Bandung শহরের ৩০ কিলোমিটার উত্তরে, পরবর্তী পর্যায়ে Crater's Revitalizing Hot Spring এ স্নান।

পরেরদিন রেল যাত্রা এবং যাত্রা শেষে যোগজাকার্তা শহর। পৌঁছে বিখ্যাত রামায়ণ ব্যালে দর্শন। পরের দিন প্রত্যুষে বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির বরবুদুর এবং মন্দিরের ওপর থেকে সূর্যোদয় দর্শন, মন্দিরটিতে ৫০৪ টি বুদ্ধের মূর্তি আছে এবং উচ্চতা ৩৮৭ ফুট।

মন্দির থেকে বেড়িয়ে সুলতানের প্রাসাদ Kraton দেখে বিখ্যাত হিন্দু মন্দির প্রামবানান যার স্থানীয় নাম Rara Jonggrang-এ প্রবেশ, এখানে আছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং তাঁদের বাহন যথাক্রমে রাজহাঁস, গরুর ও নন্দীর মূর্তি। পরের গন্তব্য স্থান মঞ্জুশ্রী গ্রাহা বা ক্যান্ডি শিউ, এটি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বুদ্ধ মন্দির, দিনের শেষে হোটেলে প্রত্যাবর্তন। সকালে যোগজাকার্তার বিমানবন্দর Adisucipto Airport থেকে বিমানে বালি দ্বীপের Denpasar বিমানবন্দরে অবতরণ । হোটেলে মালপত্র রেখে সোজা বালির বিখ্যাত সমুদ্র সৈকত নুসা দূয়ার তটে। বাস থেকে নামতেই স্থানীয় মহিলাদের একজন ফুলের মালা পরিয়ে আমাদের স্বাগত জানালেন, সেটা এক অপূর্ব অনুভূতি। সমুদ্র সৈকতে বেশ কিছু সময় কাটিয়ে পৌঁছালাম Taman Ayan মন্দিরে, মন্দিরটি নয় তলা এবং নটি ছাদওয়ালা । মন্দিরের রীতি মেনে একটুকরো কাপড় কোমরে জড়িয়ে প্রবেশ।

Tanah Lot মন্দির, বালি দ্বীপের সমুদ্র তীরে এক খন্ড পাথরের ওপর নির্মিত - এই মন্দিরটি সূর্যাস্ত দেখার স্থান হিসাবে বিখ্যাত।

এরপর Monkey Garden দেখে পৌঁছালাম Tanah Lot মন্দিরে, বালি দ্বীপের সমুদ্র তীরে এক খন্ড পাথরের ওপর নির্মিত - এই মন্দিরটি সূর্যাস্ত দেখার স্থান হিসাবে বিখ্যাত। দিনের শেষে কিছু বিখ্যাত বাটিকের কর্মশালা থেকে জামাকাপড় ও কিছু স্থানীয় দ্রষ্টব্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করে হোটেলে প্রবেশ। পরের দিন কিন্তামানি গ্রাম এবং বাটুর পর্বত ও বাটুর সরোবরের দৃশ্য অবলোকন । এখানকার স্থানীয় রেস্তোরাঁয় ভোজন ও স্থানীয় মানুষজনের আপ্যায়নের কথা চিরকাল মনে থাকবে । পরের গন্তব্য স্থান উবুদ গ্রাম ও ব্যারং নৃত্য দর্শন, এই ব্যারং নাচের বিষয় বস্তু হলো শুভ শক্তির সাথে অশুভ শক্তির সংঘাত | এই কাল্পনিক ব্যারং প্রাণীটির অর্ধেক রোমশ কুকুরের, বাকী অর্ধেক সিংহের মত, দুজন মানুষ এই আকৃতির মুখোশ পরে অভিনয় করে । ওখান থেকে চেলুগ গ্রাম, বিখ্যাত সোনা,রুপো এবং কাঠের খোদাই এর কারুকার্যের জন্য। এরপর Tirta Empul মন্দির, এই মন্দিরের ভেতর প্রবাহিত ঝর্নার জল স্থানীয় হিন্দুদের কাছে খুবই পবিত্র। এটাই ছিল এই যাত্রার শেষ রজনী। পরেরদিন দেশে ফেরার বিমান ধরা, সাথে নিয়ে এলাম অনেক স্মৃতি ও কিছু নতুন মানুষের বন্ধুত্ব।

মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ডের অনবদ্য ট্যুরে মিহির গাঙ্গুলী

আমাদের গত ফেব্রুয়ারি মাসে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড ট্যুর টা খুবই সুন্দর হয়েছিল । এটি ছিল 10 দিনের ট্যুর । এই ট্যুরে আমরা অনেকগুলি জায়গায় গিয়েছিলাম। তার মধ্যে মালয়েশিয়ায় একটি জায়গা আমার খুবই অনবদ্য লেগেছে । জায়গাটির নাম Genting হাইল্যান্ড । জায়গাটি পুরোটাই পাহাড়ের উপরিস্থিত । কি নেই সেখানে, Ropeway করে উপরে যেতে হয়, দেখার মত জায়গা। এছাড়া আমি বলতে চাই সিঙ্গাপুরের ইউনিভার্সাল স্টুডিওর কথা যাতে আছে বিভিন্ন Zone | সেই প্রত্যেকটি Zone - এর মধ্যেও অনেক fun অ্যাক্টিভিটি ছিল যেগুলো আমরা খুব উপভোগ করেছি সবাই মিলে । আমাদের গ্রুপের সবাই খুব ভালো ছিলেন এবং প্রতিটি দেশের tour guide দেরও খুব ভালো পেয়েছিলাম। আর আমাদের সাথে যিনি Tour manager ছিলেন সৌম্যজিৎ, ওনার কথা আগে বলা দরকার।

দশটা দিন যে কিভাবে কেটে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না । দারুণ ভাবে আমরা enjoy করেছি। Thanks to " Go Everywhere " .

প্রত্যেক জনকে সমান ভাবে যত্ন নেওয়া, বিশেষ করে বেশী বয়সী যাঁরা ছিলেন ওনাদের একটু বিশেষ care নেওয়া ইত্যাদি, এটা আমার খুব ভালো লেগেছে। এটা আমার ও আমার স্ত্রীর প্রথম বিদেশ ভ্রমণ ছিল । দশটা দিন যে কিভাবে কেটে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না । দারুণ ভাবে আমরা enjoy করেছি। Thanks to " Go Everywhere " . আবার যদি কখনও সুযোগ হয় আমরা আবার আপনাদের সাথে বেড়াতে যাবো।

ঐতিহাসিক ইজিপ্ট-এ জুঁই মুখার্জী

প্রথমেই Go Everywhere Tours and Travels এর দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ভ্রমণ সংস্থা কে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।মাত্র দু বছর বয়সেই সংস্থাটি তার ব্যবস্থাপনার জন্য যথেষ্ট সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেছে ।Go Everywhere এর সঙ্গে আমার ভ্রমণ পর্ব একবারই। সংস্থার সদস্য শ্রী ভাস্কর সেন, যার পরিচালনায় আমার ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আছে, সেই পরিচিতি তে 2019 সালের ডিসেম্বর মাসে প্রাচীন ঐতিহাসিক দেশ, নীল নদের দেশ Egypt দেখার সিদ্ধান্ত নিই ।

ছোটবেলা থেকে পড়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য কে স্বচক্ষে দেখার জন্যই এই ভ্রমণের সিদ্ধান্ত, এছাড়া আমরা কর্তা-গিন্নি উভয়েই অবসরপ্রাপ্ত বরিষ্ঠ নাগরিক এবং ভারতবর্ষের সমস্ত দর্শনীয় স্থান ও দেশের প্রায় পুরোটাই আমাদের এই দীর্ঘ জীবনে আমরা দেখে ফেলেছি, তাই বর্তমানে বিদেশ ভ্রমণের মাধ্যমে ভ্রমণ তৃষ্ণা মিটিয়ে চলেছি। এবারে এই ট্যুরে আমার সঙ্গী ছিলেন রিতা চ্যাটার্জী এবং তার স্বামী প্রবীর চ্যাটার্জী । 2019 সালে এক শীতের ভোরে আমরা পৌঁছালাম কলকাতা বিমানবন্দরের আন্তর্জাতিক লাউঞ্জে। এমিরেটসে করে আমাদের যাত্রা শুরু | যাত্রা শুরুর আগে আমাদের বিমানের এক ঝাঁক সুন্দরী মেঘবালিকার সঙ্গে তাদের অনুমতি সাপেক্ষে ফটো তোলার লোভ সামলাতে পারিনি। মিশর সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় নীলনদ আর পিরামিডের দেশ মিশর ।

পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য গিজার পিরামিড, যার সম্বন্ধে ইতিহাসে পড়া ও কল্পনার জাল বোনা ছিল, এখন তা স্বচক্ষে দেখলাম।

যার আকর্ষণে আমাদের ছুটে যাওয়া মধ্যপ্রাচ্যের রাজাদের সমাধিস্থল, গিজার পিরামিড, মিশরীয় জাদুঘর ,মসজিদ ,নীল নদের তীরে গড়ে ওঠা সভ্যতা সব মিলিয়ে অসাধারণ এক ভ্রমণের দেশ মিশর। 24 শে ডিসেম্বর রাতে আমরা কায়রো পৌঁছলাম। আমরা নির্দিষ্ট বাসে করে বিলাসবহুল হোটেলে পৌঁছলাম।

পরের দিন সকাল থেকেই আমাদের দর্শনীয় স্থান দেখার শুরু, আমাদের তালিকাতে অসংখ্য জায়গা ছিল, সব এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না,কয়েকটি নাম আমি এখানে উল্লেখ করছি, পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য গিজার পিরামিড, যার সম্বন্ধে ইতিহাসে পড়া ও কল্পনার জাল বোনা ছিল, এখন তা স্বচক্ষে দেখলাম। অদ্ভুত রোমাঞ্চ, উত্তেজনা, আনন্দ ও মুগ্ধতায় অভিভূত হলাম । রাতে প্রচন্ড শীত-এ লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো' আমরা উপভোগ করলাম। মিশরেও যে এত ঠান্ডা হতে পারে সেটা আমার আগে কখনো জানা ছিল না। আমরা দেখেছি বিখ্যাত মিশরীয় জাদুঘর । ছোটবেলায় ইতিহাস বইতে পড়া বিভিন্ন ধরনের মমি, তুতেনখামেনের মমি, বিভিন্ন স্ট্যাচু, তুতেনখামেনের পিরামিড থেকে উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার ও আরো কতকিছু, যা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। কায়রোর খান Al-khalili বাজার দেখলাম যা অত্যন্ত বর্নময় ও প্রাণবন্ত। স্বল্প সময়ে সকলেই কিছু-না-কিছু কেনাকাটা করল ।

দেখেছি perfumery, papyrus কিভাবে তৈরি হয় ইত্যাদি অনেক কিছু। ছবির মত শহর আলেকজান্দ্রিয়া ও দেখলাম। দেখলাম পম্পেই পিলার ও সিটাডেল দুর্গ । কায়রো থেকে ফাস্ট ক্লাস ট্রেনে গেলাম আসোয়ান, রেল ভ্রমণ অনেক করেছি কিন্তু এই রেল ভ্রমণ ছিল সব দিক থেকে বিরল মধুর এক অভিজ্ঞতা, আসোয়ান থেকে বাসে করে গিয়ে আমাদের নীল নদের উপর ক্রুজ যাত্রা শুরু, পাঁচতারা বিলাসবহুল ক্রুজে চারদিন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অসাধারণ, অভূতপূর্ব, অনবদ্য বললেও কম বলা হয়। আমরা দেখলাম আবু সিম্বেল, মানুষের তৈরি সর্ববৃহৎ হ্রদ নাসের লেক, বিশাল আকার মূর্তি সহ বিভিন্ন মন্দির যেখানে পেলাম মিশরীয় সভ্যতা ও স্থাপত্যের নিদর্শন। ছোট ছোট ডিঙি নিয়ে ভাসমান বিক্রেতারা। রোজের বিনোদন ব্যবস্থা আমরা প্রাণভরে উপভোগ করেছি। আমরা দেখেছি কম অম্বো, এডফু temple,ভ্যালি অফ কিংস, আরো নানাবিধ দর্শনীয় স্থান যেগুলো সম্পর্কে সামান্য বর্ণনা দিলো যে দীর্ঘ প্রবন্ধ সৃষ্টি হবে, তা পড়ার মত ধৈর্য কারুর থাকবে না।

এক কথায় Go Everywhere এর সাথে মিশর ভ্রমণ এর অভিজ্ঞতা অসাধারণ। মিশরের বিভিন্ন দষ্টব্য স্থান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সাহারা মরুভূমির পাশ দিয়ে দীর্ঘ পথ যাওয়া, মরুভূমিতে সূর্যোদয় এগুলো মনে যথেষ্ট দাগ রাখবে, তার সঙ্গে ভালো লেগেছে আমাদের সদাহাস্যময় ম্যানেজার পলাশ সেন এর ব্যবহার এবং সহযোগিতা | গাইড Sahar-এর মিষ্টি ব্যবহার, তার গাইডেন্সের সম্পর্কে লিখে শেষ করা যাবে না | কিন্তু থেমে যেতে তো হবেই। তাই আরো একবার Go Everywhere এর জন্য শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা জানিয়ে শেষ করলাম।

মায়ানমার ভ্রমণের স্বপ্ন পূরণ হলো সমীরন মজুমদার - এর

বার্মায় 12 দিন। বার্মা (মায়ানমার) আর বাংলা নানা সূত্রে বাঁধা । বার্মাকে বাদ দিয়ে শরৎচন্দ্রের কথা ভাবাই যায় না। নানা জায়গায় ভ্রমণ করেও বাংলা আর ভারতের প্রতিবেশী দেশ বার্মায় যাবার কথা মনে হলেও, ভ্রমণ-সখা প্রতিষ্ঠানগুলো নজর দেয়নি বলে যাওয়া হয়ে ওঠে নি। 'Go Everywhere' এর সান্নিধ্যে ভ্রমণের স্বপ্ন পূরণ হলো। বার্মা, চিলির মতো বিশাল লম্বা, চওড়া কম। দীর্ঘ সমুদ্র উপকুল, আর উত্তরে ভারত ইতিহাসের বহুশ্রুত আরাকান জঙ্গল ।

বার্মা, চিলির মতো বিশাল লম্বা, চওড়া কম। দীর্ঘ সমুদ্র উপকুল, আর উত্তরে ভারত ইতিহাসের বহুশ্রুত আরাকান জঙ্গল ।

বার্মা বৃটিশ কলোনি ছিল বলে ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শা-কে বন্দী করে বার্মা আনা হয়েছিল। তার সমাধী ইয়াঙ্গনে আছে। মান্দালয়ে আছে সেই জেল যেখানে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কারারুদ্ধ করা হত । বৌদ্ধের দেশ বলে এখানে প্যাগোডা বহু রূপে আবির্ভূত | সম্পদ সম্ভারে, ভক্তি আড়ম্বরে ।

বাগান এক প্যাগোডা অঞ্চল, আঙ্করভাটের মতো সুবিশাল, বেলুন থেকে দৃষ্টিনন্দন। ইরাবতী নদীর প্রবাহ, আর সেখান থেকে সূর্যাস্ত দেখা এক নান্দনিক অনুভব।

বাগান এক প্যাগোডা অঞ্চল, আঙ্করভাটের মতো সুবিশাল, বেলুন থেকে দৃষ্টিনন্দন। ইরাবতী নদীর প্রবাহ, আর সেখান থেকে সূর্যাস্ত দেখা এক নান্দনিক অনুভব। ইন-লে লেক দর্শন ও ভ্রমণ মনে হয় প্রাকৃতিক ভেনিস । মানুষগুলো এখানে এত সরুল যে বিদেশ বোধ ভুলিয়ে দেয় । মেয়েরা চন্দনের মতো এক রকম গাছের ঘষা প্রলেপ মুখে মেখে কর্মজগতে স্বচ্ছন্দ। দক্ষিণের সমুদ্র সৈকত ও কোরাল থেকে উত্তরের অরণ্য যুক্ত, ভ্রমণ সুচী হবার মত দেশ বার্মা।

পাপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় -এর ইষ্ট ইউরোপ ও বলকান ভ্রমণ

অষ্ট্রিয়ার শৈলশহর Innsbruck থেকে জার্মানীর মিউনিখ শহর দু-ঘন্টার পথ। মাঝে Swarovski Crystal মিউজিয়াম ও শোরুম দেখে মিউনিখ-এ পৌঁছলাম তখন প্রায় দুপুর ১ টা। বাসে মিউনিখ শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে এক ইন্ডিয়ান রেস্তোরায় ডিনার করতে চলেছি সন্ধ্যাবেলায় তখনও সূর্যের আলো বেশ ভালোই রয়েছে। একটি locality-র মধ্যে দিয়ে যাবার সময় আমাদের বাসটি একটি ট্রাফিক সিগন্যাল-এ দাঁড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ বাসের জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম ফুটপাতে এক ভদ্রমহিলা Walker নিয়ে খুব আস্তে আস্তে হাঁটছে, দেখে মনে হল বয়স আশির ওপরেই হবে। খুব সুন্দর একটি লং স্কার্ট পড়েছেন, সাদা ধবধবে ফুলহাতা টপ, হাতে গলায় সুন্দর লেসের কাজ করা, পরিপাটি করে চুল বাঁধা মাথায় লেসের টুপী, গলায় ঝলমলে একটি রঙীন স্কার্ফ জড়ানো, ঠোঁটে লাল লিপস্টিক, কানে খুব সুন্দর সাদা পাথরের দুল, পায়ে কালো নিউকাট, সঙ্গে সাদা মোজা।

বাস চলেছে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে আর আমার মনটা পড়ে রইল ঐ বৃদ্ধার দিকে।

সেই ভদ্রমহিলার সাজগোজ দেখে মন থেকে খুব ভালো লাগলো। চলতে ফিরতে কষ্ট হলেও মুখে একটা আলতো হাসির ছোঁয়া লেগে রয়েছে। চওড়া ঝকঝকে ফুটপাত, খুব কম লোকই যাতায়াত করছে। এই বৃদ্ধা একাই Walker নিয়ে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছে, মুখে কোনো দুশ্চিন্তার ছাপ নেই। সিগন্যাল সবুজ হতেই আমাদের বাসটা চলতে শুরু করল আর চোখের নিমেষেই তিনি হারিয়ে গেলেন আমার দৃষ্টির আড়ালে। বাস চলেছে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে আর আমার মনটা পড়ে রইল ঐ বৃদ্ধার দিকে। তিনি যেন আমাদের এই বলে বার্তা দিতে চাইছেন - দেখ, এই বৃদ্ধ বয়সে আমি কি সুন্দরভাবে নিজেকে সাজিয়ে রাখতে পারি, এখনও আমি মানসিক ভাবে কত শক্ত ও স্বাবলম্বী। শেষ করছি এক বিখ্যাত ডাক্তারের একটি কথা দিয়ে 'বয়সকালে বাঁচার ইচ্ছে অনেক বেশী কাজ করে ঔষুধের চেয়ে।"

৯ দিনের 'Iconic Switzerland' -এর সফরে মানসী সেন

রূপসী সুইজারল্যান্ড দেখবার সুযোগ হলো দ্বিতীয় বার। প্রথমবার 2014 সালে ইউরোপ ভ্রমণে। পরের বার 2019 এ Go Everywhere Tours & Travels এর একটা বিশেষভাবে পরিকল্পিত ভ্রমণসূচী, ৯ দিনের 'Iconic Switzerland'-এর বিজ্ঞাপন দেখে পাপান ঘোষকে ফোন করলাম। ওদের অফিস থেকে সব ব্যবস্থা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।পাপানের তত্ত্বাবধানে 28 শে জুন আমরা পাড়ি দিলাম Emirates উড়ানে, Dubai হয়ে পৌঁছে গেলাম Geneva - বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সদর দফতর । এই শহরকে 'green city' বলা হয় কারণ 20% জমি উদ্যানের জন্য উৎসর্গ | জেনেভা হ্রদ ইউরোপের সর্ববৃহৎ অ্যালপাইন হ্রদ। পরের দিন আমরা Montreux এবং Vevey দেখে Lausanne পৌঁছালাম। Montreux হলো সুইস রিভিয়েরা । মধ্যযুগীয় কাসেল 'Chateau de Chillon' এ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হলো। Vevey পৌঁছে 'চ্যাপলিন ওয়ার্ল্ড ' ঘুরে দেখলাম। এখানে চার্লি চ্যাপলিন তাঁর জীবনের শেষ ভাগটা কাটিয়েছিলেন।

Lausanne এ আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির মুখ্য কার্যালয় । মিউজিয়াম, জেনেভা লেকের পাশে অলিম্পিক পার্ক ও দ্বাদশ শতাব্দীর গথিক চার্চ দেখলাম। পরের দিন Tasch পৌঁছে ব্যাটারি চালিত বাসে Fiesch থেকে Zermatt গেলাম। সেখান থেকে অত্যাধুনিক কেবল্ কার-এ চড়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম স্বর্গরাজ্য Matterhorn Glacier Paradise | Matterhorn -এর উচ্চতা 4478 মিটার। বরফের ভাস্কর্যে সাজানো হিমবাহ গুহা অসাধারণ। বরফের মধ্যে সারাদিন কাটিয়ে আমরা সন্ধ্যাবেলায় Fiesch এ, সুন্দর বুটিক হোটেলে, নিরিবিলি গ্রাম্য পরিবেশে রাত কাটালাম। পরের দিন আমাদের গন্তব্য Gstaad | সুইস আল্পসের Bernese Oberland এলাকায় একটা সুন্দর দিন কাটালাম।বিকেলে ফিরে এলাম হোটেল Fiescherhof এ, ডিনারে স্থানীয় সুস্বাদু সুইস খাবার খেলাম । এই Fiesch অঞ্চল সুইস আল্পসের Jungfrau-Aletsch এর UNESCO ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্থানের স্বীকৃতি পেয়েছে। সুইসদের অত্যন্ত জনপ্রিয় অবকাশ বিনোদনের জায়গা।

তার পরের দিন সুইজারল্যান্ডের রাজধানী Bern পৌঁছে, প্রাচীন ক্লক টাওয়ার, Zytglogge দেখলাম ।

পাহাড় ঘেরা দুটি হ্রদ, Lake Thun ও Lake Brienz এর মাঝের উপত্যকাই হলো ইন্টারলেকেন ।

Aare নদীর উপর রূপকথার মত সুন্দর শহরটির ওল্ড টাউনটিকে UNESCO ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ টাউন এর মর্যাদা দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন কয়েক বছর এখানে ছিলেন, সেই বাড়িটি এখন মিউজিয়াম। বার্ন ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম Interlaken এর পথে। পাহাড় ঘেরা দুটি হ্রদ, Lake Thun ও Lake Brienz এর মাঝের উপত্যকাই হলো ইন্টারলেকেন । আজ রাতে থাকলাম মনোরম গ্রাম্য পরিবেশে Sorenberg ski resort এ, যেটা Canton of Lucerne এর দক্ষিনাংশে অবস্থিত ।

পরের দিন Vitznau থেকে Rigibahn cogwheel ট্রেনে করে Mt. Rigi (1798 মিটার) গেলাম । উপর থেকে তিনটি হ্রদ -Zug, Lucerne আর Lauerz-এর অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করলাম।তার পর ট্রেনে Weggis গিয়ে কেবল্ কার এ Lucerne পৌঁছে Lucerne হ্রদে সবাই মিলে এক ঘন্টার ক্রুজ করলাম যা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন এই Lucerne ভ্রমণবিলাসীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় । Reuss নদীর উপর চতুর্দশ শতাব্দীর তৈরী কাঠের চ্যাপেল ব্রিজ, লায়ন মনুমেন্ট, ওল্ড সুইস হাউস দেখলাম। Lucerne কে বিদায় জানিয়ে আমরা আবার Sorenberg গ্রামের পথে রওনা দিলাম । আজও আমরা এই সুন্দর নিরিবিলি পরিবেশে থাকলাম। যেহেতু এখানে রাত সাড়ে নটা-দশটার আগে সূর্যাস্ত হয়না, আমরা ডিনার সেরে গ্রাম পরিদর্শনে বেরোলাম । তুষার মুকুট পরিহিত পাহাড়ে ঘেরা Sorenberg গ্রাম । নানা রকমের, নানা রংয়ের ফুল গাছে সজ্জিত।

দূরে মখমলে সবুজ মাঠে চড়ে বেড়াচ্ছে সুইস গরু, ভেড়ার পাল, তাদের গলায় ঝোলানো ঘন্টার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। আমাদের হোটেলের কাছেই একটি গির্জা ও দূরে পাহাড়ি নদী। মনোরম নিস্তব্ধ পরিবেশ। নদীর চাপা কলধ্বনি ও সময়ের ফাঁকে ফাঁকে গির্জা থেকে ঘন্টা ধ্বনি এই নিস্তব্ধতাকে একটি অন্য মাত্রা এনে দেয় । এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশে মনে হয়, যদি স্বর্গ কোথাও থাকে, তবে তা এখানেই! আমাদের শেষ গন্তব্য Zurich, এ দেশের সবচেয়ে বড় ও প্রাচীনতম শহর এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থল। ঝকঝকে নীল আকাশ, দূরে পাহাড় জুড়ে বরফ আর পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে লিম্যাট নদী। গাইডের সাথে এই ঐতিহ্যময় শহরের cobblestone রাস্তা ধরে ওল্ড টাউন, সিটি সেন্টার পায়ে হেঁটে ঘুরলাম । 1880 সালে এখানে ঘোড়ায় টানা ট্রাম ছিল, পরে ইলেকট্রিক চালিত হয়েছে। জুরিখ এর Lindt চকলেট ফ্যাক্টরি থেকে আমরা মন ভরে নানারকমের চকলেট কিনলাম । সফর শেষে ঘরে ফেরার পালা চলে এলো | অবর্ণনীয় সুইজারল্যান্ড, চার দিকে মাথা তুলে সুন্দরী আল্পসের অপরূপ সৌন্দর্যের সুন্দর স্মৃতি নিয়ে জুরিখ থেকে দুবাই হয়ে ফিরে এলাম কলকাতা। এই ট্যুর পাপান আমাদের সাথে বন্ধুর মতো সব পরিস্থিতি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেছে। Go Everywhere Tours and Travels এর সুইজারল্যান্ডের ৯ দিনের এই বিশেষ ভ্রমণসূচী খুবই আকর্ষণীয়।

আইসল্যান্ড-ল্যাপল্যান্ড যাওয়াটা নাটকীয়ভাবে হলো Go Everywhere এর সাথে

- ডঃ কমল কান্তি গুহ

অরোরা বরিয়ালিস এর আশায় 3rd March 2019 যাত্রা শুরু Papan Ghosh এর সঙ্গে । অসম্ভব সুন্দর একটা ট্যুর। Vigeland Sculpture Park এর ব্রোঞ্জমূর্তি আর 46 feet Monolith অপূর্ব । প্রচন্ড ঠান্ডা হওয়ায় ছবি তুলতে কষ্ট হচ্ছিল। এছাড়া Strokkur Geyser থেকে বাষ্প ও গরম জল বেরোচ্ছে অথচ চারদিকে বরফ, প্রকৃতির খেলা । বিশাল বরফের চাঁই ভাসছে Jokulsarlon Glacier এ - আর অদ্ভূত Reynisfjara Black Sand Beach |

এছাড়া *Strokkur Geyser* থেকে বাষ্প ও গরম জল বেরোচেছ অথচ চারদিকে বরফ, প্রকৃতির খেলা ।

এবার Atlanta train এ Narvik যাওয়া অসাধারণ অভিজ্ঞতা, রেল লাইন বাদে সব কিছু বরফে ঢাকা, জানালা দিয়ে উপভোগ করলাম । Tromso Ropeway এর শেষপ্রান্তে বরফের মালভূমি অকল্পনীয় । Dog sledding এর মজা দারুন। এবার কিরুনা থেকে অরোরা দর্শন বেশ কয়েকদিন হয়েছে। কাকলির ক্যামেরার জন্য, সেটা সারাজীবন থাকবে । পাপান এর উৎসাহ এবং কাকলির প্রচেষ্টা আমাদের ট্যুরটাকে অসাধারণ করেছে।

স্বপ্নপূরণের গল্প: অরুনাভ দাস -এর ইন্দোনেশিয়া-বালি ট্যুর

সেই সুযোগ এল *Go Everywhere*-এর হাত ধরে। ঘুরে এলাম জাকার্তা, বান্দুং, যোগ জাকার্তা, বালি দ্বীপ।

সেই সুযোগ এল Go Everywhere-এর হাত ধরে। ঘুরে এলাম জাকার্তা, বান্দুং, যোগ জাকার্তা, বালি দ্বীপ। সে এক স্বপ্নপূরণের গল্প। যা এই স্বল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয়। তাই শুধুমাত্র বালি দ্বীপকে নিয়ে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র লেখাটি অক্ষম প্রচেষ্টার উদাহরণ হয়ে রয়ে যাবে ।

প্রথম দেখাতেই বালি দ্বীপকে না ভালোবেসে উপায় নেই। তবে, সমুদ্রসৈকত যে ভালোবাসার একমাত্র কারণ, তা কিন্তু নয়। এই দ্বীপের রাস্তাঘাট, বাড়ি আর মানুষজন সব মিলিয়ে গড়ে তুলেছে এমন এক মায়াবী স্নিগ্ধতা, সংস্কৃতি যা আপনাকে মুগ্ধ করে তুলবে।

রামায়ণ-মহাভারতের দেশ আমাদের ভারত । বিস্ময় জাগে যখন ভাবি রামায়ণ সংস্কৃতি কি ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল দূরদূরান্তে এবং কি এক পরম সহিষ্ণুতায় আত্মীকরণ করে আজও তা টিকিয়ে রেখেছে সেই সব দেশ । চাক্ষুষ করার ইচ্ছা মনের মধ্যে লালন করে রেখেছিলাম বহুদিন। তাই, ভাবতাম, যদি কখনো বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পাই, তাহলে প্রথমেই যাব ইন্দোনেশিয়া । যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতিকে কোনও বিরোধ ছাড়াই মর্যাদার সাথে সাথে পল্লবিত হতে দিয়েছেন সেখানকার জনগণ।

Go Everywhere-কে ধন্যবাদ, বালির সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করার প্রয়াসে ব্যারং নৃত্যানুষ্ঠানে আমাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে ভোলেননি।

আর শহর ফেলে উদাসী মন যদি ছুটে যেতে চায় দূরে, আরও দূরে, তবে যুগ যুগ ধরে আপনারই অপেক্ষায় প্রহর গুনছে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি মাউন্ট বাতুর আর লেক বাতুর । আপনার জন্য অপেক্ষা করছে তেগেমুনগান জলপ্রপাত, উবুদ মাঙ্কি ফরেস্ট (বানরদের মুক্তাঞ্চল), ঐতিহাসিক উবুদ প্যালেস, উবুদ ওয়াটার ফোর্ট, আরও কত কি ।

Go Everywhere-কে ধন্যবাদ, বালির সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করার প্রয়াসে ব্যারং নৃত্যানুষ্ঠানে আমাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে ভোলেননি। কোনো দিন ভুলতে পারব না বালির প্রাচীন লোকনৃত্য দেখার সেই অনন্য অভিজ্ঞতা। এই ভ্রমণে যাদের সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলাম তাদের কথা না বললেই নয়। তারা ছিলেন প্রত্যেকেই সংস্কৃতি সম্পন্ন, সুন্দর মনের মানুষ। এদের মধ্যে দুজনকে হারিয়েছি, যা আমার কাছে স্বজন হারানোর মতো। প্রবীণ অধ্যাপক প্রবীর রঞ্জনবাবু (আমার ধূমপানের সঙ্গী) আর বাস যাত্রায় মুগ্ধ করে রাখা বাচিক শিল্পী নালন্দা ভট্টাচার্য আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। পার্থিব ভ্রমণ সাঙ্গ করে পাড়ি দিয়েছেন অনন্তের উদ্দেশ্যে। তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি।

কৃষ্ণা ঘোষ-এর মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর ট্যুর

আমরা পরিবারের সবাই মিলে ২০১৯ সালে Go Everywhere এর সাথে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর বেড়াতে গিয়েছিলাম। পৌঁছনোর পর থেকে ওদের আথিতেয়তা ও আয়োজন এত নিখুঁত ও মনোহর ছিল যে কখনো মনেই হয়নি যে আমরা বাড়ীর বাইরে বেড়াতে বেড়িয়েছি। কখনো কোনো অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়নি। হোটেলগুলো ছিল খুব সুন্দর ও তারা যে যানবাহনের ব্যবস্থা করেছিল সেগুলো অত্যন্ত আরামদায়ক। কখনো কোনো ক্লান্তি বোধ হয়নি। ওনারা খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে খুব সজাগ ছিল এবং সবই ওনাদের নখদর্পণে ছিল।

পৌঁছনোর পর থেকে ওদের আথিতেয়তা ও আয়োজন এত নিখুত ও মনোহর ছিল যে কখনো মনেই হয়নি যে আমরা বাড়ীর বাইরে বেড়াতে বেড়িয়েছি।

যেখানে যেখানে ওনারা ঘোরাতে নিয়ে গেছেন সব জায়গাতে খাবার খুব সুস্বাদু আর স্বাস্থ্যকর ছিল। যখন কেনাকাটা করতে গেলাম তখন অস্বাভাবিক দাম দেখে আমরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম কিন্তু ওনারা আমাদের সঠিক জায়গায় নিয়ে গিয়ে সাধ্যের মধ্যে কেনাকাটির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।আমাদের ট্যুর গাইড, সায়ন, অন্ত্যত আন্তরিক ও বুদ্ধিমান ছেলে। সেখানকার সব তথ্য যেন ওর জানা । এককথায় Go Everywhere এর জন্য আমাদের বেড়ানোটা সম্ভব হয়েছিল।

তুলি সরকার - এর চোখে রাশিয়া ও স্ক্যান্ডিনেভিয়া।

আমার কাঙ্খিত ভ্রমণ তালিকায় রাশিয়া ও স্ক্যান্ডিনেভিয়া ভ্রমণ অন্যতম শীর্ষ স্থান দখল করেছিল। গত বছর মে মাসে সেই স্বপ্ন চরিতার্থ করতে বেরিয়ে পড়ি Go Everywhere সংস্থার সাথে প্রথম গন্তব্য স্থল রাশিয়ার মস্কো। রাশিয়ার ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে রাজধানীর প্রধান প্রাণকেন্দ্র, সর্ববৃহৎ রেড স্কোয়ার ও ক্রেমলিন । লেনিনের সংরক্ষিত সমাধি দেখে যেমন মাথা নত হয়ে আসে শ্রদ্ধায়, তেমনি ভূগর্ভস্থ মেট্রো ট্যুর পৌঁছে দেয় অদ্ভুত এক মায়াবী জগতে । এই রাজপুরীর ভাস্কর্য ও স্থাপত্য বাকরুদ্ধ করেছে আমাকে। মস্কোর সেন্ট ব্যাসিল ক্যাথিড্রাল, সেন্ট পিটার্সবার্গের সেন্ট Issac ক্যাথিড্রাল এর কারুকার্য, জাঁকজমক যেমন মুগ্ধ করেছে,

হার্মিটেজ মিউজিয়ামে *Tsar* দের প্রবল প্রতিপত্তি ও বৈভব নিদর্শন দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি।
আবার ক্যাথিড্রাল দ্য গ্রেট এর হারমিটেজ থিয়েটার এ রাশিয়ান *Ballet* দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি।

তেমনি নরওয়ে - এর কাঠের তৈরি স্টেভ চার্জ এর গুরুত্ব কোন অংশে কম নয় আমার কাছে। হার্মিটেজ মিউজিয়ামে Tsar দের প্রবল প্রতিপত্তি ও বৈভবের নিদর্শন দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি। আবার ক্যাথিড্রাল দ্য গ্রেট এর হারমিটেজ থিয়েটার এ রাশিয়ান Ballet দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি।

নদীবন্দর মস্কো বা সেন্ট পিটার্সবার্গ হোক বা সমুদ্র বন্দর হেলসিংকি, স্টকহোম, অসলো, Bergen, কোপেনহেগেন হোক এইসব বন্দর এলাকার বিভিন্ন মোটর বোট, স্টিমার, জাহাজ ও জেটি এলাকার দোকানপাট, ক্যাফে, রেস্তোরাঁ, চিরাচরিত দৃশ্য উপভোগ করেছি।স্টকহোমের সিটি ট্যুরে বিভিন্ন দ্বীপে সবুজ গাছগাছালি ছায়াপথে ঘুরে ঘুরে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান শহরের মাধুর্য চাক্ষুষ করা; আবার ওল্ড টাউন, গামলা স্ট্যানে পাথর বাঁধানো অলিগলিতে অসংখ্য ক্যাফে ও সুভেনির shop এর মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা ভোলার নয়।
নরওয়ের বরফে ঢাকা অনুচ্চ পর্বতশ্রেণী, ঢেউ খেলানো তৃণভূমি, বরফ, নদী, পাহাড়ি ঝরনা, বনাঞ্চল, ফিয়র্ড, শান্ত স্নিগ্ধ জনপদ, দিগন্তবিস্তৃত উপত্যকা, lake এর স্থির জলে পাহাড়ের প্রতিচ্ছবি মানুষকে বুঝিয়ে দেয় যেন নরওয়ে পৃথিবীর অন্যতম নৈসর্গিক সৌন্দর্যের দেশ।
ফ্ল্যাম রেলওয়েতে যাত্রাপথের সৌন্দর্যের বিবরণ বা Songefjord ক্রুজ-এর অভিজ্ঞতা, আর ভাষায় ব্যক্ত করার চেষ্টা করব না, কেবলমাত্র হৃদয়ের মনিকোঠায় আজীবন সুরক্ষিত করে রেখে দেবো এই মুহূর্তগুলি । Bergen শহরের Floibanen Funicular ride or Mount Floyen-এর থেকে শহরের দৃশ্যই হোক বা Bryggen wharf-এর রং বেরঙের বণিকের কাঠের বাড়ি পায়ে হেঁটে ঘোড়াই হোক সব কিছুর অভিজ্ঞতা প্রেক্ষাপটে অমলিন হয়ে রয়েছে।

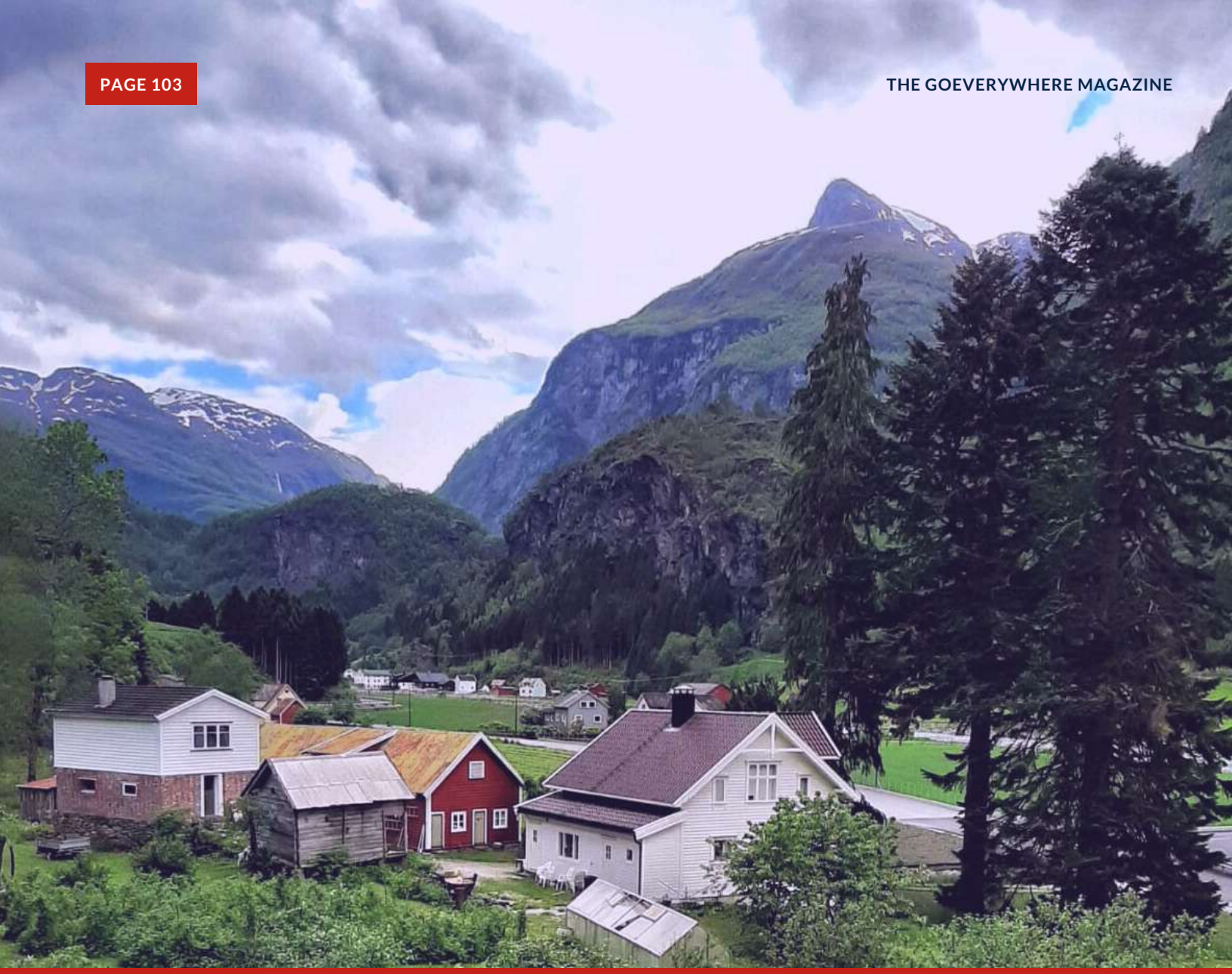

গেইলো ও Mrykdalen স্কি রিসোর্ট দুটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখে পথে যে রোমাঞ্চ অনুভব করেছি তা অতুলনীয়।

অসলো-এর হোমেনকল্লেন স্কি মিউজিয়াম বা Akershus Fortress বা Copenhagen এর Amailenbarg বা Christernbar palace or Nyhavatn Canal এই ট্যুরের প্রতিপদে ছিল বিচিত্রময় চমক।গেইলো ও Mrykdalen স্কি রিসোর্ট দুটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখে পথে যে রোমাঞ্চ অনুভব করেছি তা অতুলনীয়। এইভাবে কদিন সকলের সঙ্গে হইহই করে আনন্দে কাটানোর পর বিদায় পর্ব এগিয়ে আসে আর মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়, আবার কোন দিন ফিরে আসব এই অঙ্গীকার নিয়ে পা বাড়াই এমিরেটস বিমান এর উদ্দেশ্যে।

সোমলতা গোস্বামীর স্মরণীয় ভ্রমণ : ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া

এই বিশেষ গৃহবন্দি বছর 2020 - র গোড়ায় ভাগ্যক্রমে আমি একটি স্মরণীয় ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমি আর আমার বান্ধবী সুনন্দা সরকার গিয়েছিলাম ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়া সফরে Go Everywhere এর সাথে ।৯ দিনের এই সফর আমার মতে অতিশয় উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল Go Everywhere সংস্থার নিখুঁত ব্যবস্থাপনা এবং শ্রীযুক্ত ভাস্কর সেনের পরিচালনার জন্য । আমরা প্রথমে গিয়েছিলাম কম্বোডিয়াতে, দর্শন করেছিলাম পৃথিবী বিখ্যাত আঙ্কোর ভাট মন্দির। এটির সঙ্গে দেখেছিলাম আঙ্কোর থম, তা-প্রম, বাফুন ও বেয়ন মন্দিরগুলি। সে এক অনন্য অভিজ্ঞতা বহুদিন ধরেই আমি এই মন্দিরগুলো দেখার জন্য যে স্বপ্ন দেখছিলাম, সেই স্বপ্ন সত্যি হলো। অভিজ্ঞতা ও আনন্দের ঝুলি পূর্ণ করে কাম্বোডিয়া থেকে আকাশপথে আমরা গিয়েছিলাম ভিয়েতনাম ।

ভিয়েতনাম তো শুধু একটি দেশ নয় ভিয়েতনাম হল একটি অনুভূতি, একটা উপলব্ধি

ভিয়েতনাম তো শুধু একটি দেশ নয় ভিয়েতনাম হল একটি অনুভূতি, একটা উপলব্ধি । প্রথমে Hanoi পৌঁছেছিলাম, সেখানে প্রথম দিন শহর পরিক্রমা হলো। হোচি মিনের মৌসোলিয়াম দেখলাম, সেখানে হো চি মিনের নশ্বর শরীর শায়িত আছে । অভাবনীয় অভিজ্ঞতা, প্রকৃত অর্থে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল । বিকেলে ওয়াটার পাপেট শো আমাদের মুগ্ধ করেছিল।

এর পরের দিন গিয়েছিলাম প্রসিদ্ধ হ্যা লং বে - তে। সেখানে ক্রুজে রাত্রি বাস করেছিলাম। সে যে কি অভিজ্ঞতা, তা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব । ছোটো নৌকা করে আমাদের সাং সট কেভ ও টি-টপ আইল্যান্ড দেখানো হয়েছিল । অসম্ভব সুন্দর জায়গা দুটি।হ্যানয় থেকে আবার আকাশ পথে পাড়ি দিয়েছিলাম হোচিমিন সিটিতে। পরের দিন দেখেছিলাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ কু-চি টানেল। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিভিন্ন স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ এই টানেল তারপরের দিন মেকং ডেল্টা ভ্রমণ করে আমরা আমাদের সফর সমাপ্ত করেছিলাম।Go Everywhere এর সঙ্গে গিয়ে আমরা এত তৃপ্ত, যে ঠিক করেছি জীবনের আগামী সব সফরগুলি এদের সঙ্গেই করব । অনেক ধন্যবাদ জানাই।

বিস্ময়কর অষ্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড - এ অরুন্ধতি ভৌমিক

Go Everywhere Tours & Travels তাদের দু'বছর পূর্ণ করলো। বেশ কিছু উদ্যমী ছেলে মেয়ে সঙ্গী হয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে এই সংস্থাকে। ইতিমধ্যেই তারা বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ভ্রমণ সম্পন্ন করে ফেলেছে। তবে আমরা শুধু অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড ভ্রমণেই অংশ নিতে পেরেছি। শ্রী সায়ন দাসের সার্বিক দক্ষতায় অতি নিপুণতার সাথে শেষ করা এই ট্যুরটি আমাদের খুবই ভালো লেগেছে। আমাদের অস্ট্রেলিয়া ট্যুর মেলবোর্ন থেকে শুরু করে কেইনস্ হয়ে সিডনিতে শেষ হয়। মেলবোর্ন এর দৃষ্টি নন্দন ক্রিকেট গ্রাউন্ড , কুকস কটেজ, কুইন ভিক্টোরিয়া মার্কেট; পরদিন গ্রেট ওসিয়ান রোড ট্যুর, ১২টি লাইম স্টোন স্তম্ভ (12 Apostles) দেখা, যেগুলি মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তৈরী হয়েছে - বিশেষ আকর্ষণ এর বস্তু।

তারপর কেইনস্ পৌঁছে Cable Car এ Kuranda Rain Forest ভ্রমণ এবং সুদৃশ্য Barron Gorge হয়ে ১২৫ বছরের বেশী পুরোনো ট্রেনে করে ফিরে আসা; Great Barrier Reef এর মধ্যে দিয়ে গ্রীন দ্বীপ এ পৌছানো, Coral reef এর কাছাকাছি চলে যাওয়া; সিডনিতে Harbour Bridge, Opera House, Bondy Beach, Sydney Tower, 4D Show সারাদিন ধরে দেখে সন্ধ্যায় Show Boat Cruise ভ্রমন খুবই চিত্তাকর্ষক। পরে নিউজিল্যান্ড এর কুইন্স টাউন পৌঁছে সেখান থেকে Omarama-য় হেরিটেজ গেটওয়ে হোটেল এ রাত্রি যাপন ভীষণ ভালো লেগেছিল। কুইন্স টাউনের লেকগুলি মনকাড়া হলেও বিশেষ দাগ কাটে Arrowtown - এটি একটি প্রাচীন গ্রাম যেটি স্বর্ণ খনি সন্ধানের সময় গড়ে উঠেছিলো। এরপর Milford Sound ট্যুর,যার তিন ঘণ্টার যাত্রা পথটি রয়েছে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে। কোথাও Clif, কোথাও ঘন জঙ্গল, কোথাও জলপ্রপাত সবই মনোরম দৃশ্যের রচনা। Queenstown থেকে উত্তর দ্বীপের অকল্যান্ড পৌছে রোটোরুয়া ট্যুরে ভূগর্ভস্থ তপ্ত বাষ্প এবং সালফাইডের উদগীরণ সমেত Waitomo তে Glow Worm Cave পরিদর্শন এক অনন্য প্রাপ্তি। অকল্যান্ডের Sea Life Museum-এ পেঙ্গুইনের চলাফেরা দর্শন মনে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। তবে এখন করোনার আবহে কোথাও বেরোতে পারছিনা বা বেরোচ্ছি না, আবার পরবর্তী কালে আমরা এই GO EVERY WHERE এর সঙ্গেই ভ্রমণ করবো এই ইচেছ রেখে শেষ করলাম।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় - এর ভ্রমণ পিপাসু মন বন্ধন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল তুরস্ক ও গ্রীস ভ্রমণে

Go Everywhere Tours & Travels এর সাথে আমাদের প্রথম ইন্টারন্যাশনাল ট্যুর তুরস্ক এবং গ্রীস, যা সব মিলিয়ে ১২ দিনের। ভ্রমণ পিপাসু মন, বন্ধন ছেড়ে এই বিশ্বকে দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে ইস্তানবুল বসফরাস স্ট্রেইটস্ ক্রুজে ট্যুর করে সৌন্দর্য দেখে অভিভূত। তারপর একে একে ঐতিহাসিক টোপকাপি প্যালেস, ব্লু মস্ক, হিপ্পোড্রোম, হাজিয়া সোফিয়া এগুলো সব আরকিটেকচারাল মার্বেল। এখানকার স্ট্রিট ফুড, রেস্তোরাঁ, স্পাইসেস, সেরামিক টাইলস, কারপেট খুব বিখ্যাত।

প্রথম ইস্তানবুল বসফরাস স্ট্রেইটস্ ক্রুজে ট্যুর করে সৌন্দর্য দেখে অভিভূত।

তার পরে প্লেনে কেসারি এয়ারপোর্ট থেকে গাড়িতে ক্যাপাডোচিয়া, দারুন জায়গা - অসংখ্য চিমনির মত চেহারার স্ট্রাকচার, পিজিয়ন ভ্যালি, আনডারগ্রাউন্ড সিটি। দেখার মতো গোরেমি ওপেন এয়ার মিউজিয়াম, পেইনটিংস, ক্লিফস্ ওয়াইনারি, পাশাবাগ - দা ভ্যালি অফ মঙ্কস্। কনিয়া-তে মাভলানা মসোলিয়াম বিশ্ব বিখ্যাত মিসটিকস। আরো অবাক করা হাউস অফ ভারজিন ম্যারি, এফিসস একটা প্রাচীন রোমান শহর, হারকিউলিস গেটের ধবংসাবশেষ, দি টেম্পল অফ হাড্রিয়ান, লাইব্রেরি, অ্যাগোরা আর গ্রেকো রোমান থিয়েটার।

এর মাঝে পামুক্কালে, UNESCO হেরিটেজ সাইট, কটন্ ক্যাসেলস্ বলে বিখ্যাত, সাদা তুলোর মত উষ্ণ প্রস্রবন, যেখানে ট্যুরিষ্টরা স্নান করে আর হেইরাপোলিসের ধ্বংসাবশেষের সৌন্দর্যের কারোর সাথে তুলনা হয় না। হিস্টোরিক্যাল ট্যুর শেষ করে গ্রিসের সান্টোরিনি-তে রিসর্ট-এ ঢুকে মনটা আরও তরতাজা হয়ে গেলো। খুব সুন্দর রিসর্ট আর তার প্রাইভেট বিচ । পুরো শহর যেন হোয়াট ওয়াস করা এবং ব্লু কালার যেটা এজিয়ান সীএর রংয়ের সাথে মিলে এক মোহময়ী বাতাবরন তৈরি করে। সিনিক ওয়ান্ডারস, বিখ্যাত সানটো ওয়াইনস, ক্রেটার্স অফ ভলক্যানিক ইরাপসন, খুব সুন্দর আবহাওয়া ছিল, সান্টোরিনি ছেড়ে এবারে এথেন্স যাওয়ার পালা যেটা সী ক্রুজে, রাতে এথেন্স পৌছে পরের দিন সিটি ট্যুরের মধ্যে বিখ্যাত এক্রোপলিস মিউজিয়াম, পার্থেনন সাব রোমান আর্কিটেকচারাল ওয়ান্ডারস দেখে আমরা অভীভূত । ১৮৯৬ অলিম্পিক গেমসের যে ষ্টেডিয়াম সেটা পুরোটাই মার্বেল দিয়ে তৈরী, সবই বিস্ময়কর। সবশেষে প্লাকা, যেটাতে সব সরু রাস্তা, লাইন দিয়ে ছোট সব দোকান যেখানে বিক্রি হয় বিভিন্ন রকমের গয়না, কাপড়, স্মরনিকা, সেরামিকের জিনিষপত্র আর আছে অনেক রেস্তোরাঁ। ফিরে আসার পালা, মনটা খুব ভারী হয়ে গেল, এত তাড়াতাড়ি সব সম্পূর্ণ হলো, তবে বাড়ি ফেরার টান ফেলে দেওয়ার নয়। Go Everywhere-এর সাথে ট্যুর করে আমরা খুব খুশি এবং সায়ন যেভাবে যত্ন নিয়েছে আমাদের সব কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছে। ভবিষ্যতে আবার ওদের সাথে যাওয়ার ইচ্ছে রইল।

সুইজারল্যান্ডের স্বপ্ন ভ্রমণে সাতটি দিন কাটালেন ডাঃ অশোক কুমার মজুমদার

বেড়ানোর নেশাটা বেশ খারাপ ব্যাপার। ২০১৯ - এর প্রতি মাসেই বেরোনো হচ্ছে তাই ইরান ঘুরে এসে ভেবেছিলাম এখন আর কোথাও যাব না, বছর শেষে দেখা যাবে। কিন্তু কিছুদিন হয়ে গেলেই, না বেরোবার ভাবনাটা দুর্বল হয়ে যায়, বিশেষ করে নতুন জায়গায় যাবার খবর এলে। এবারে ও তাই হল। শেষে সান্ডাকফু ঘুরে আসার পর ফাকাঁই যাবে ভাবা ছিল। কিন্তু অঞ্জন সুইজারল্যান্ডের খবর দিল। আমি বড় ট্যুরে যাব না তাই আট রাত্রির ছোট ট্যুরে যেতে রাজী হলাম। এবার বেরিয়ে পড়া, Go Everywhere এর সাথে। একা বেড়ানো ও দলে বেড়ানোর দুটোরই সুবিধা অসুবিধা আছে। একা বেড়াতে গেলে নিজের সূচী নিজেই করা যায়। দলে বিশেষ করে ট্রাভেল অপারেটর মারফত বিদেশ গেলে সূচী তাঁরাই ঠিক করে তবে কম সময়ে অনেক জায়গা দেখা হয়।

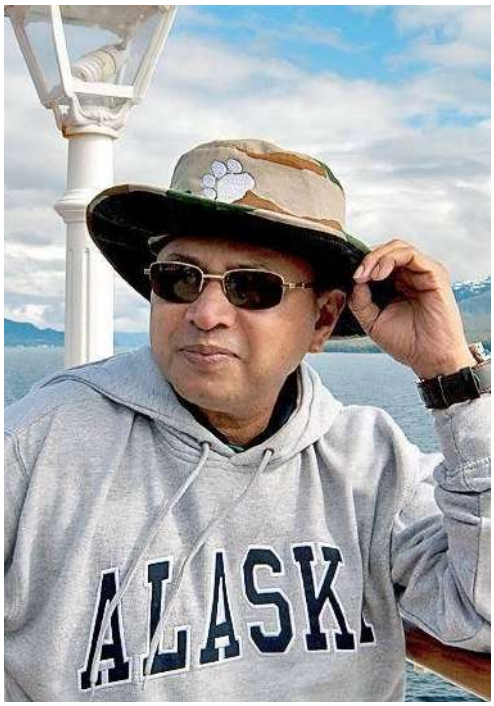

কিন্তু ভাল লাগছে বলে কোন জায়গায় এক বেলা বসে থাকা যায় না। সদাই চলতে হবে সূচী অনুযায়ী। ফলে একটা শহর বা স্থান-র সবকিছু দেখা বা অনুভব করার ক্ষেত্রে ফাঁক থেকেই যাবে। আমার ক্ষেত্রে ও স্বাভাবিক ভাবে সুইজারল্যান্ডে তাই ঘটেছে। হিমালয়ের প্রতি যেমন আমাদের অমোঘ আকর্ষণ, বহু বছর ধরেই যার পদতলে ঘুরে বেড়াচ্ছি - ইউরোপে সেরকম পাহাড় বলতে আল্পস। যদিও আল্পস মধ্য ইউরোপের ছ সাতটি দেশ জুড়ে রয়েছে তবু সুইজারল্যান্ডের ৬৫% জুড়েই রয়েছে আল্পস।
২৯ জুন ,জেনেভা, এস (Ace) হোটেল: ২৮ জুন বিকেলে বর্ধমান থেকে বেরোলাম, দুবাই হয়ে পরদিন দুপুরে জেনেভা পৌঁছালাম।আগে একটু বলে কয়ে বিমানে ভাল সিট মিলত। কিন্তু এখন সে গুড়ে বালি। ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল সিস্টেম শুধু।
জেনেভা এয়ারপোর্ট থেকে যে হোটেলে এলাম সেটা ভৌগলিক ভাবে ফ্রান্সে। সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্স পাশাপাশি দেশ ফলে, এ অঞ্চলের ভাষা ফরাসি। আবার জার্মানির পাশের এলাকায় জার্মান ভাষার চল।

হোটেলে একটু ফ্রেশ হয়ে সিটি ট্যুর শুরু হল জেনেভা লেক থেকে, বিকেলের দিকে - যদিও এখন সামারটাইম বলে রাত নটার আগে সূর্য্যিদেবের ছুটি নেই। জেনেভা বিশ্বে খুবই পরিচিত শহর, অনেক আন্তর্জাতিক সংগঠন (ইউনাইটেড নেশন, রেড ক্রস ইত্যাদি) জেনেভায় অবস্থান করছে।পাহাড়ে ঘেরা সুইজারল্যান্ডের সবথেকে বড় লেক ‘জেনেভা লেক', ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে অবস্থিত । রোন (Rhöne) নদী এই লেকের জলে পুষ্ট । উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য হল জলের মাঝে এক ফোয়ারা তৈরী করা হয়েছে। রোদ পড়ে চলেছে ফোয়ারায় রামধনুর রঙের খেলা। জেনেভা শহরের সবচেয়ে পরিচিত এই ফোয়ারা ১৮৮৬ সালে স্থাপন করা হয়। ৫০০ লিটার জল প্রতি সেকেন্ডে ৪৬০ ফুট উঁচতে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, প্রতি ঘন্টায় ২০০ কিমি বেগে। যে কোন মুহূর্তে আকাশে ৭০০০ লিটার জল থাকে। এটি ৩৩০০০ ফুট উপর থেকেও দৃশ্যমান। কাস্তে আকৃতির বিশাল লেকের দক্ষিণ প্রান্তে জেনেভা শহর, লেকের পশ্চিম দিকে আল্পসের উচ্চতম শৃঙ্গ ম ব্লা (Mont Blanc, ৪৮০৮ মিটার) - দৃশ্যমান, যা ফ্রান্সে পড়ছে।

এই পুরনো আকর্ষনীয় দূর্গকে আমি অবশ্য দেখাতে বলেছিলাম। লেকের গায়ে চিলন দ্বীপে লাইমস্টোন পাথরে তৈরী এই ক্যাসেল দশম শতাব্দীতে প্রথম শুরু হয়, রোমানপোস্ট হিসেবে।

নিরাপত্তা সমস্যায় ইউনাইটেড নেশন কার্যালয় দেখা গেল না। আরও কিছু এদিক ওদিক ঘুরে রোদ থাকতেই ভারতীয় রেস্তোঁরায় ডিনার সারা হল এবং Ace হোটেলে ফেরা।পরদিন সকালে দরজায় ঠকঠক। একাই ছিলাম, খুলে দেখি আমাদের দলেরই এক বয়স্ক মানুষ। হোটেলে নাকি আগুন লেগেছে, দমকল এসেছে, সবাই বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। তাই নাকি বলে দরজা বন্ধ করে জানালার পর্দা সরিয়ে কিছুই দেখলাম না। পরে জানা গেল, কেউ ঘরে সিগারেট খেয়েছে, তাই স্মোক আলার্ম ও অটোমেটিক দমকলে খবর। নেহাতই নিরামিষ ব্যাপার।৩০ জুন , লসান (Lausanne), নভোটেল হোটেল: আজ জেনেভা থেকে লসান আসতে হবে। পথে লেকের গায়ে মনট্রেক্স (MONTREAUX), ভেভে (VEVEY)। প্রথম গন্তব্য চিলন ক্যাসেল (Chillon Castle), যা জেনেভা লেকের পূর্ব দিকে রয়েছে। এই পুরনো আকর্ষনীয় দূর্গকে আমি অবশ্য দেখাতে বলেছিলাম। লেকের গায়ে চিলন দ্বীপে লাইমস্টোন পাথরে তৈরী এই ক্যাসেল দশম শতাব্দীতে প্রথম শুরু হয়, রোমান পোস্ট হিসেবে। অনেক ইতিহাসের সাক্ষী এই ক্যাসেল এখন সরকার সংরক্ষিত সবচেয়ে আকর্ষনীয় ট্যুরিষ্ট স্পট।

ভেভে-এর প্রধান দ্রষ্টব্য হল চ্যাপলিন প্যালেস। শান্তির খোঁজে চ্যাপলিন নিয়েছিলেন এই জায়গা। ২২ কামরার বাড়ী যেখানে জীবনের শেষ ২৫ বছর কাটিয়েছেন স্ত্রী উনোর ও সন্তানদের নিয়ে। ১৯৭৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর ঘুমের মধ্যে এই বাড়ীতেই নীরব হন চ্যাপলিন, চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রিয় অভিনেতা ও পরিচালক এই মানুষ। এই বাড়ী এখন অসাধারন সুন্দর চ্যাপলিন মিউজিয়াম যা তার রোজকার জীবন ও কাজকে অডিও ভিস্যুয়ালে জীবন্ত করে তুলেছে। বাড়ীর চারিদিকে প্রশস্ত বাগান গাছপালা, যা মনে করিয়ে দিচ্ছিল আর্জেন্টিনায় ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো হাউসকে। এখানে চ্যাপলিন ষ্টুডিও একটি অনন্য অভিজ্ঞতার সম্পদ। ১০ মিনিটের চ্যাপলিন কোলাজ দেখে দর্শক ছড়িয়ে গেল যেন জীবন্ত চ্যাপলিন পরিবেশে। ডাইনে বাঁয়ে চ্যাপলিন ছবি তে খেলা দেখিয়ে চলেছেন। নিজের অস্তিত্ব ভুলে দর্শক হারিয়ে যায় চ্যাপলিনের জগতে।

এরপর ছিল Lausanne-র ১১৭০ সালে শুরু হয়ে ১২৩৫ সালে শেষ হওয়া গথিক স্টাইলে তৈরী নোটরডাম ক্যাথিড্রাল। পাথরে তৈরী বিশাল স্থাপত্য এটি, ভারী সুন্দর। বিশাল মূল উপাসনা ঘরে রবিবারের প্রার্থনা চলছিল। খুব ভাল লাগছিল। ফটো ছাড়াও একটু ভিডিও নিলাম।

ইউরোপের সবচেয়ে উঁচু কেবল কার স্টেশন - Mt. Matterhorn Glacier Paradise, প্রায় ৩৩৮৩ মিটার উপরে।

১ জুলাই ব্রিগ (Brig area), ফিসারহফ হোটেল(Fisherhof hotel) (২ রাত): Lausanne কে বাই করে সুইস কান্ট্রিসাইড দিয়ে চলেছি। ঢেউ খেলানো গ্রাম, সবুজের মেলা। দুরে পর্বতশ্রেণী | এবার নদীর ধার ধরে চলা। রোন নদীর গায়ে। গায়ে পাহাড়, উপরে শৃঙ্গেও বরফের সাদা ছোঁয়া। জলের কাছে কোথাও গ্রাম। উজ্বল নীল আকাশের নীচে প্রকৃতির মেলা ও খেলা। বিরাট বাসে আমরা কিছু লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। বিশাল কাঁচের জানালা, মনে হচ্ছে,হলে বসে প্রকৃতির চলচ্চিত্র দেখছি। সুইজারল্যান্ড টানেলে ভর্তি। Lausanne থেকে Zarmatte চলেছি, সুন্দর প্রকৃতির ঝর্ণা স্নানের মধ্যে। পথে যেতে যেতে মানুষের অস্তিত্ব শুধু চলমান অথবা স্থির গাড়ীতে ও বাড়ীতে। মানুষের দেখা নেই কোথাও। আমাদের ভীড় দেখা চোখে ভারী অদ্ভুত । একের পর এক টানেল চলেছে, যেন পাতাল প্রবেশ। টানেল শেষে আলোর ঝলকানি। এলাম Zarmatte এর আগে Tasch বলে ছোট জায়গায়, এখান থেকে ছোটবাসে Zarmatte | আবার অন্য বাসে কেবল্ কার ষ্টেশন। দূষণ এড়াতে বড় গাড়ী চলতে দেওয়া হয় না। ইউরোপের সবচেয়ে উঁচু কেবল কার স্টেশন - Mt. Matterhorn Glacier Paradise, প্রায় ৩৩৮৩ মিটার উপরে। মাঝে একবার ছোট কার বদলে বড় গন্ডোলা নিতে হবে। পিরামিড সদৃশ ম্যাটারহর্ন (Matterhorn) শৃঙ্গ ৪৪৭৪ মিটার,(১৪৬৯০ ফুট উচু, আল্পসের এক উল্লেখযোগ্য শৃঙ্গ, যা সুইজারল্যান্ড ও ইটালির সীমান্ত অঞ্চলে রয়েছে। ১৮৬৫ সালে Edward Whymper এর নেতৃত্বে আরোহন সম্ভব হয় যদিও নেমে আসার সময় দলের চারজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এটা নিয়ে চলচ্চিত্রও তৈরী হয়েছে। মনোরম কেবল্ কার জার্নি শুরু হল। ভীড় ছিল না তাই আমি একাই একটা কারে চাপলাম। প্রকৃতিকে উপভোগ করতে গেলে একটু নীরবতা চাই। চারপাশে অবান্তর কলরব খুবই পীড়াদায়ক হয়ে পড়ে। পাহাড়-এর উপর দিয়ে সে চলতে থাকল।

নীচে দিয়ে চলে যায় গাছপালারা, বেগবান সরু নদী - যে প্রাণ পেয়েছে হিমবাহের জলে। এরপর গাছ ও সবুজ কমে এল, কালো পাহাড় আর এখানে ওখানে জমে থাকা বরফ দেখা দিতে থাকল। ক্রমশ বরফ বাড়তে থাকল, ঠান্ডা অনুভূত হল। একটা জায়গায় নেমে নতুন বড় গন্ডোলা অভিযান শুরু হল। এবারও একাই থাকলাম। বরফ গ্লেসিয়ার এর উপর দিয়ে চলেছি উপরে - আরো উপরে, Glacier Paradise এর লক্ষ্যে। অবশেষে পৌছলাম প্যারাডাইস স্টেশনে।একাই নেমে এগোলাম। সিনেমা লাউজে প্রথমে ১০ মিনিটের একটা ডকু ফিল্ম শো দেখলাম। Zarmatte পাহাড়ী এলাকায় ওয়াইল্ড লাইফ নিয়ে খুবই উচ্চমানের ফটোগ্রাফি। গেলাম খোলা বরফের দিগন্তে। স্নো এর উপর হাঁটা বেশ কষ্টকর ব্যাপার, কিছুটা ঘুরলাম। ঢুকলাম Ice Paradise tunnel-এ । মাঝেমাঝে বরফের ক্রিস্টাল স্থাপত্যে - নেকড়ে, ভালুক ও বিমূর্ত প্রতিকৃতি সব, যা দেখেছি Mount Jungfraujoch তে এবারে দলের লোকজন দেখতে পেলাম। Glacier Observation platform শেষ দ্রস্টব্য ছিল আমার। কিছুটা সিড়ি দিয়ে উঠে প্লাটফর্ম - চারিদিকে বলদর্পী বরফ আবৃত ছোট বড় শৃঙ্গ, আরও দূরে Matterhorn - মূল দ্রষ্টব্য। পাপান এল,রেস্টোরার গরম ঘরে কিছু খাওয়াও হল।

গন্তব্য Gstaad, একটা সুন্দর ছোট টাউন এলাকা, অনেক সুদৃশ্য দোকান রেস্তোরাঁ রাস্তার দুপাশে। কিছুটা ঘোরাঘুরি করে কফিশপ ঘুরে ফিরে এলাম বাসে।

একই পথে গন্ডোলা, কেবল কারে Zarmatte ও Tasch - যেখানে আমাদের বাস দাঁড়িয়েছিল। এবারও একাই গন্ডোলা ও কেবল কারে নামলাম। উপযুক্ত সঙ্গী না থাকলে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে গেলে ভীড় এড়িয়ে একা থাকাই ভাল।এলাম নতুন জায়গায় নতুন হোটেলে। সুদৃশ্য Fisherhof হোটেলে। হোটেলটি খুবই সুন্দর। কান্ট্রিসাইডে কংক্রিট ভিতের উপর কাঠের বাড়ীর আধিক্য। সবুজের পটভূমিকায় রঙীন বাড়ীগুলি (মূলত মেরুন) অনবদ্য, মনে হয় এখানেই থেকে যাই। যেমন এই হোটেল, দু-রাত্রিবাস এখানে।

২ জুলাই সকালে আবার বাসে চলেছি সুইস কান্ট্রি সাইড ধরে। ছোট ছোট গ্রাম ছবির মত ছড়ানো দুপাশে। আছে পাইনে ঢাকা পাহাড়ের সারি। আরও দূরে মাথায় সাদা বরফ ছড়ানো উঁচু কালো পাহাড়। এঁকে বেঁকে পাহাড়ী পথ আবার কখনও বা ভ্যালির পথে চলা। ঝিমুনিও পিছুতে লেগে আছে। গন্তব্য Gstaad, একটা সুন্দর ছোট টাউন এলাকা, অনেক সুদৃশ্য দোকান রেস্তোরাঁ রাস্তার দুপাশে। কিছুটা ঘোরাঘুরি করে কফিশপ ঘুরে ফিরে এলাম বাসে। এরপর Brig এলাকায় একটা স্টকপালের (Stockpaler) ক্যাসেল প্যালেস দেখলাম, তিনশ বছরের বেশী পুরানো। বিশাল পাথরের তৈরী প্রাসাদ। ইতিমধ্যে আটটা বেজেছে, ফিরে আসা শুরু হল।

৩ জুলাই, গ্রীনডেলওয়াল্ড (Grindelwald area)। জোরেনবার্গ হোটেল, Sorenberg hotel (2 রাত): আজ সকাল থেকে মেঘলা আকাশ, একটু ঠান্ডাও আছে। কাল রাতে হাল্কা বৃষ্টিও হয়েছে। পাহাড়ের কোল ঘেসে, নদীর পার ধরে এগিয়ে গেলাম আমরা। সুইজারল্যান্ড পথের একটা বিশেষত হচ্ছে টানেলে পাহাড়ের নীচে দিয়ে যাওয়া। ইউরোপের এই দেশে মোট ১৩২৯ টা টানেল আছে। দীর্ঘতম টানেল হল Gothard tunnel, ৫৭ কিমি লম্বা। যেহেতু দেশটির 65% জুড়েই আল্পস পাহাড়, তাই টানেল ছাড়া চলে কি করে ! ভ্যালী, সবুজ ছড়ানো বসতি, নীচু পাহাড় আর দূরে কালো পর্বতমালার অবিরাম যাত্রা। নীচু পাহাড় এর গায়ে জড়িয়ে থাকা সবুজ বুগিয়াল সব অদ্ভুত সুন্দর মাত্রা দিয়েছে সমস্ত প্রকৃতিকে। আজকের প্রথম ট্যুর বার্ন শহর - সুইজারল্যান্ডের রাজধানী। শহরের একটু বাইরে বাস রেখে গির্জার পাশ দিয়ে শহরে ঢুকলাম। Aare নদী দিয়ে ঘেরা ওল্ড টাউন। বিশেষ আকর্ষন। অনেকগুলি ব্রীজ রয়েছে নদীর উপর। প্রথমে গার্ড টাওয়ার ও পরে প্রিজন হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। মজার কথা হল, এটি ছিল ফিমেল প্রিজন। পাদ্রীরা যে সব মহিলাদের সঙ্গে যৌন সংসর্গ করত, তাদের এখানে রাখা হত। কিন্তু পাদ্রীরা কেন দোষী হত না, বলা নেই। এই অন্যায়ের জন্যই হয়ত ১৪০৫ সালে এটি আগুনে ভস্মীভূত হয় ও কয়েক দফায় সারানো হয়। এরপর প্রিজন বন্ধ হয়ে যায় ও বিশাল ক্লক স্থাপিত হয় ১৫ শতকে। এছাড়া দ্বাদশ শতাব্দীর ক্যাথিড্রালটিও বেশ সুন্দর ও বিশাল। তবে লসানের নোটর ডাম এর অনেক উপরে।বিকেলে এলাম ইন্টারলেকেন (Interlaken)-এ। এটি বাজারি এলাকা, দামী ব্রান্ডের রমরমা। তবে বিরাট মাঠ পেরিয়ে দূরের বরফ ছোঁয়া পর্বতশ্রেণী তাকিয়ে থাকার মত। চলে এল বৃষ্টি, ছাতা বাসেই রয়ে গেছে। একটু আটকে গেলাম। পাপান ও আমি একটা রেষ্টোরার বাইরের বেঞ্চে বসেছি। এরকম রাস্তার পাশে রেস্টোরায় চা কফি সহযোগে বসে থাকা বেশ লোভনীয় ব্যাপার। ইউরোপের এই ব্যবস্থা আমার খুব পছন্দের, যেটা summer-এই সম্ভব।

মাউন্ট রিগি ট্যুরে বেরিয়েছি। অদ্ভুত সুন্দর এই সোরেনবার্গ গ্রাম বা জনপদ বা মিনি সিটি।

বসে বসে নানা ধরনের যানবাহনে পর্যটকদের বৃষ্টির মধ্যে যাতায়াত দেখছিলাম। ওয়েটার চলে আসায় কিছু খাবার নিতেই হল। বৃষ্টি কমলে ডিনারের জন্য এগোনো হল। রোজই দিনের বেলাতেই ডিনার। বৃষ্টি শেষে রোদ উঠে গেল, আকাশে উঠল রামধনু। পাহাড়ের গায়ে পড়ে। থাকা রামধনু মন ভরিয়ে দিল। এলাম সোরেনবার্গ হোটেলে, যেখানে দু রাত্রিবাস হবে।
৪ জুলাই ২০১৯: মাউন্ট রিগি ট্যুরে বেরিয়েছি। অদ্ভুত সুন্দর এই সোরেনবার্গ গ্রাম বা জনপদ বা মিনি সিটি। কিছু হোটেল, পাহাড়ের সবুজ ঢালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু বাড়ী, একটা সুপারমার্কেট ইত্যাদি রয়েছে। জায়গাটা মুলত স্কি রিসর্ট। একটা কেবল কার ও দেখছি যাতায়াত করছে। সারাদিন এরকম ছবির মত জাযগায় কাটাতে পারলে ভীষণ সুন্দর অভিজ্ঞতা হত।

আল্পস পর্বতের মাউন্ট রিগি মধ্য সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত। এটি তিনদিক থেকে লেক Lausanne, লেক Zug ও লেক Lauerz দিয়ে ঘেরা। রিগি টপ থেকে লোকগুলি দৃশ্যমান। ইউরোপের সবথেকে পুরানো পাহাড়ী রেলপথ (Mountain Railway) এখানে চলেছে।
আমরা প্রথমে এলাম বাসে Vatznau বলে একটা জায়গায়, এখান থেকে Coggwheel ট্রেনে যাব মাউন্ট রিগি পাহাড়ে। ট্রেনে করে পাহাড় চড়া আগেও হয়েছে। ইয়ুংগফ্রাউ (Jungfrau) যেতেও এরকম ট্রেনে গিয়েছি,সুইজারল্যান্ডেই। পাহাড়ী পথে বেশ কিছু গ্রামের স্টেশন পার হয়ে রিগিকুলম স্টেশনে নামলাম। তবে উচ্চতা কমই, পাঁচ হাজার ফুটের একটু বেশী। নেমে কিছুটা চড়াই ভেগে রিগি টপে পৌছনো। চড়াই থাকার জন্য সবাই গেল না। উপরে একটা উঁচু টেলিকমুনিকেশন টাওয়ার রয়েছে। উপর থেকে নীচের লেকগুলোর দৃশ্য খুব সুন্দর। একাই অনেক দূর দিয়ে হেঁটে আবার ফিরে এলাম। আবার একই ট্রেনে কিছুটা নেমে কালবার্ড স্টেশনে এলাম। এখান থেকে আবার গন্ডোলা জার্নি । গন্ডোলা বিরাট সাইজের, বসে দাঁড়িয়ে লোকে ভর্তি। এত বড় গন্ডোলা আগে দেখিনি। পাহাড়ের উপর থেকে সোজা নেমে এল নীচে ওয়েজিস (Weggis)-এ, প্রায় জিরো ডিগ্রীতে, এখানে আমাদের বাস অপেক্ষা করছিল।

পরের গন্তব্য লুসার্ন(Lucerne) শহর। লুসার্ন পর্যটকদের মেলাক্ষেত্র। বহু দেশের বহু মানুষের ভীড় এখানে। অনেক ভারতীয়ও দেখছি। সব দোকানেই কেনাকাটার ভীড়। সুন্দর লেকই বড় আকর্ষন। প্রাথমিক কিছু ঘোরাঘুরির পর কাঠের চ্যাপেল ব্রীজে গেলাম। লুসার্ন-এ এই ব্রীজ বিশেষ দ্রষ্টব্য। ১৩৩৪ এ কাঠের এই ব্রীজ রিউস (Reus) নদীর উপর তৈরী হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে সুন্দর পেইন্টিংএ সজ্জিত করা হয়। ১৯৯৩-তে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ব্রীজটি, মেরামতও করা হয়। ইউরোপের সবচাইতে পুরনো কাঠের ব্রীজ এটি এবং বিশেষ আকর্ষনীয় বস্তু। নিকটের সেন্টপিটার্স চ্যাপেল অনুযায়ী চ্যাপেল ব্রীজ নাম করা হয়।
সুন্দর Lucerne লেকে ক্রুজ নেওয়া হল। এক ঘন্টা ক্রুজ এ ঘোরা হল। গরম পিছু ছাড়ছে না ফলে ঘুরে বেড়ানোগুলো ভাল করে উপভোগ করা যাচ্ছে না। রোদে থাকাই কঠিন। উষ্ণায়ণ কি করছে সেটা ভালই মালুম হচ্ছে এসে। প্যারিস এ তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রী চলছে, শুনলাম। এরপর গেলাম লায়ন মনুমেন্ট, যেটা আগেও দেখেছি। ফরাসি বিপ্লবের সময় আঠার শতকে সুইস গার্ডদের হত্যার ঘটনার উপর এই ভাস্কর্য সৃষ্টি। এখানে পূণ্যলাভের আশায় কিছু কুসংস্কারচ্ছন্ন মানুষ নীচের জলে পয়সা ছেড়ে যা অনেক জায়গাতেই দেখেছি।
ভারতীয় রেস্তোরাঁতে ডিনার করে প্রিয় জোরেনবার্গে ফিরে এলাম। একটু রাতে আমরা কয়েকজন রেস্তোরাঁর বাইরের অংশে বসেছিলাম, ঠান্ডাও ছিল। দলের চন্দ্রজিৎ ভাল গান করে জানলাম। সুন্দর কিছু গান শোনাল, টেবিলে অবশ্যই শীতল বিয়ারও ছিল। মনে রাখার মত একটা সময় কাটল।

৫ জুলাই ২০১৯: আজ জুরিখ হয়ে ফেরার পালা। জোরেনবার্গই সবথেকে ভাল লেগেছিল। দেরিতে বেরোনো হবে তাই পাপান ও আমি একটু ঘুরতে বেরোলাম। ছোট জায়গা অদ্ভুত মনোরম, সারাদিন থাকতে পারলে হত। সুইজারল্যান্ডে বড় শহর বা ট্যুরিস্ট এলাকা ছাড়া সব জায়গায় বাড়ী আছে, গাড়ী আছে কিন্তু মানুষ প্রায় চোখেই পড়ে না। নিউজিল্যান্ডকে জনহীন প্রান্তর মনে হত। মনে হত সাদা ভেড়ার দেশে এসেছি। বেরিয়ে প্রথমে লিন্ডট (Lidnt) চকোলেট ফাক্টরী এলাম। ওদের শপে একটু ঘোরা। হল, ৯৯% কোকো চকলেট কিনলাম। এরপর জুরিখ শহরে দু ঘন্টা পায়ে হাঁটা ট্যুর হল, জুরিখ লেক পর্যন্ত। তারপর লাঞ্চ, শহরকে আকর্ষনীয় কিছু লাগল না। শুধুই কাজের শহর। তিনদিনের ইভনিং ফেস্টিভ্যাল শুরুর প্রস্তুতি চলছে। পাঁচশ বছর আগে জুরিখ অঞ্চল সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে অন্তর্ভূতি উপলক্ষে প্রতি তিনবছর অন্তর এই মেলা হয়। পৃথিবীর নানা দেশের খাবার স্টল বসছে। এই মেলার জন্য শহরের ভিতরে গাড়ীর প্রবেশ নিষেধ ফলে আমাদের হেঁটে ঘুরতে হল। যাদের হাঁটার অসুবিধে রয়েছে, তাদের বেশ সমস্যা। এবার ফেরার পালা শুরু হল। জুরিখ এয়ারপোর্ট বেশ ভাল লাগল, দুবাই এর মত ভীড় নেই তাই।

৬ জুলাই ২০১৯: ঝিমিয়ে তুলে, ডাইনে কাত বাঁয়ে কাত হয়ে রাতের উড়ান চললো, ভোরে দুবাই। আবার প্রতীক্ষা, লাউঞ্জে এলাম পাপান ও আমি।

জোরেনবার্গ গ্রাম আমার সব থেকে ভাল লেগেছে। আমাদের দেশের অর্থে গ্রাম না বলে স্বপ্নের সজ্জিত শহর বলতে হবে। যার স্মৃতি স্বপ্নে অনেকদিন ঘোরাফেরা করবে।

খাওয়া বসার ভাল ব্যবস্থা রয়েছে। কোনো রকমে সময় কাটানো, দুপুরের উড়ানের জন্য। পরের উড়ানে দুবাই থেকে সন্ধ্যার পর কলকাতা।ইউরোপ ভ্রমণের সময় কিছুটা সুইজারল্যান্ড দেখেছিলাম। এবার এই দেশের অনেকটা ভাল করে দেখা ঘোরা হল। সুইস কান্ট্রিসাইড অদ্ভুত সুন্দর পাহাড়, লেক, নদী দিয়ে অপরূপভাবে সাজানো। জোরেনবার্গ গ্রাম আমার সব থেকে ভাল লেগেছে। আমাদের দেশের অর্থে গ্রাম না বলে স্বপ্নের সজ্জিত শহর বলতে হবে। যার স্মৃতি স্বপ্নে অনেকদিন ঘোরাফেরা করবে।ভ্রমণ সুন্দর হয় জায়গার গুণে, ভ্রমণসূচীর গুণে এবং ভ্রমণ সঙ্গীর গুণে,যার সবকটিই এই সুইজারল্যান্ড ভ্রমণে অনুভব করলাম।।

প্যারিস সুন্দরী

- সমীর কুমার পাল

আমি ও আমার স্ত্রী ২০১৯-এর এপ্রিলের ২৬ তারিখ থেকে ১২ মে পর্যন্ত ইউরোপ ট্যুরে গিয়েছিলাম। এই ট্যুরের সতেরো দিনে আমরা ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, লুসান, জুরিক, লিচেনস্টাইন, ইন্সব্রুক, মিউনিক, ভেনিস, রোম, ভ্যাটিকান সিটি ঘুরেছিলাম।

তার মধ্যে আমি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস বা প্যারিস সুন্দরীর গল্প আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আমরা বেলজিয়াম দেখে ইন্ডিয়ান রেষ্টুরেন্টে ডিনার করে প্যারিসের হোটেলে উঠলাম। এই ট্যুরে আমরা সব সময় কোন ইন্ডিয়ান রেষ্টুরেন্টে সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে ডিনার সেরে হোটেলে উঠতাম, এটাই এই ট্যুরের নিয়ম ছিল। ২রা মে হোটেলে ভালো টিফিন করে আমাদের প্যারিস ভ্রমন শুরু হল আইফেল টাওয়ারের ভিউ পয়েন্ট থেকে। এখান থেকে সুন্দর ভাবে আইফেল টাওয়ারকে দেখা যায়। এখানে আমরা অনেক নিগ্রো ফেরিওয়ালার দেখা পেলাম। শুনলাম এদের কারোর এদেশের নাগরিকত্ব নেই। তাই এরা সব সময় এখানকার পুলিশের ভয়ে ভয়ে থাকে। আপনি যদি এদের কাছ থেকে কিছু কেনেন আর সেই সময় পুলিশ আসে তাহলে এরা দাম না নিয়ে চলে যাবে। আবার এও হতে পারে আপনি দাম দিয়েছেন কিন্তু ফেরৎ নেওয়া হলো না ওরা চলে গেল। এরা দোকানের থেকে অনেক কম দামে জিনিষ বিক্রয় করে। এদের কাছে জিনিষ কিনতে আপনাকে সঙ্গে করে ক্যাশ নিয়ে যেতে হবে কোন রকম কার্ড চলবেনা। আমাদের দেখে এরা বম্বে বম্বে বলে আমাদের সম্মোধন করছিল। আমরা কোলকাতা বলতে ওরা শুরু করল চল চল। বিদেশে এসে চল চল বলে সম্মোধন, তাও আবার নিগ্রো ফেরিওয়ালদের মুখে। কি সুন্দর লাগছিল তা বলে বোঝানো কঠিন। অনেক ফটো তোলার পর আমরা বাসে করে সিটি ট্যুর করতে করতে Louvre মিউজিয়ামে এলাম।

সময় খুব অল্প থাকায় আমরা প্রথমে বিখ্যাত মোনালিসার ছবি দেখে চোখ সার্থক করলাম।

আমাদের বাস পার্কিং করা ছিল আন্ডার গ্রাইন্ডে। Louvre মিউজিয়ামের অনেকটা অংশ এখন আন্ডার গ্রাউন্ডে। Louvre মিউজিয়ামের স্থান সংকুলানের জন্য ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মিতেরার নির্দেশে চীনা স্থাপতি লি পেই প্রাসাদের পরিবর্তন না ঘটিয়ে প্রাসাদের তলদেশে স্থান বাড়ান, তাই এই ব্যবস্থা। এখন মিউজিয়ামে দুই ভাবে প্রবেশ করা যায়। কাচের তৈরী আপ সাইড পিরামিডের মধ্যে দিয়ে অথবা আন্ডার গ্রাউন্ডের বাস পার্কিং দিয়ে। বাস পার্কিং থেকে উঠে আমরা প্রথমে লাঞ্চ করে ডাউন সাইড পিরামিডের সামনে লাইনে দাঁড়ালাম। প্রথম গেটে সিকিউরিটি চেকিং ও পাস দেখিয়ে আপ সাইড পিরামিডের নিচে এলাম। এরপর আবার টিকিট দেখিয়ে মিউজিয়ামে ঢোকার অনুমতি পেলাম। সময় খুব অল্প থাকায় আমরা প্রথমে বিখ্যাত মোনালিসার ছবি দেখে চোখ সার্থক করলাম।

এখানে অনেক বিখ্যাত ছবি ও মূর্তি আছে। অনেক সময় নিয়ে গেলে তা দেখা সম্ভব। Louvre মিউজিয়াম দেখার পর আমরা এবার এলাম আইফেল টাওয়ারে। আমাদের আইফেল টাওয়ারের তিন তলা পর্যন্ত ওঠার প্রোগ্রাম থাকলেও আমরা দু-তলার টিকিট পাই। তখন তিনতলার কাজ চলছিল বলে টিকিট পাওয়া যায়নি। আইফেল টাওয়ার প্যারিসের চ্যাম্ফ দেমার্স (Champ de Mars) অঞ্চলে সেইন নদীর কাছে অবস্থিত। ১৭৮৯ সালে যে ফরাসী বিপ্লব হয়েছিল তার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্যারিসে একটি বিশ্ব মেলার আয়োজন হয় ১৮৮৯ সালে। এই মেলার প্রবেশ পথ হিসাবে টাওয়ারটি তৈরী হয়েছিল। টাওয়ারটি তৈরী করতে ১৮৮৭ থেকে ১৮৮৯ সাল এই দুইবছর সময় লেগেছিল। অধিক উচ্চতায় কাজ করতে সক্ষম এক্রভাট সম্প্রদায়ের শ্রমিকরা এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। জন্মলগ্নে এই টাওয়ারটি কালো কাঁচা লোহার তৈরী বলে অনেকেই অবজ্ঞা করেছিল। কিন্তু আজ এটি পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য হিসাবে দাড়িয়ে আছে। এর ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন গুস্তাভ আইফেল। তার নাম অনুযায়ী এই টাওয়ারটির নাম আইফেল টাওয়ার । টাওয়ারটির বেস এরিয়া ১২৫ মিটার এবং তিনটি তলা ও রেডিও এরিয়াল নিয়ে মোট উচ্চতা ৩২৪ মিটার। তিন তলার প্লাটফর্মটি ২৭৬ মিটার উচ্চতায়।

তৃতীয় তলায় গুস্তাভ আইফেলর একটি থাকার জায়গা ও ল্যাবোরেটারী আছে। যা এখন সাধারণের জন্য খোলা আছে।

প্রথমতলা ৫৭ মিটার এবং দ্বিতীয় তল ১১৫ মিটার । প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় যেতে গেলে লিফট আছে। এছাড়া ৬০০ সিরি পার করে আপনাকে দ্বিতীয় তলার প্লাটফ্রমে যেতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় রেস্তোরাঁ আছে। তৃতীয় তলায় গুস্তাভ আইফেলর একটি থাকার জায়গা ও ল্যাবোরেটারী আছে, যা এখন সাধারণের জন্য খোলা আছে। নিচে থেকে দ্বিতীয়তলায় উঠতে লিফ্ট - এর দুইটি কেবিন একটা একটার মাথায় চাপান। দুইটি কেবিনে ২৫, ২৫ মোট ৫০ জন যাত্রী যেতে পারে, দ্বিতীয়তলা থেকে টপে যেতে মাঝে একবার লিফট চেঞ্চ করতে হবে। এই লিফ্ট ৬৫ জন যাত্রীবহন করতে পারে। রাতের আলোয় সেইন নদীতে ভাসতে ভাসতে আইফেল টাওয়ার দেখে আমরা প্যারিস ভ্রমণ শেষ করলাম।

মরুবালি - নোনাজল - প্রেমের জয়গান

- রঞ্জিতা সাহা

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি !
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী -
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু ....."

বিশাল বৈচিত্র্যময় পৃথিবীকে একটু দেখার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি বারবার কাছে, দূরে - যখন যেমন সুযোগ সুবিধা হয়। এবার চলেছি পশ্চিম এশিয়ার বৈচিত্রে ভরা দুটি ছোট দেশ দেখতে - জর্ডান ও ইসরাইল।
আকারে ছোট হলেও বৈচিত্র্য আর বৈপরীত্য ভরা এই দুটি দেশ।

প্রায় ঘণ্টা চারেক যাত্রার পর আমরা অবশেষে পৌঁছালাম আমাদের রাতের আস্তানায়, তখন চারিদিক গাঢ় অন্ধকার - মরুভূমির মাঝে ছোট ছোট কটেজ আর তাঁবু নিয়ে রিসর্ট তৈরী হয়েছে।

একদিকে আমরা দেখব প্রকৃতির বিস্ময় মরুসাগর, অন্যদিকে দেখব মানুষের তৈরি হাজার হাজার বছর প্রাচীন শহর পেট্রা, জেরিকো, জেরাস - ভ্রমণ তালিকায় যেমন আছে ক্ষমাপ্রেম-মানবতার জয়গান গাওয়া মহামানব যিশুখ্রিস্টের স্মৃতিবিজড়িত নানা পুণ্যস্থান, অন্যদিকে তেমনই আছে হিংসা, ঘৃণা আর অবিরাম যুদ্ধ জর্জরিত দুটি দেশ ইসরায়েল ও প্যালেস্টাইন।

" **এলেম নতুন দেশে "।** ২০১৯ সালের ৮ই নভেম্বর সকালে কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এমিরেটসের বিমানে চড়ে দুবাই হয়ে বিকেলে পৌঁছে গেলাম আমরা জর্ডানের রাজধানী আম্মান-এর কুইন আলিয়া বিমানবন্দরে, তখন বিকেল, ভারত থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় পিছিয়ে।

সেখান থেকে সোজা রওনা হলাম প্রায় 300 কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ জর্ডনের পাথুরে মরুভূমি ওয়াদি রাম এর উদ্দেশ্যে। দিনের শেষ আলোয় দেখেছিলাম নতুন দেশটাকে। শহর ছাড়তেই দু'পাশে শুষ্ক, উষ্ণ রুক্ষ মরুভূমি - পথে লোকজন কম। প্রায় ঘণ্টা চারেক যাত্রার পর আমরা অবশেষে পৌঁছালাম আমাদের রাতের আস্তানায়, তখন চারিদিক গাঢ় অন্ধকার - মরুভূমির মাঝে ছোট ছোট কটেজ আর তাঁবু নিয়ে রিসর্ট তৈরী হয়েছে।

অনেকখানি এলাকা জুড়ে, অন্ধকারে সবটা ভালো করে বোঝা গেল না। খোলা জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে বসার ব্যবস্থা রয়েছে। বিশাল একটা তাঁবুতে আমরা ওদেশীয় নানা সুস্বাদু পদ দিয়ে নৈশভোজ সেরে কটেজে ফিরলাম।

কটেজগুলোর ভিতরে সমস্ত আধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে। জীবনে প্রথমবার মরুভূমিতে নিশিযাপন - ক্লান্ত শরীর আর আনন্দ ভরা মন নিয়ে নরম বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লাম।

চরণতলে বিশাল মরু দিগন্ত বিলীন। আগের দিন রাতের অন্ধকারে জায়গাটা ভালো করে দেখা হয়নি তাই পরদিন সকালে আলো ফুটতেই হালকা গরম জামা গায়ে চাপিয়ে পায়ে পায়ে বেরিয়ে পড়লাম চারপাশটা দেখবো বলে। সূর্যের নরম আলোয় চারদিক দেখে মনটা জুড়িয়ে গেল।

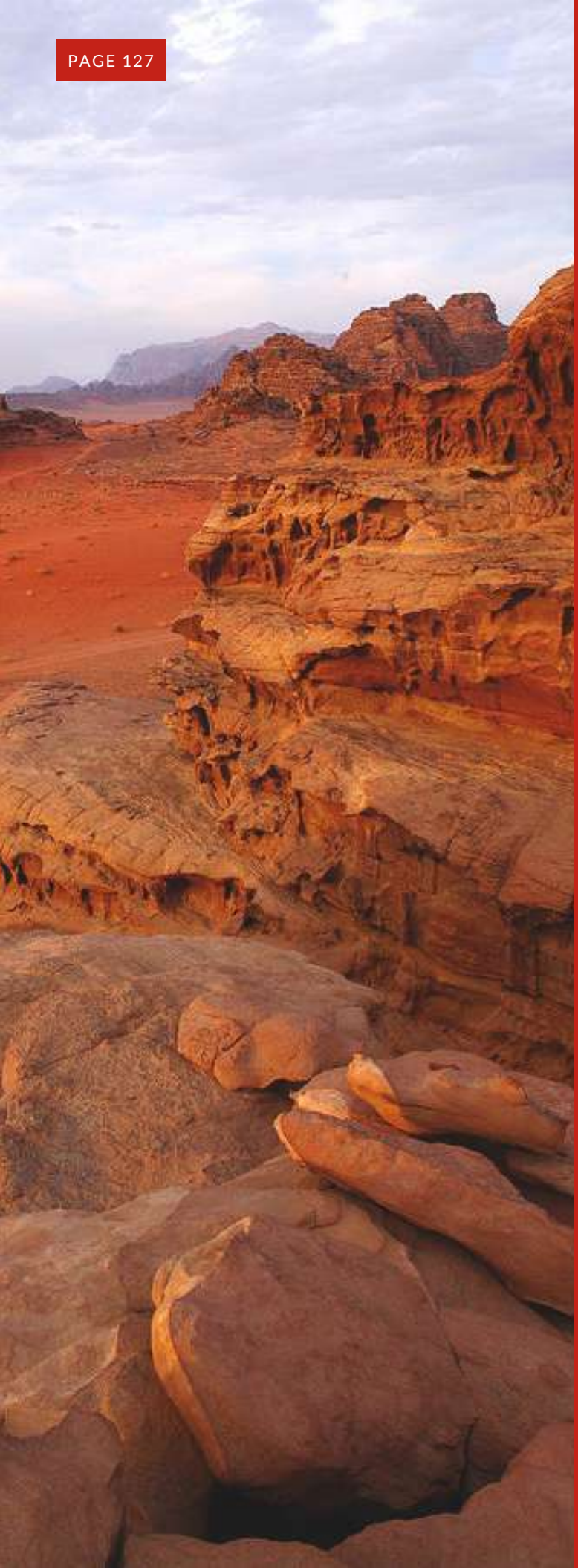

যতদূর চোখ যায় হাল্কা লাল রঙের উঁচু-নিচু ঢেউয়ের মতো বালির টিবি - সূর্যের আলো পড়ে কোথাও গোলাপি কোথাও বা সোনালী দেখাচ্ছে - সেই বালির সমুদ্রের মাঝে মাঝে জেগে আছে গোলাপি বেলে পাথর ও গ্রানাইট পাথরের খাড়া অদ্ভুত-দর্শন পাহাড় - হাজার হাজার বছর ধরে জল-হাওয়ায় ক্ষয় হয়ে পাথরের গায়ে এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক কারুকার্য - পাহাড় গুলির মাঝে মাঝে অতলস্পর্শী খাড়া খাদ। এমনই এবড়োখেবড়ো উঁচুনিচু বন্ধুর ভূমির জন্য Wadi Rum কে 'Valley of Moon' বলা হয়। চারদিকে অপার্থিব শান্তি আর নিস্তব্ধতা - আমাদের মতো শহুরে মানুষেরা খুব কম সময়ই যা অনুভব করার সুযোগ পায় ।

প্রাতরাশের পর খোলা জিপ করে বেরিয়ে পড়লাম মরু অভিযানে, পরিষ্কার নীলাকাশে ঝকঝকে সোনা রোদ উঁচু নীচু বালির টিবির উপর দিয়ে বালি উড়িয়ে চলেছে জিপ - মনে মনে নিজেকে আরব বেদুইন বলে মনে হচ্ছে। ১৯৬২ সালের বিখ্যাত হলিউড সিনেমা ‘লরেন্স অফ আরবিয়া' র কিছু অংশের শুটিং হয় এখানেই। মরুভূমির মধ্যে মরু উপজাতি নাভাতিয়ানদের আস্তানায় গিয়ে চা খাওয়া হলো, টুকটাক কেনাকাটা ; দেখলাম এই মরুভূমির মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া প্রাচীন সিল্ক রুটের ক্যামেল স্টেশন, যেখানে ক্যারাভান গুলি বিশ্রাম নিত। ঘন্টা দুয়েক জিপ সাফারির পর রির্সটে ফিরে এলাম। বিশাল বিশাল নকশা করা কম্বল ও কাপড়ের তাঁবুতে নানা দেশের পর্যটকদের সাথে এলাহি মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন । খাদ্যতালিকায় নানা ধরনের মাংস, রুটি ও আরো কত কিছু। মধ্যাহ্নভোজের শেষে আমরা রওনা হলাম হাজার হাজার বছর প্রাচীন প্রস্তর নগরী পেট্রা-র উদ্দেশ্যে, দুরত্ব একশো কুড়ি কিলোমিটার।।

"হে অতীত তুমি হৃদয়ে আমার কথা কও, কথা কও।" ওয়াদি মুসা মরুর মাঝে পাহাড় কেটে গড়ে তোলা সহস্রাব্দ প্রাচীন পেট্রা নগরীর সুদীর্ঘ সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। এটি ছিল উপজাতি নাভাতিয়ানদের বাণিজ্য নগরী। যেখান দিয়ে প্রাচ্য থেকে প্রাশ্চাত্যের দেশগুলিতে রেশম, সুগন্ধি ও মশলার বাণিজ্য হত । খ্রিস্টপূর্ব 800 সাল থেকে ১০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পেট্রা ছিল নাভাতিয়ান সাম্রাজ্যের রাজধানী । গ্রীক ও রোমানরা এই সমৃদ্ধ শহরকে দখল করার জন্য বারবার আক্রমণ চালায় এবং শেষ পর্যন্ত ১০৬ খ্রিস্টাব্দে রোমানরা পেট্রা দখল করে নেয়। পরবর্তী প্রায় আড়াইশো বছর তাদেরই অধিকারে ছিল পেট্রা । ৩৬৩ খ্রিস্টাব্দের এক ভূমিকম্পে নগরীর অনেকাংশ ধ্বংস হয়ে যায় । কালের নিয়মে ধীরে ধীরে গুরুত্ব হারাতে হারাতে পেট্রা একসময় পরিতক্ত নগরীতে পরিণত হয়, মুছে যায় মানুষের মন থেকে । সুদীর্ঘকাল মরু পাহাড়ের মধ্যে অবহেলায় অগোচরে থেকে যায় এই প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ । অবশেষে ১৮১২ সালে Johann Ludarig Burckhardt নামে এক সুইস আবিষ্কারকের উদ্দ্যোগে এই লস্ট সিটি পুনরাবিষ্কৃত হয় এবং আধুনিক সভ্য জগৎ এই শহরের সুমহান অতীত গৌরব সম্পর্কে জানতে পারে । গ্রীক শব্দ 'পেট্রা' যার অর্থ পাথর থেকেই এই প্রস্তর নগরীর নামকরণ হয়েছে ।

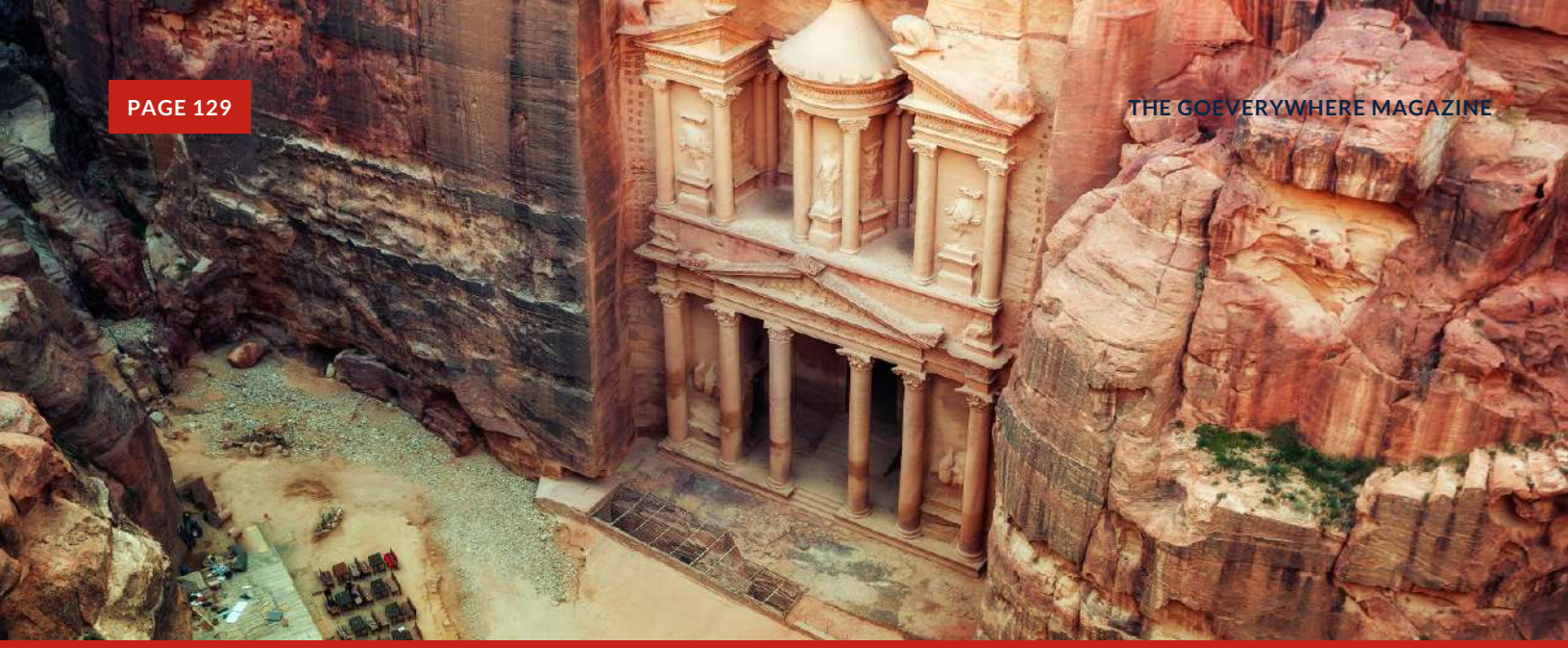

দেখে মনে হচ্ছিল যেন দু'পাশের পাহাড় একটু সরে গিয়ে মাঝে গলিপথ করে দিয়েছে চিচিং ফাঁকের মত । সেই খাড়া পাথরের দেওয়ালের মাঝে ক্যানিংয়ের মত সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা পথ ধরে আমরা এগিয়ে চললাম গাইড এর কাছে নানা গল্প শুনতে শুনতে।

এই অসাধারণত্বের জন্য পেট্রা পৃথিবীর নব সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে নিজের স্থান দখল করে নিয়েছে। ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো একে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা হয়েছে। রাতটা হোটেলে কাটিয়ে পরদিন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম প্রাচীন পেট্রা শহর দেখতে। ২৬৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ধ্বংসাবশেষের যতটা বেশি সম্ভব দেখে নিতে চাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে । পেট্রার সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে কোন মোটরগাড়ির প্রবেশাধিকার নেই, যারা এতটা পথ হেটে যেতে পারবেন না বা যারা প্রাচীন সময়ের এর স্বাদ নিতে চান তাদের জন্য আছে ঘোড়ায় টানা দু চাকার গাড়ি।

প্রবেশপথ দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই প্রথমে জায়গাটি দেখে মিশরের ভ্যালি অফ কিংস এর কথা মনে পড়ে যায়, অবিকল ওই রকম পাথরের পথের দু'পাশে অল্প উঁচু পাহাড়ের ঢিবির ওপর পাথরের তৈরি ছোট বড় সমাধিমন্দির বা Tomb । কিছুদুর যাওয়ার পর দু'পাশের উঁচু পাথরের দেয়াল খুবই কাছাকাছি এসে পথটাকে একদম সংকীর্ণ করে দিলো। দেখে মনে হচ্ছিল যেন দু'পাশের পাহাড় একটু সরে গিয়ে মাঝে গলিপথ করে দিয়েছে চিচিং ফাঁকের মত । সেই খাড়া পাথরের দেওয়ালের মাঝে ক্যানিয়নের মত সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা পথ ধরে আমরা এগিয়ে চললাম গাইড এর কাছে নানা গল্প শুনতে শুনতে | দুপাশের বেলে পাথরের লাল, গোলাপি, হলুদ রঙের বিভিন্ন শেডের ব্যান্ড বা পাতলা স্তর দেখা যাচ্ছে, সূর্যের আলো পড়ে অপূর্ব গোলাপী আভা বেরিয়ে আসছে পাথরের গা থেকে - বুঝলাম পেট্রাকে কেন রোজ রেড সিটি বলা হয়। দুপাশের দেওয়ালে স্থানে স্থানে নানা চিহ্ন, মূর্তি, মন্দির, লিপি খোদাই করা আছে। পাথরে বাঁধানো পথের দু'পাশে পাথরের দেওয়ালের ধার বরাবর জল যাওয়ার নালা করা আছে, কোথাও কোথাও এখনো পোড়ামাটির পাইপের অংশ অক্ষত অবস্থায় দেখা যায় । মরুভূমির মাঝে হঠাৎ হওয়া প্রবল বৃষ্টির জলকে নাভাতিয়ানরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজে লাগতে জানতো, বাঁধ দিয়ে বৃষ্টির জলকে আটকে রেখে কাজে লাগাতো ।

এখনও এখানে প্রাচীন বাঁধের অবশেষ দেখা যায়। এইসব দেখতে দেখতে ১.২ কিমি পথ হেঁটে পৌঁছালাম পেট্রার সবচেয়ে সুদৃশ্য ও সর্বাধিক প্রচারিত ও পরিচিত সৌধ Al Khazana বা Treasury Building এর সামনে। গ্রিক ও রোমান স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত বড় বড় থাম দিয়ে সাজানো এই সৌধ নাভাতিয়ান রাজা চতুর্থ আরেটাস-এর সমাধিসৌধ হিসেবেই প্রথম শতাব্দীতে তৈরি করা হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। তবে প্রচলিত জনশ্রুতি হল যে এই সৌধের নিচে ফ্যারাওয়ের সম্পত্তি লুকিয়ে রাখা আছে। এমনই রহস্যে মোড়া ট্রেজারি বিল্ডিং-এর ভিতরে প্রবেশের উপায় নেই, বাইরে থেকেই দেখে সন্তুষ্ট হতে হয়। আল-খাজানার ডানপাশের পথ দিয়ে আরও এগিয়ে চললাম, এখানে উপত্যকা অনেক উন্মুক্ত, চারপাশে পাথরের স্তুপের ওপর বড় বড় Tomb বা সমাধিমন্দির আছে। আছে পাহাড়ের চ্যাপ্টা মাথায় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য স্থান। হাই প্লেস অফ স্যাক্রিফাইস,পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাওয়া যায় সেখানে। পেট্রার অন্যতম আকর্ষণ হলো পাথর কেটে তৈরি বিশাল অর্ধবৃত্তাকার রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটার, ৪০০০ থেকে ৫০০০ মানুষ একসাথে বসে অনুষ্ঠান দেখতে পারেন সেখানে।

রোম-এর বাইরে এত বড় প্রাচীন অ্যাম্ফিথিয়েটার পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। পেট্রার উল্লেখযোগ্য আরও সৌধগুলি হল "Ad Deir, Qosr-at-Bint, The Lion Triclinium, Great Temple, The Church - সারাদিন দেখেও শেষ করা যায় না। রাতেও পেট্রা দেখার সুযোগ আছে। রহস্যময় প্রাচীন এই শহর দেখে আমরা ফিরে এলাম আধুনিক আম্মান-এ। পরদিন আম্মান থেকে আমরা চললাম ৪৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত প্রাচীন শহর জেরাস-এর ধ্বংসাবশেষ দেখতে। ইতালির বাইরে এত ভালোভাবে সংরক্ষিত রোমান স্থাপত্যের নিদর্শন পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। প্রাচীন শহরে প্রবেশের মুখে সুন্দর কারুকার্য করা গেট, নানা মূর্তি তাতে খোদাই করা। শহরের দুই প্রান্তে দুটি ছোট এম্পিথিয়েটার প্রায় অক্ষত অবস্থায় আছে, আর আছে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে রথ যাওয়ার জন্য দুপাশে সুদৃশ্য থাম দিয়ে সাজানো চওড়া করিডোর। দেখলাম রথের দৌড়ের মাঠ, পাশে গ্যালারি করা। সারা শহর জুড়ে ছড়িয়ে আছে নানা রোমান দেব-দেবীর ছোট, বড় মন্দির। শহরের মাঝখানে ৬৪ টি প্রায় অক্ষত উঁচু কলাম বা থাম দিয়ে ঘেরা বিশাল গোল চত্বরটি খুব ভালো লাগলো।

চলে এলাম মাউন্ট অফ টেম্পটেশন্ দেখতে। দূর থেকে দেখলাম সেই অনুচ্চ পাহাড় যার এক গুহায় ব্যাপটাইজেশনের পর যীশুখ্রীষ্ট ৪০ দিন ৪০ রাত উপবাসে থেকে ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন।

জেরাস থেকে ফেরার পথে দেখলাম দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত মুসলিম দুর্গ Ajlouin Castle। দুর্গের ছাদ থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। **"আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ"।** কিছুদিনের জন্য জর্ডানকে বিদায় জানিয়ে পরদিন আমরা রওনা হলাম ইজরায়েলের দিকে । আম্মান থেকে ইজরায়েলের সীমানা বেশী দূরে নয়, দুই দেশের মাঝে আছে Allenby Bridge , ইজরায়েলে ইমিগ্রেশনের সময় লক্ষ্য করলাম যে আমাদের পাসপোর্টে কোন স্ট্যাম্প দেওয়া হলো না, পরিবর্তে একটা আলাদা কাগজের স্লিপ দেওয়া হল, জানলাম পাসপোর্টে ইজরায়েলের স্ট্যাম্প থাকলে বিশ্বের কিছু রাষ্ট্র তাদের দেশে ঢোকার অনুমতি দেয় না, তাই এই ব্যবস্থা । অভিবাসনের কাজকর্ম মিটিয়ে নতুন দেশের নতুন যানে চেপে বেরিয়ে পড়লাম নতুন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ।

ইজরায়েলে আমরা যেসব স্থান দেখবো তার বেশিরভাগই যিশুখ্রিস্টের জীবনের সাথে সম্পর্কিত। এই ভূখন্ডই যীশুর জন্মভূমি এবং কর্মভূমি।

বাসের জানালা দিয়ে চার-পাশটা দেখতে দেখতে চলেছি । এই সময় আবহাওয়া মনোরম, না শীত না গরম, উজ্জ্বল রোদ। জর্ডনের থেকে এই দেশ অনেক বেশি সবুজ ।

রাস্তার দু'পাশে চাষের ক্ষেত, তাতে সেচের মাধ্যমে নানা ফসলের চাষ হচ্ছে। উন্নত সেচ ব্যবস্থার জন্য ইজরায়েল পৃথিবী বিখ্যাত | রাস্তার ধারে ফলের দোকানগুলোতে কমলালেবু, মুসাম্বি, আঙ্গুর, আপেল আরো নানারকম ফল, বিভিন্ন ধরনের বাদাম থরে থরে সাজানো, যেমন তার আকার তেমন রং । নাতিশীতোষ্ণ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর দেশ বলে ইজরাইলে এত ভালো ফল জন্মায় । চারদিকে শান্তিপূর্ণ, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দেখে মনেই হয় না যে দেশটার একপ্রান্তে অবিরাম হয়ে চলেছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।এইসব দেখতে দেখতে ভাবতে ভাবতে চলে এলাম মাউন্ট অফ টেম্পটেশন্ দেখতে। দূর থেকে দেখলাম সেই অনুচ্চ পাহাড় যার এক গুহায় ব্যাপটাইজেশনের পর যীশুখ্রীষ্ট ৪০ দিন ৪০ রাত উপবাসে থেকে ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন।

কেবল্ কারে করে পৌঁছে যাওয়া যায় সেই গুহায় । সেখানে এখন চার্চ তৈরি হয়েছে । এরপর এক এক করে দেখা হলো পৃথিবীর প্রাচীনতম শহর বলে বিখ্যাত জেরিকোর ধ্বংসাবশেষ, যা ১১ হাজার বছর প্রাচীন, Site of Annunciation-এ নির্মিত বিশালাকার চার্চ যেখানে Angel Gabriel মেরীকে এসে প্রথমে জানান যে ঈশ্বরের পুত্র যিশু মেরীর গর্ভে সন্তান হয়ে আসছেন ; Wedding Church at Cana যেখানে অবস্থিত প্রাচীন সিনাগগে এক বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে এসে যীশু জলভর্তি পিপে কে স্পর্শ করে তাকে আঙ্গুর রস বা Wine-এ পরিণত করেছিলেন। সেই প্রাচীন সিনাগগে ধ্বংসাবশেষের উপরই নতুন চার্চটি নির্মিত হয়েছে । চার্চের নিচে গিয়ে সযত্নে সংরক্ষিত সিনাগগের ধ্বংসাবশেষের অংশ ও মৃৎপাত্রর টুকরো দেখে এলাম । বহু ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান এখানে বিয়ে করার জন্য আসেন এমনকি বিয়ের বহু বছর পরেও অনেক দম্পতি চার্চে এসে বিয়ের শপথ মন্ত্র পাঠ করেন, তাদের বিশ্বাস এতে দৃঢ় হবে বন্ধন | চার্চ থেকে বেরিয়ে দেখলাম আশপাশের স্মারকবিপণীগুলিতে ছোট বড় ওয়াইনের বোতল বিক্রি হচ্ছে যিশুখ্রিস্টের এই মিরাকেলের স্মৃতি সম্মানে। সেদিন রাতে আমরা আশ্রয় নিলাম গ্যালিলি সাগরের তীরে নাজারেথ এর অনুচ্চ পাহাড়ের উপর এক সুন্দর হোটেল। হোটেল থেকেই গ্যালিলি সাগরের নীল জলের বিস্তার দেখা যাচ্ছিল । ইজরায়েল ভ্রমণপর্বে প্রতিটি হোটেলে, চার্চে, রাস্তায়, দ্রষ্টব্য স্থানে দেখা হয়েছে নানা দেশ থেকে আসা খ্রিস্টান পূণ্যার্থীদের বড় বড় দলের সাথে।

দলে বয়স্ক মানুষের সংখ্যাই বেশি, তারা এসেছেন জীবনের সেরা তীর্থযাত্রায়। The holy Trail এ, ঠিক যেমন আমাদের এখানে দল বেঁধে পুণ্যার্থীরা যায় হরিদ্বার, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, বৈষ্ণোদেবী বা চারধাম যাত্রায়। **"আজি শুভদিনে পিতার ভবনে অমৃতসদনে চলো যাই"** - পরদিন সকাল থেকে গ্যালিলি সাগরে ঘিরে থাকা অল্প উঁচু পাহাড়ের কোলে অবস্থিত যীশুর স্মৃতিবিজড়িত নানা স্থান ঘুরে দেখলাম। এই নাজারেথে যীশুর পিতা মাতা জোসেফ ও মেরীর বাড়ি। এখান থেকেই তারা জনগণনার জন্য বেথলেহেম যান যেখানে যীশুর জন্ম হয়। তাই নাজারেথ খ্রিষ্টধর্মের কাছে অত্যন্ত পবিত্র ভূমি। এখানে আমরা দেখলাম Church of Beatitudes , যেখানে যীশু সাতটি প্রধান Sermon বা পালনীয় ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন, The church of loaves and fishes যেখানে গসপেল অনুযায়ী যীশু তাঁর মিরাকলের মাধম্যে পাঁচটি রুটি ও ২টি মাছ হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে তাদের ক্ষুধা মিটিয়ে ছিলেন ; যীশুর অন্যতম প্রধান শিষ্য সেন্ট পিটারের বাড়ি ও White Synagogue-এর ধ্বংসাবশেষ।

এরপর আমরা চললাম গ্যালিলি সাগরে নৌকা বিহারে, গ্যালিলি সাগর নামে সাগর হলেও আসলে পৃথিবীর সবচেয়ে নিচুতে (সমুদ্রতল থেকে প্রায় 686 ফুট বা 209 মিটার নিচে) অবস্থিত মিষ্টি জলের হ্রদ। ইজরায়েলের অর্থনীতি এই হ্রদের উপর অনেকটা নির্ভরশীল । পর্যটকদের ভ্রমণের জন্য রাখা বড় বড় নৌকাগুলি সেই যীশুখ্রিস্টের সময়কার নৌকার আদলে তৈরি। সেই নৌকায় চেপে ঘুরে বেড়ানোর সময় বারবার মনে হচ্ছিলো এই সেই গ্যালিলি সাগর যেখানে পিটার মাছ ধরতেন, যীশুর আশীর্বাদে তাঁর নৌকা ভরে গিয়েছিল মাছে । নৌকা ভ্রমনের পর হ্রদের তীরের এক রেস্তোরাঁয় মধ্যাহ্নভোজনে খাওয়া হল বিশাল আকারের গোটা সেন্ট পিটার মাছ ভাজা। নাজারেথ থেকে আমরা এলাম যীশুর জন্ম শহর বেথলেহেমে । খ্রিস্টানদের কাছে সব থেকে পবিত্র তীর্থ । যে পাহাড়ের গুহায় আস্তাবলে যীশুর জন্ম হয়েছিল সেখানে পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছে বিশাল চার্চ - The Church of Nativity, বিশালাকার দুর্গের মত এই গির্জার প্রবেশ দ্বারটি মাত্র চার ফুট উঁচু, মহামানবের জন্মস্থান দর্শনের সময় মাথা নত করেই প্রবেশ করতে হয় ।

তিনি নিচুস্বরে শুনিয়ে চলেছেন নানা ধর্মকথা, কেউ বা গাইছেন প্রার্থনা সংগীত। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর অবশেষে আমরা এসে পৌঁছলাম গুহার মুখে।

ভিতরে বিশালাকার হলঘরে হাজার হাজার মানুষের ভিড়, পূণ্যার্থীদের দল শৃঙ্খল ভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে মূল গর্ভগৃহের দিকে। পুণ্যার্থীদের বেশিরভাগ দলের সাথে আছেন একজন পুরোহিত বা যাজক। তিনি নিচুস্বরে শুনিয়ে চলেছেন নানা ধর্মকথা, কেউ বা গাইছেন প্রার্থনা সংগীত। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর অবশেষে আমরা এসে পৌঁছলাম গুহার মুখে।

অপ্রশস্ত গুহামুখ দিয়ে একসাথে বেশি লোক প্রবেশ করতে পারে না, তাই এত দীর্ঘ লাইনে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। গির্জার মেঝে থেকে 4/5 ধাপ নিচে নেমে প্রবেশ করলাম গুহায়, গুহাটি খুব বেশী বড় নয়, এক কোণে সুসজ্জিত বেদীর নিচে মেঝেতে ধাতুর উজ্জ্বল তারকা চিহ্ন খোদাই করা - এটাই যীশুর জন্মস্থান হিসেবে বিশ্বাস করা হয়। বেশিক্ষণ ভিতরে থাকার উপায় নেই, প্রণাম জানিয়ে প্রশান্তচিত্তে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বেথলেহেম থেকে প্রায় তিন ঘন্টা যাত্রা করে এক বেলা দেখে এলাম ভূমধ্য সাগরের তীরে অবস্থিত ইজরায়েলের আধুনিক সমৃদ্ধ বন্দর শহর তেল আভিভ। আকাশচুম্বী অট্টালিকা, সুন্দর পার্ক, সমুদ্র সৈকতে সাজানো এই শহর। ভালো লাগলো শহরের প্রাচীন অংশ জাফা। **"বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি"** - ইজরায়েল দেশটার সাথে প্যালেস্তাইন ভূখণ্ড কেমন যেন মিলেমিশে আছে - দুটি দেশের ভৌগোলিক সীমানা খুবই জটিল ও বিতর্কিত। আমরা ইজরায়েলি ভূখণ্ড থেকে ইসরায়েল অধিকৃত প্যালেস্তাইনীয় ভুখন্ডে কখন ঢুকে পড়েছি তা ঠিকমত বুঝতে উঠতে পারিনি - এ যেন ঘরের মধ্যে ঘর।

প্রাচীন জেরুজালেম শহরের সীমানার বাইরে অবস্থিত অনুচ্চ Golgotha পাহাড়ের ওপর ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল যীশুকে

নানা স্থানে শর্তসাপেক্ষ মিত্রতার সূত্রে দুইপক্ষের আপাত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। দুটি দেশের সীমান্ত বরাবর উঁচু চওড়া দেওয়াল, কাঁটাতার দেওয়া সশস্ত্র প্রহরা, প্রবেশ প্রস্থানের অনেক কড়াকড়ি। অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল প্যালেস্টাইনে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি অপরিচ্ছন্ন, ভাঙাচোরা - যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের মতো - দৈনতার ছাপ স্পষ্ট। তারই মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে রাখা প্যালেস্টাইনীয় নেতা ও প্রথম প্রেসিডেন্ট ইয়াসের আরাফাতের সমাধিস্থলটি। দুটি দেশ ধর্মকে হাতিয়ার করে ভূখণ্ড দখলের অবিরত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত।

"হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে" - ইসরায়েল ভ্রমণের একবারে শেষ পর্বে আমরা পৌঁছালাম ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ভাবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ শহর জেরুজালেমে, তিনটি ধর্মের মানুষের কাছে প্রাচীন জেরুজালেম অত্যন্ত পবিত্র তীর্থ - ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম। বর্তমানে ইসরায়েল ও প্যালেস্টাইন উভয় দেশই জেরুজালেমকে এদের নিজের দেশের রাজধানী বলে দাবি করে।। প্রাচীন জেরুজালেম শহরের সীমানার বাইরে অবস্থিত অনুচ্চ Golgotha পাহাড়ের ওপর ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল যীশুকে, পরবর্তীকালে সেখানে পুরো পাহাড় জুড়েই নির্মিত হয়েছে সুবিশাল The Church of Holy Sepulcher, আমরা চলেছি সেই গির্জা ও পূণ্যস্থান দেখতে।

প্রাচীন শহরের যে অপরিসর পথ ধরে আমরা চলেছি, প্রায় 2000 বছর আগে এই পথ দিয়েই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, রক্তাক্ত যীশুকে। চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে সেই দৃশ্য - অবসন্ন দেহে ভারী ক্রুশকাঠ বয়ে নিয়ে চলেছেন যীশু .... মাথায় কাঁটার মুকুট পরানো .... রক্ত ঝরে পড়ছে .... সারা শরীরে অত্যাচারের চিহ্ন তবু মুখে ক্ষমার বানী ... দুচোখ জলে ভরে ওঠে। চলতে চলতে এসে পৌঁছই চার্চের সামনে, সেখানে যে একসময় পাহাড় ছিল দেখে বোঝার কোন উপায় নেই। গির্জার ভিতরে প্রবেশ করে বহু মানুষের ভিড়ে আগে দেখে নিই সেই স্থান ঠিক যেখানে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে রাখা হয়েছিল বলে বিশ্বাস। উঁচু সুন্দর বেদী করে যীশুর মূর্তি দিয়ে সাজানো জায়গাটি, গির্জার উঁচু সিলিং থেকে ঝুলছে নানা ধরনের সুদৃশ্য ঝাড়বাতি। গির্জার ভিতরে বাতাস সুগন্ধে পরিপূর্ণ ; বহু মানুষের ভিড়ে গমগম করছে ভিতরটা, হাজার হাজার মানুষ ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলেছে যীশুর সমাধিস্থল-এর দিকে যে পাথরের গুহায় পুনরুজ্জীবনের আগে পর্যন্ত যীশুর দেহ রক্ষিত ছিল।

বিশাল গির্জার ভিতরে নানা স্থানে খ্রিস্টধর্মের বিভিন্ন শাখায় উপাসনার জন্য সুদৃশ্য বেদি ও নানা ধরনের যীশুর মূর্তি আছে। গির্জার ভিতরে একটি বড় লম্বা পাথরের স্লাব সযত্নে রক্ষিত আছে, এই পাথরটির ওপরই ক্রুশ থেকে নামিয়ে যীশুকে শোয়ানো হয়েছিল বলে বিশ্বাস। ধর্মপ্রাণ মানুষ সকলেই সেই পবিত্র পাথরটিকে স্পর্শ করে মাথা ঠেকাচ্ছিল, অনেকেই পাথরের উপর মাখিয়ে দিচ্ছেন ফ্রানকিনসেস্ জাতীয় সুগন্ধি, কেউ বা প্রিয়জনের ছবি, প্রিয় কোন জিনিস ছুঁয়ে নিচ্ছে পাথরে, নতুন রুমাল দিয়ে পাথরটি মুছে সেটিকে পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দিচ্ছেন অনেকেই। এইসব দেখতে দেখতে অনুভব করলাম বিশ্বাসের রীতি দেশ-ধর্ম নির্বিশেষে একই রকম। The Church of the holy Sepulcher থেকে বেরিয়ে পুরনো শহরের অলিগলি ধরে এগিয়ে চললাম অল্প দূরেই ইহুদি তীর্থস্থান western Wall বা Wailing Wall দেখতে।

রাস্তায় প্রচুর মানুষের ভিড়, বেশিরভাগই দলবদ্ধ হয়ে চলেছে। ইহূদীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র Temple Mount এর ওপর অবস্থিত এই Western Wall। ১৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইহূদি রাজা Herod the Great এখানে যে দ্বিতীয় ইহুদি মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন, সেই ধ্বংস হয়ে যাওয়া মন্দিরের দেওয়ালের অবশেষ হলো Western Wall , ইহুদিদের অত্যন্ত পবিত্র প্রার্থনাস্থল ও ধর্মীয় কেন্দ্র। বর্তমানে অবশিষ্ট দেওয়ালটি ৪৮৮ মিটার (১৬০১ ফুট) দীর্ঘ ও ১৯ মিটার (৬২ ফুট) উঁচু, বিশাল বড় বড় চুনা পাথরের চৌকো ব্লক দিয়ে তৈরি। সিকিউরিটি চেক এরপর গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেই সামনে চোখ আটকে গেল বিশাল উঁচু বিস্তৃত সাদা রঙের পাথরের দেওয়ালে - সেই বিখ্যাত Western Wall, দেওয়ালের সামনে পাথরে বাঁধানো বিশাল উন্মুক্ত চত্বর, মাঝে একটু পার্টিশন করে নারী ও পুরুষদের জন্য প্রার্থনাস্থল আলাদা করা। পুরুষদের বেশিরভাগই কালো কোট ও টুপি পরা লম্বা দাড়ি ও জুলফি রয়েছে। তারা ঐ দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত ছন্দে দুলে দুলে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছে ।

মহিলাদের জন্য রক্ষিত অংশে গিয়ে দেখি সেখানেও মহিলারা নিচুস্বরে দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে বা চেয়ারে বসে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছেন, কেউ বা ফুপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ঈশ্বরের কাছে মনের কষ্ট ব্যক্ত করছেন। দেওয়ালে পাথরের খাঁজে খাঁজে দেখলাম অসংখ্য কাগজের টুকরো গুঁজে দেওয়া আছে। ভক্তরা তাদের মনের নানা বাসনা ইচ্ছা পূরণের জন্য কাগজে লিখে গুঁজে দেয় পবিত্র পাথরের দেয়ালে। ওয়েস্টার্ন ওয়ালের ওখানে দেখলাম অনেক বালক কে বাজনা বাজিয়ে নাচগান শোভাযাত্রা করে নিয়ে আসছে পরিবারের লোকজন - সবাই খুশিতে ঝলমল করছে । জানলাম এটি হলো একটি ইহূদি ধর্ম আচরণ, Bar mitzvah কোনো ইহূদী বালকের ১৩ তম জন্মদিনে তাকে এভাবেই নিয়ে আসা হয় এখানে, নানা রীতিনীতির মধ্যে দিয়ে সে লাভ করে ধর্মীয় সাবালকত্ব। এই প্রথা অনেকটা আমাদের পৈতে অনুষ্ঠানের সাথে তুলনীয়। Western Wall দেখা শেষ করে আমরা দেখলাম Mount Olives এর পাদদেশে অবস্থিত Gethsemane নামের জলপাই গাছের বাগান। এই বাগানেই যিশু তার শিষ্যদের নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন ধরা পড়ার আগের রাতে।

মানুষের বিশ্বাস এই বাগানের জলপাই গাছগুলি নাকি দুই হাজার বছরেরও বেশি পুরনো যীশুর সময়কার।এরপর Mount Olive এর উপর থেকে আমরা দেখলাম ইহুদি সমাধিক্ষেত্র আর ইসলাম ধর্মের অত্যন্ত পবিত্র আকসা মসজিদ ও Dome of Rock এর সোনালী গম্বুজ। ইসলাম ধর্মে এই স্থানের গুরুত্ব মক্কা, মদিনার পরেই, ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী এই স্থান থেকে নবী হজরত মহম্মদ বেহস্ত বা স্বর্গের দিকে ঊর্ধ্বগমন করেছিলেন। Dome of Rock এ মুসলিম ছাড়া অন্যদের প্রবেশ অধিকার নেই। জেরুজালেম দেখেই শেষ হলো আমাদের ইসরায়েল ভ্রমণ পর্ব। **" রূপসাগরে ডুব দিয়েছি"** - ইসরায়েল থেকে জর্ডনে ফিরলাম পৃথিবীর অনন্য অদ্ভুত প্রাকৃতিক বিস্ময় মরুসাগর দেখব বলে । সেই কোন ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি মরুসাগরের জলে নাকি কিছু ডোবে না। পরে টিভিতেও দেখেছি মানুষজন কি সুন্দর মরুসাগরের জলে ভেসে-ভেসে বই পড়ছে । আমিও নিজে যে একদিন এমন ভাবে ভাসতে পারব ভাবিনি কখনও।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪০০ মিটার নিচে ইজরায়েল- জর্ডন সীমান্তে অবস্থিত মরুসাগর পৃথিবীর সর্বাধিক লবণাক্ত হ্রদগুলির মধ্যে অন্যতম। এই হ্রদের জল এত বেশি নোনা যে কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী জন্মাতে বা বাঁচতে পারে না, তাই এর নাম Dead Sea | প্রাণের কোন চিহ্নই নেই । আর প্রচুর লবণ মিশে থাকায় হ্রদের জল এত ভারী যে কোন কিছুই এই জলে সহজে ডোবে না । মরুসাগর পৌঁছে আমরা সবাই যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেলাম, জলে নামার জন্য অস্থির। চারদিকে অনুচ্চ নগ্ন পাহাড় দিয়ে ঘেরা মরুসাগরের চারপাশটা খুবই রুক্ষ, ঝুরো পাথুরে মাটি, সবুজের এতটুকু ছোঁয়া নেই কোনোখানে । হ্রদের ধারে খানিকটা গর্ত করে রাখা আছে মরুসাগরের ঔষধিগুন যুক্ত কালো কাদা। ফেলো কড়ি মাখো কাদা। অনেকেই গায়ে কালো কাদা মেখে জলে নামছে । জর্ডনের সর্বত্রই নানা দোকানে বিক্রি হচ্ছে Dead Sea-এর কালো কাদার ফেসপ্যাক, সাবান – মাখলেই ত্বক সুস্থসুন্দর হবে বলে দাবী দোকানীর ।

আর দেরী না করে আমরা নেমে পড়লাম জলে। জল স্থির। পায়ের তলায় জমাট বাধা নুন। হাঁটু জলে গিয়ে আলতো করে শরীরটা পিছনে হেলিয়ে দিলেই অদ্ভুতভাবে ভেসে গেলাম জলে, যেন জলের ওপর শুয়ে আছি - খুব অদ্ভুত অনুভূতি - লিখে বা বলে বোঝানো মুশকিল। জীবনের একটা স্বপ্নপূরণ হল । বহুক্ষণ ভেসে রইলাম জলে । এই নোনা জল শরীরের নানা ব্যথা বেদনার উপশমে অত্যন্ত ফলদায়ী। জল ছেড়ে যেন উঠতেই ইচ্ছে হয় না, তবু একসময় উঠতেই হল - সারাজীবনের জন্য অক্ষয় হয়ে থাকবে এই অভিজ্ঞতা । ডেড সী দেখে ফেরার পথে দেখলাম পবিত্র মাউন্ট নেবো যে পাহাড়ের উপর থেকে পয়গম্বর মোজেস তার অনুগামীদের প্রথম দেখিয়েছিলেন "The Promised Land" বা পবিত্র ভূমি। দেখলাম মাডাবা শহর যেখানকার পাথরের টুকরোর মোজাইক খুবই বিখ্যাত। আমরা এমনই একটা মোজাইক ওয়ার্কশপে গেলাম কিভাবে এই অসাধারণ মোজাইক চিত্রগুলি তৈরি হয় তা দেখতে। বিশাল ওয়ার্কশপে এক সাথে বিক্রির ব্যবস্থাও আছে । শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতায় নরম রঙিন পাথরের ছোট ছোট টুকরো করে কেটে পরপর সাজিয়ে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলছেন অসাধারণ ছবি, তৈরী করছেন শো-পিস্, ছোট ছোট বক্স। সব দেখে ফিরে এলাম আম্মানে। ভ্রমণকালে বারবার জর্ডানের রাজধানী আম্মান ছুঁয়ে গেলেও এই শহরের কথা সেভাবে বলা হয়নি। সমুদ্রতল থেকে প্রায় ৩০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত আম্মানের দুটি অংশ প্রাচীন আম্মান এবং আধুনিক আম্মান। আধুনিক আম্মান শহর আর পাঁচটা আধুনিক শহরের মত সুন্দর, চওড়া রাস্তাঘাট, উড়ালপুল, বহুতল বাড়ি, শপিং মল, নানা আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের নামি দামি দোকানে শোভিত।

প্রাচীন ও মুসলিম প্রধান দেশ হলেও রাস্তাঘাটে আধুনিক পাশ্চাত্য পোশাকে সজ্জিত নারীপুরুষের ভিড় । রাস্তায় সম্পূর্ণ বোরখায় ঢাকা মহিলারা যেমন আছেন তেমনই আছেন জিন্স টপ পরিহিত কাপড়ে মাথা ঢাকা আধুনিকারাও । শহরে দোকানগুলিতে দেখছি আধুনিক পোশাকে সজ্জিত রাজা রাণীর ছবি সযত্নে ঝোলানো। আধুনিক আম্মান শহরের প্রান্তে ৮৫০ মিটার উঁচু Jebel-Al-Qala's পাহাড়ের ওপরে রয়েছে প্রাচীন আম্মানের ধ্বংসাবশেষ Citadel সতেরোশো মিটার লম্বা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অবশ্য দর্শনীয় হল হারকিউলিসের মন্দির ও Ummayad Palace | জর্ডনের মুদ্রা জর্ডানিয়ান দিনার এর মূল্য খুবই বেশি, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 100 টাকা সমান হল 1 দিনার। বিভিন্ন স্মারক কেনার সময় দেখেছি দিব্যি দরদাম করে কেনা যায়। **"ধন্য রে আমি অনন্ত কাল ধন্য আমার ধরণী" -**

আম্মান থেকে এবার ঘরে ফেরা, দুবাই হয়ে কলকাতা সেই একই পথ ধরে .... তবে যে আমি ১২ দিন আগে কলকাতা থেকে আম্মানে গিয়েছিলাম ঠিক সেই 'আমি'-ই কলকাতায় ফিরলাম না - যে আমি ফিরল তার মনের দিগন্তটা আরেকটু বড়, বিস্তারিত। ভ্রমণের এই তো আনন্দ ..... প্রতিবার মনের জগৎটা খানিকটা বড় হতে থাকে ... বইতে পড়া, টিভিতে দেখা, লোকের মুখে শোনা জায়গাগুলোর সাথে কেমন সরাসরি আত্মিক যোগ তৈরি হয়ে যায় ... তারা হয়ে ওঠে আমার অস্তিত্বের অংশ.... নিজেকে ধন্য মনে হয়। প্রণাম জানাই সেই পরম করুণাময়কে। এত কথা লেখার পরও মনে হয় কত কথা না বলা থেকে গেল ... যা দেখেছি তার কতটুকুই বা গুছিয়ে লিখে বুঝিয়ে বলতে পারলাম । যারা পড়বেন তারা নিজগুণে মার্জনা করে দেবেন প্রকাশের দৈন্যতা ও সীমাবদ্ধতাকে।

GO everywhere
TOURS & TRAVELS

Come Let's Make Memories...

GO EVERYWHERE TOURS & TRAVELS PVT. LTD.

Shantiniketan Building,
8, Camac Street, Room No. 15, 10th Floor,
Kolkata - 700 017, India
Tel : +91 33 4604 9800 | 4005 0911

Salt Lake Office: AD-68, Saltlake, Sec-1,
Kolkata-700064, India
Tel : +91 9831 811535 | +91 90881 01124

98748 00122 | 98305 23781 | 80176 33418 | 81588 94453 | 90519 66668 | 70471 43332 | 98369 90095